শুক্রবার
৩০ অক্টোবর ২০২৬
১৪ কার্তিক ১৪৩৩
১৯ জামাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৪

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
Scan for visit Khabor.com

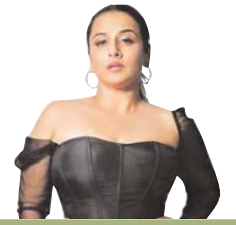

খেলাধুলা ১৫ — বাংলাদেশকে তৃতীয় স্বর্ণ এনে দিলেন বন্যা

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪ — সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু শেয়ারের আগে ভাবুন

আন্তর্জাতিক ১১ — ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির দর কত

বিনোদন ২১ — 'দ্য ডার্টি পিকচার ২'-তে কাজ করতে চান বিদ্যা বালান

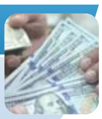

ভোটের মাত্র দুই দিন আগে

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের বহুল আলোচিত নির্বাচন শেষ মুহূর্তে স্থগিত হয়ে গেছে। রোববার (২৫ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল নির্বাচনটি। কিন্তু ভোটের মাত্র দুই দিন আগে নিউইয়র্কের আদালতের নির্দেশে নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রার্থী, সমর্থক ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

দীর্ঘদিনের প্রচার-প্রচারণা, নির্বাচনী সভা, গণসংযোগ এবং ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পন্ন, ঠিক তখনই আদালতের স্থগিতাদেশে থমকে গেছে পুরো আয়োজন। নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা এখন পরিণত হয়েছে নানা প্রশ্ন ও আলোচনায়। কেন শেষ মুহূর্তে নির্বাচন স্থগিত হলো, কার অভিযোগে আদালত হস্তক্ষেপ করলেন এবং কবে আবার ভোট এরপর পৃষ্ঠা ২৬

সদস্যপদ ও ভোটার তালিকা নিয়ে অভিযোগ

৫ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি

- ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল নির্বাচন
- ২৩ অক্টোবর নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী কার্যক্রমের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন

| মাইকেল রুবিন |

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন
জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন, শেখ হাসি-না সরকারের পতন এবং জুলাই-আগস্টের সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবস্থানের এরপর পৃষ্ঠা ২৬

রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান শিগগিরই

মুজিবুর রহমান, *ঢাকা*

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বাড়ানো এবং আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে বাগেরহাটের রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের দরপত্র আহ্বানের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)। বিপিডিবির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রেজাউল করিম বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থাকে (বাসস) জানিয়েছেন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) অনুমোদনের পর গ্রিড-সংযুক্ত প্রকল্পটির দরপত্রের নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৭ সালে এরপর পৃষ্ঠা ২৬

আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘে আবেদন

| শেখ হাসিনার |

শিব্বীর আহমেদ, *নিউইয়র্ক*

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর বহাল নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের এরপর পৃষ্ঠা ২৬

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন ৩ নভেম্বর

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তীব্র লড়াই

খবর ডেস্ক, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বহুল আলোচিত মধ্যবর্তী নির্বাচন (মিডটার্ম ইলেকশন) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৩ নভেম্বর, মঙ্গলবার। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নির্ধারণের পাশাপাশি আগামী দুই বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি বাস্তবায়ন ও কংগ্রেসের তদারকির ক্ষমতার ওপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে এই নির্বাচন। নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি থাকতে জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, অভিবাসন নীতি, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনীতি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভোটারদের মধ্যে আলোচনা চলছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটড়উভয় দলই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রচার জোরদার করেছে। বর্তমানে মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদে দলটির ব্যবধান খুবই কম। সিনেটে এরপর পৃষ্ঠা ২৬

জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, অভিবাসন নীতি, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনীতি নিয়ে ভোটারদের মধ্যে আলোচনা চলছে

আনিসুল হকের ১৭২ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগে অভিযোগপত্র গ্রহণ

খবর ডেস্ক, *ঢাকা*

সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বিরুদ্ধে ১৭২ কোটি ২৪ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দাখিল করা অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত। একই মামলায় পলাতক তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

রোববার (২৫ অক্টোবর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবীর অভিযোগপত্র গ্রহণ করে এ আদেশ দেন। মামলার প্রধান আসামি এরপর পৃষ্ঠা ২৬

৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন

বাংলাদেশ ককাসের নেতৃত্ব নিতে আগ্রহী টম সোয়াজি

আইরিন রহমান, নিউইয়র্ক

মার্কিন কংগ্রেসে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া বাংলাদেশ ককাসকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান টম সোয়াজি। আগামী ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর নতুন কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসকে সক্রিয় করার পাশাপাশি এর নেতৃত্ব দেওয়ার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন তিনি। ২৬ অক্টোবর ফ্লাশিংয়ে হিন্দু টেম্পল সোসাইটির মিলনায়তনে বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির উদ্যোগে আয়োজিত দিওয়ালি উৎসবের এক অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপকালে সোয়াজি বাংলাদেশ ও প্রবাসী এরপর পৃষ্ঠা ২৬

মাত্র ২০ মিনিটে

৬৩০ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো চুরি!

বিশ্বজুড়ে তোলপাড়, সন্দেহের তির উত্তর কোরিয়ার দিকে

মশিউর রহমান

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইন্যান্সে (Binance) নজিরবিহীন সাইবার হামলায় প্রায় ৬৩০ কোটি মার্কিন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ চুরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) সংঘটিত এই হামলায় মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি সরিয়ে নেয় হ্যাকাররা। আন্তর্জাতিক সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির ঘটনা। চাঞ্চল্যকর এই সাইবার হামলার পেছনে উত্তর এরপর পৃষ্ঠা ২৬

ট্রাম্পের আইসিই নীতি ঘিরে নিউইয়র্কে সংঘাত

মামদানির কঠোর অবস্থান

■ মার্বেল হিলে অভিবাসীকে গুলির ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা; ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মেয়রের প্রতিবাদ, অভিবাসন আইন প্রয়োগ নিয়ে ফেডারেল ও নগর সরকারের বিরোধ আদালতেও

স্যামুয়েল এস. পিনারু

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতি এবং নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে দেশটির বৃহত্তম নগরীতে নতুন করে রাজনৈতিক ও আইনি উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ফেডারেল অভিবাসন সংস্থা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) অভিযান, একজন অভিবাসীকে গুলি করার এরপর পৃষ্ঠা ২৬

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9894
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত

গণতন্ত্রের উৎসব কেন আদালতের দোরগোড়ায়

নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন শেষ মুহূর্তে স্থগিত হওয়া নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। দীর্ঘ প্রস্তুতি, প্রচার-প্রচারণা, প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি এবং হাজারো ভোটারের প্রত্যাশার পর নির্বাচনের মাত্র দুই দিন আগে আদালতের হস্তক্ষেপে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যাওয়া কেবল একটি সাংগঠনিক বিপত্তি নয়; এটি প্রবাসী সমাজের গণতান্ত্রিক চর্চা, নেতৃত্বের জবাবদিহি এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তুলেছে।

২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ৩৫ হাজার ২৪২ জন ভোটারের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২৩ অক্টোবর কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টের সাময়িক নিষেধাজ্ঞায় সেই আয়োজন থেমে যায়। সদস্যপদের আবেদন প্রত্যাখ্যান, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার এবং ভোটার তালিকার অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আদালতের দ্বারস্থ হন সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরী। আগামী ৫ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত রয়েছে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। আদালতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সব অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার সমার্থক নয়। অভিযোগের সত্যতা, সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। আদালতের নির্দেশ মেনে চলা যেমন অপরিহার্য, তেমনি বিচারাধীন বিষয়ে কাউকে আগাম দোষী সাব্যস্ত করাও অনুচিত।

তবে প্রশ্ন হলো, একটি প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নির্বাচন কেন বারবার আইনি জটিলতার মুখে পড়ে

নির্বাচন কেবল ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া নয়। এর ভিত্তি হলো নির্ভুল ভোটার তালিকা, সদস্যপদের সমান সুযোগ, গ্রহণযোগ্য মনোনয়নপদ্ধতি, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা। এসব বিষয়ে আস্থার সংকট থাকলে নির্বাচনের দিন যত উৎসবমুখরই হোক, ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বের দায়িত্ব শুধু নির্বাচনের আয়োজন করা নয়; এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে কোনো সদস্যকে নিজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার আদালতের শরণাপন্ন হতে না হয়। একই সঙ্গে অভিযোগকারীদেরও দায়িত্ব রয়েছে যথাযথ প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ উত্থাপন করা এবং ব্যক্তিগত বিরোধকে অযথা সামষ্টিক সংকটে পরিণত না করা।

আমাদের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ আদালতের নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা, সদস্যপদ যাচাই, নির্বাচনী ব্যয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করবে। আদালতের অনুমতি ও আইনগত নির্দেশনা সাপেক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী সময়সূচি নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

প্রবাসে বাংলাদেশ সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নতুন অভিবাসীদের সহায়তা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, সামাজিক সংহতি এবং নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অথচ নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা যদি দীর্ঘস্থায়ী বিভক্তিতে রূপ নেয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো কমিউনিটি।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রয়োজন সংযম, সংলাপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সদিচ্ছা। কোনো ব্যক্তি বা প্যানেলের জয়-পরাজয়ের চেয়ে বড় হওয়া উচিত সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্যতা। বাংলাদেশ সোসাইটি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটি সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান। তাই এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারও সদস্যদের–একটি স্বচ্ছ, আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে।

নির্বাচন স্থগিত হওয়া সাময়িক সংকট হতে পারে; কিন্তু সেই সংকট থেকে শিক্ষা না নেওয়াই হবে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

তীরে এসে তরী ডুবি: বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিতের নেপথ্যে যে প্রশ্নগুলো

সত্যের সন্ধানে অবিচল খবর www.khabor.com

মো মশিউর রহমান মজুমদার

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে উৎসবের আমেজ তৈরি হয়েছিল, তা হঠাৎ করেই থমকে গেছে। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থীদের প্রচার, সমর্থকদের গণসংযোগ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা, সভা-সমাবেশ এবং ভোটারদের প্রত্যাশা মিলিয়ে এক ধরনের নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভোটের মাত্র দুই দিন আগে আদালতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞায় সেই আয়োজন স্থগিত হয়ে গেল। প্রবাসী সমাজে এমন ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু একই ধরনের সংকট বারবার ফিরে এলে সেটিকে নিছক দুর্ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। বরং প্রশ্ন ওঠে, আমাদের সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র কতটা শক্তিশালী নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় কতটা স্বচ্ছতা রয়েছে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা কি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করছে, নাকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচন স্থগিত হওয়ার ঘটনাটি তাই শুধু একটি নির্বাচনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ নয়। এটি নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সাংগঠনিক সংস্কৃতি নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগও তৈরি করেছে।

২৫ অক্টোবর বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩৫ হাজার ২৪২ জন ভোটার তালিকাভুক্ত ছিলেন। কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। ২১ সদস্যের কার্যকরী কমিটির জন্য দুটি প্রধান প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। সাধারণ সম্পাদক পদে প্যানেলের বাইরেও একজন প্রার্থী ছিলেন। একটি প্রবাসী সংগঠনের নির্বাচনে এত বিপুলসংখ্যক ভোটারের সম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এটি প্রমাণ করে, বাংলাদেশি কমিউনিটির একটি বড় অংশ এখনো বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্ব ও কার্যক্রম নিয়ে আগ্রহী।

কিন্তু নির্বাচনের ঠিক আগে আদালতের আদেশ সেই প্রত্যাশায় অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ২৩ অক্টোবর কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শেরি এ. বাগস নির্বাচন আয়োজন, ভোটগ্রহণ, ব্যালট গণনা এবং ফলাফল প্রত্যয়নের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেন। মামলাটি করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান এ. চৌধুরী।

তাঁর সদস্যপদের আবেদন প্রত্যাখ্যান এবং সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না পাওয়ার বিরোধ এই মামলার কেন্দ্রে রয়েছে। পাশাপাশি ভোটার তালিকা ও সদস্য অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি নিয়েও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

আদালত আগামী ৫ নভেম্বর শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আদালত এখনো সব অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেননি। সাময়িক নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হলো বিচারাধীন বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। ফলে আদালতের এই পদক্ষেপকে কোনো পক্ষের চূড়ান্ত জয় বা পরাজয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রথম শর্ত নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা। একজন ভোটার বৈধ সদস্য কি না, তাঁর সদস্যপদের আবেদন যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়েছে কি না, নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ হয়েছে কি না এবং একই ব্যক্তি একাধিকবার তালিকাভুক্ত হয়েছেন কি না–এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ছাড়া কোনো নির্বাচন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর মধ্যে একই ফোন নম্বর ও ঠিকানা একাধিক ভোটারের ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। তবে একই ঠিকানা বা ফোন নম্বর একাধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া মাত্রই জালিয়াতির প্রমাণ নয়। একই পরিবারের সদস্য, যৌথ বাসস্থান কিংবা যোগাযোগের সুবিধার্থে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। অভিযোগ যাচাই করতে হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের পরিচয়, আবেদনপত্র, চাঁদা প্রদানের নথি এবং ভোটার তালিকা তৈরির পদ্ধতি পরীক্ষা করতে হবে। এই কারণেই অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে আগাম দোষী সাব্যস্ত করা যেমন ভুল, তেমনি অভিযোগকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়াও দায়িত্বশীল আচরণ নয়। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিত ভোটার তালিকা তৈরির নিয়ম, আপত্তি জানানোর সুযোগ এবং সংশোধনের পদ্ধতি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা। এবারের মামলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সদস্যপদের অধিকার। যেকোনো সদস্যভিত্তিক সংগঠনে গঠনতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কে সদস্য হতে পারবেন, কোন শর্তে সদস্যপদ বাতিল হবে, কে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি কী হবে–এসব প্রশ্নের উত্তর গঠনতন্ত্রেই থাকা উচিত। কিন্তু গঠনতন্ত্রের কোনো বিধান যদি সদস্যদের মৌলিক সাংগঠনিক অধিকার কিংবা প্রযোজ্য আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তা আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। বাংলাদেশ সোসাইটির মামলায় সংগঠনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার অধিকার সীমিত করার একটি বিধান নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রকাশিত আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাদী ওই বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছেন। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারিক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। এই বিতর্ক থেকে একটি বড় শিক্ষা পাওয়া যায়। সংগঠনের গঠনতন্ত্র কোনো স্থির ও অপরিবর্তনীয় দলিল নয়। সময়ের প্রয়োজন, সদস্যদের অধিকার এবং আইনগত বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করা নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ নয়; বরং একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি তৈরি করা।

প্রবাসী সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে–সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আদালতে গেলে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। কোনো সদস্য যদি মনে করেন তাঁর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় প্রতিকার পাচ্ছেন না, তাহলে আইনগত প্রতিকার

> ভোটার তালিকা, সদস্যপদের অধিকার, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি–প্রবাসী সমাজের সবচেয়ে বড় সংগঠনগুলোর একটির সামনে এখন আস্থার পরীক্ষা

চাওয়া তাঁর বৈধ অধিকার। অন্যদিকে, প্রতিটি বিরোধের সমাধান আদালতের মাধ্যমে করতে হলে সংগঠনের সময়, অর্থ এবং সামাজিক আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই দুই বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন। একটি পরিণত সংগঠনে অভিযোগ গ্রহণ, শুনানি, আপিল এবং বিরোধ নিষ্পত্তির স্বাধীন ব্যবস্থা থাকা উচিত। সেখানে সদস্যরা ন্যায্য শুনানির সুযোগ পেলে অনেক বিরোধ আদালতে যাওয়ার আগেই সমাধান করা সম্ভব। তবে অভ্যন্তরীণ প্রতিকারব্যবস্থা কখনো আদালতে যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করার হাতিয়ার হতে পারে না।

নির্বাচন কমিশন যেকোনো নির্বাচনী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই, ভোটার তালিকা গ্রহণ, নির্বাচনী আচরণবিধি প্রয়োগ, ভোটকেন্দ্র পরিচালনা এবং ফলাফল ঘোষণা–সব ক্ষেত্রেই কমিশনের নিরপেক্ষতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের নির্বাচন স্থগিতের পর হতাশা প্রকাশ করেছেন। নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর আদালতের নির্দেশ আসায় ভোটারদের কাছে দুঃখও প্রকাশ করেছেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের এই পরিস্থিতি সহজ নয়। কারণ একটি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কমিশনের হলেও সদস্যপদ ও ভোটার তালিকার মূল নথি তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির ভূমিকা থাকতে পারে। ফলে নির্বাচন কমিশনের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে তার ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয় নথিতে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যাতে কোনো প্রার্থী বা প্যানেল কমিশনের সিদ্ধান্তকে নিজেদের সুবিধামতো প্রভাবিত করতে না পারে। একই সঙ্গে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের স্বচ্ছ পদ্ধতি থাকা উচিত।

বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা থাকবে–এটাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক সংগঠনে মতপার্থক্য, নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং ভিন্ন কর্মসূচির প্রতিযোগিতা ইতিবাচক বিষয় হতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতা যখন ব্যক্তিগত বিরোধে রূপ নেয়, তখন সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য আড়ালে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রবাসী সংগঠনগুলোর একটি বড় সমস্যা হলো নেতৃত্বের পদকে কখনো কখনো সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। ফলে নির্বাচনে জয়ী হওয়াই প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে, অথচ নির্বাচনের পর সংগঠন কীভাবে কমিউনিটির জন্য কাজ করবে, সেই আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশ সোসাইটির ক্ষেত্রেও এখন প্রয়োজন এই প্রশ্ন তোলা–সংগঠনটি আগামী পাঁচ বা দশ বছরে কোথায় যেতে চায় নতুন অভিবাসীদের সহায়তা, নাগরিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা, তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, জরুরি সহায়তা এবং সামাজিক সেবায় সংগঠনটির দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কী এসব বিষয়ে প্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকলে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আরও অর্থবহ হতে পারে। একটি বড় নির্বাচনের আয়োজন সহজ নয়।

ভোটকেন্দ্র ভাড়া, ব্যালট প্রস্তুত, নিরাপত্তা, প্রচারসামগ্রী, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সময়–সব মিলিয়ে বিপুল অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়। প্রার্থীরাও নির্বাচনী প্রচারে ব্যক্তিগত অর্থ ও সময় বিনিয়োগ করেন। ভোটাররা কাজের সময় সমন্বয় করেন, যাতায়াতের পরিকল্পনা করেন এবং ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নেন। শেষ মুহূর্তে নির্বাচন স্থগিত হলে এসব প্রস্তুতির একটি অংশ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। তবে নির্বাচন আয়োজনের ব্যয় বেশি হয়েছে বলেই অভিযোগ যাচাই ছাড়া ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা উচিত–এমন যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। স্বচ্ছতা ও আইনগত বৈধতার প্রশ্নে আপস করে নির্বাচন সম্পন্ন করলে পরবর্তী সময়ে আরও বড় বিরোধ তৈরি হতে পারে।

অতএব, নির্বাচনের আর্থিক ক্ষতি কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো নির্বাচনের অনেক আগেই সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তি করা। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে আদালতের হস্তক্ষেপ এবারই প্রথম নয়। ২০১৮ সালেও নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সেই সময়ও নির্বাচন স্থগিতের ঘটনা ঘটেছিল। আট বছর পর আবার একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়া সংগঠনের দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে যদি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই ব্যবস্থাগুলো কেন বর্তমান বিরোধ ঠেকাতে পারল না–তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এখানে কোনো ব্যক্তি বা কমিটিকে আগাম দায়ী করার প্রয়োজন নেই। বরং নিরপেক্ষভাবে দেখতে হবে, সংগঠনের নিয়মকানুনে কোথায় অস্পষ্টতা রয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। একটি প্রতিষ্ঠান তখনই পরিণত হয়, যখন সে নিজের অতীতের ভুল বা দুর্বলতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকানদের নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। তাদের অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, স্থানীয় সরকার ও নাগরিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশ সোসাইটির মতো সংগঠনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে আধুনিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বের চর্চা প্রয়োজন।

তরুণরা যদি বারবার দেখে যে সংগঠনের নির্বাচন শেষ মুহূর্তে আদালতে আটকে যায়, নেতৃত্বের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সদস্যপদ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকে, তাহলে তারা ঐতিহ্যবাহী সংগঠনগুলো থেকে দূরে সরে যেতে পারে। এটি দীর্ঘমেয়াদে কমিউনিটির জন্য উদ্বেগজনক। কারণ প্রবাসী সংগঠন শুধু প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের মিলনস্থল নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সম্পৃক্ততারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে। তাই সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তরুণদের অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিনির্ভর সদস্য ব্যবস্থাপনা এবং উন্মুক্ত তথ্যপ্রকাশের ব্যবস্থা বাড়ানো প্রয়োজন। বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম শর্ত আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা। আদালত যেসব নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো অক্ষত রাখা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা জরুরি।

দ্বিতীয়ত, সদস্যপদ ও ভোটার তালিকা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো উঠেছে, সেগুলোর তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। আদালতের অনুমতি ও প্রযোজ্য গোপনীয়তা বিধি মেনে সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, নির্বাচন কমিশন, নির্বাহী কমিটি, প্রার্থী এবং অভিযোগকারীদের মধ্যে যোগাযোগের স্বচ্ছ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবে বিচারাধীন বিষয়ে কোনো আলোচনা যেন আদালতের নির্দেশের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত না হয়। চতুর্থত, নির্বাচনের আগে অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা উচিত। সদস্যপদ যাচাই, ভোটার তালিকার আপত্তি, মনোনয়নসংক্রান্ত বিরোধ এবং আপিলের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন হলে শেষ মুহূর্তের সংকটের আশঙ্কা কমে। পঞ্চমত, সংগঠনের গঠনতন্ত্র স্বাধীন আইনগত পর্যালোচনার মাধ্যমে হালনাগাদ করা যেতে পারে। সদস্যদের অধিকার, নির্বাচনী যোগ্যতা এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

সবশেষে, নির্বাচন শেষে বিজয়ী ও পরাজিত পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি। সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত নেতৃত্বের হলেও সংগঠনের মালিকানা সব সদস্যের। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনে বাংলাদেশ সোসাইটির মতো সংগঠনের গুরুত্ব শুধু একটি নির্বাচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসে নতুন জীবন শুরু করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ভাষার চর্চা বজায় রাখা, সামাজিক সংকটে সহায়তা করা এবং বৃহত্তর আমেরিকান সমাজে বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানো–এসব ক্ষেত্রে সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কোনো ব্যক্তি চিরকাল নেতৃত্বে থাকবেন না। কোনো প্যানেলও স্থায়ী নয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকবে–এমন প্রত্যাশাই স্বাভাবিক। সুতরাং বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সংকটকে কেবল নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টিতে দেখলে ভুল হবে।

এটি একটি সতর্কবার্তা, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়–গণতন্ত্র শুধু ভোটের দিন নয়; গণতন্ত্র হলো প্রতিদিনের আচরণ, নিয়ম মেনে চলা, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং জবাবদিহির চর্চা। যে সংগঠন নিজের সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না, তার পক্ষে বৃহত্তর কমিউনিটির অধিকার নিয়ে কার্যকরভাবে কথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আজ প্রয়োজন ব্যক্তিগত অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পরিবর্তে প্রমাণভিত্তিক আলোচনা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাংগঠনিক সংস্কারের বাস্তব উদ্যোগ। ২৫ অক্টোবরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো না। কিন্তু এই স্থগিতাদেশ যদি বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করে, তাহলে বর্তমান সংকট ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে থাকতে পারে। শেষ কথা হলো, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে কে জিতবেন, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন–এই সংগঠনের প্রতি সাধারণ সদস্যদের আস্থা কতটা অটুট থাকবে।

কারণ একটি নির্বাচন পিছিয়ে যেতে পারে; কিন্তু প্রবাসী সমাজের ঐক্য, বিশ্বাস এবং সম্মিলিত ভবিষ্যৎ পিছিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

সত্যের সন্ধানে অবিচল খবর

Chief Editor	: Shibbir Ahmed	প্রধান সম্পাদক	: শিব্বীর আহমেদ
Publisher & Editor	: MD MashiurRahman Majumder	প্রকাশক ও সম্পাদক	: মো মশিউর রহমান মজুমদার
News Editor	: Reema Wahid	বার্তা সম্পাদক	: রিমা ওয়াহিদ
Dhaka Bureau Chief	: Shehab Munawar Wahid	ঢাকা ব্যুরো প্রধান	: শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ

সত্যের সন্ধানে অবিচল খবর

37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com

মশাই ভরসা : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নতুন ইতিহাস

চিররঞ্জন সরকার

বাংলাদেশে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আগের মতো খুব একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু বাস্তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে নীরব কর্মসূচি চলছে, তা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি কার্যকর! পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরকে আলাদা করে প্রচার চালাতে হচ্ছে না, জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণে ঘরে ঘরে যেতে হচ্ছে না, ছোট পরিবার গড়ার পরামর্শও দিতে হচ্ছে না। মানুষ মরছে, আর জনসংখ্যা কমানোর কাজটি এগিয়ে চলছে আপন গতিতে। কেউ মরছে সড়কে, কেউ গুলিতে, কেউ ডেঙ্গুতে, কেউ হামে, কেউ চিকিৎসার অভাবে। কেউ মরছে অগ্নিকাণ্ডে, কর্মস্থলে কিংবা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। মৃত্যুর কারণ আবিষ্কারে আমাদের যেন অসাধারণ সৃজনশীলতা; শুধু মৃত্যু ঠেকানোর কার্যকর উপায় আবিষ্কারেই যত অনীহা! মনে হয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আর নতুন প্রকল্প নিতে হবে না। প্রকৃতিই দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে, আর প্রশাসন বসে বসে সাফল্যের হিসাব কষছে! ডেঙ্গুর কথাই ধরা যাক। এক দিনে ১৩ জনের মৃত্যুর খবরও এখন সংবাদজগতের পরিচিত উপাদান। আজ ১৩ জন, কাল হয়তো আরও বেশি। কারও সন্তান অনাথ হচ্ছে, কারও সংসারের উপার্জনক্ষম মানুষটি হারিয়ে যাচ্ছে, কারও মায়ের বুক খালি হচ্ছে। কিন্তু চারপাশের নির্বিকার ভাব দেখে মনে হয়, বর্ষাকালে বৃষ্টি হওয়ার মতো ডেঙ্গুতে মানুষের মৃত্যুও বুঝি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থক্য শুধু, বৃষ্টির জন্য ছাতা লাগে, আর ডেঙ্গুর জন্য লাগে সরকারি বিবৃতি। বিবৃতি অবশ্য মশা কামড়ায় না, তাই তার কার্যকারিতা নিয়ে কোনো অভিযোগও নেই। চলতি বছরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি সেই পুরোনো ব্যর্থতাকেই নতুন করে সামনে এনেছে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ২৬ হাজার ছাড়িয়েছে, মৃত্যুও চার শতাধিক। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অক্টোবর শেষ হওয়ার আগেই রোগীর সংখ্যা গত বছরের পুরো হিসাব অতিক্রম করেছে। ২০২৩ সালে ডেঙ্গু কেড়ে নিয়েছিল ১ হাজার ৭০৫টি প্রাণ। এত বড় বিপর্যয়ের পরও ২০২৬ সালে এসে প্রশ্ন করতে হচ্ছে, আমরা শিখলাম কী? নাকি আমাদের প্রশাসনিক স্মৃতিশক্তি মশার আয়ুর চেয়েও কম? বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা ছিল, ঝুঁকির খবর ছিল, লার্ভার উপস্থিতি বাড়ার তথ্যও ছিল। কিন্তু আগাম সতর্কতাকে আমরা এমনভাবে গ্রহণ করি, যেন কেউ বিনা আমন্ত্রণে অনুষ্ঠানে এসে বক্তৃতা দিয়ে গেছেড়শুনলাম, মাথা নাড়লাম, তারপর যে যার কাজে ফিরে গেলাম। ডেঙ্গুর কারণ আমাদের অজানা নয়। কোথায় মশা জন্মায়, কীভাবে বংশবিস্তার করে, কীভাবে রোগ ছড়ায়ড় এসব নিয়ে গবেষণা হয়েছে, সভা হয়েছে, সেমিনার হয়েছে, নির্দেশিকা তৈরি হয়েছে, বাজেটও খরচ হয়েছে। শুধু কার্যকর প্রতিরোধব্যবস্থাটিই যেন বারবার অনুপস্থিত থাকে, ছুটি নেয়। নর্দমায় পানি জমে, নির্মাণাধীন ভবনে পানি জমে, ছাদে পরিত্যক্ত পাত্র পড়ে থাকে। মশার বংশবিস্তার চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে, আর কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বাড়ে রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হওয়ার পর। অর্থাৎ মশা আগে কাজ শুরু করে, প্রশাসন পরে উদ্বোধনী প্রস্তুতি নেয়। নগর কর্তৃপক্ষের যুক্তি, নাগরিকেরা সহযোগিতা করছেন না। কথাটা পুরোপুরি অমূলক নয়। বাড়ির ছাদ, বেজমেন্ট, ফুলের টব কিংবা পরিত্যক্ত পাত্রে পানি জমতে দেওয়া নাগরিক দায়িত্বহীনতা। এইডিস মশা যে কেবল সিটি করপোরেশনের গুদামে বংশবিস্তার করে না, তা বুঝতে কীটতত্ত্বে পিএইচডি লাগে না। কিন্তু নাগরিকের ঘাড়ে দায় চাপালেই কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ? তাহলে মশা নিয়ন্ত্রণে বাজেট, জনবল, কীটনাশক, জরিপ ও নগর ব্যবস্থাপনার এত আয়োজন কেন? নাগরিকের দায়িত্ব নিজের বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব পুরো শহরটিকে মশার অভয়ারণ্য হতে না দেওয়া। দুপক্ষের দায়িত্ব আলাদা, কিন্তু ব্যর্থতার অজুহাত হিসেবে দুপক্ষই যেন একে অন্যকে দত্তক নিতে প্রস্তুত। মশা মারার ওষুধ ছিটানোর দৃশ্যও বড় মনোরম। ফগার মেশিন থেকে ধোঁয়া বেরোয়, রাস্তা ঢেকে যায়, মানুষ ভাবে অভিযান চলছে। এক কর্মকর্তা যথার্থই বলেছেন, ধোঁয়া না দেখলে মানুষ মনে করে কাজ হচ্ছে না। কিন্তু ধোঁয়া আর কার্যকারিতা যে এক জিনিস নয়, এই সামান্য সত্যটি বুঝতে এত আয়োজন কেন? শহর ধোঁয়ায় ভরে উঠলেই যদি মশা নির্মূল হতো, তাহলে শিল্পাঞ্চলের বাতাসেই এত দিনে ডেঙ্গুর কবর রচিত হতো। আসল কাজ লার্ভা ধ্বংস, প্রজননস্থল শনাক্ত, কার্যকর ওষুধ প্রয়োগ, নিয়মিত নজরদারি এবং ফলাফল যাচাই। লোকদেখানো অভিযানের সুবিধাড়ছবি তোলা যায়; অসুবিধাড়ছবিতে মশার মৃত্যু দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এইডিস মশার আচরণ বুঝে লক্ষ্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ দরকার। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা অনেকটা মশার সঙ্গে দাবা খেলতে বসে তাকে লুডুর নিয়ম বোঝানোর মতো। প্রয়োজন সারা বছর নজরদারি, এলাকাভিত্তিক জরিপ, সমন্বিত বিশেষজ্ঞ দল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর জবাবদিহি। অথচ আমাদের তৎপরতা মৌসুমি ফলের মতোড়বর্ষায় বাজারে আসে, বর্ষা শেষ হলে উধাও। মশার অবশ্য সরকারি ছুটি নেই, অভিযান শেষ হওয়ার তারিখ নেই, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষাও নেই। সে সরকারি নির্দেশনার তোয়াক্কা না করেই বংশবিস্তার করে। ডেঙ্গুর পাশাপাশি হামের উদ্বেগও জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা সামনে এনেছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, এ বছর হামের উপসর্গ নিয়ে বিপুলসংখ্যক মানুষ চিকিৎসা নিয়েছে, শিশুমৃত্যুর ঘটনাও উদ্বেগজনক। টিকাদানের পরও প্রত্যাশিত সুরক্ষা না পাওয়ার বিষয়ে গবেষণা থাকলে টিকার কার্যকারিতা, সংরক্ষণব্যবস্থা ও টিকাদানের আওতা যথাযথভাবে যাচাই করা জরুরি। তবে কোনো গবেষণার ফলকে অতিরঞ্জিত না করে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়াই উচিত। কারণ ডেঙ্গু হোক বা হাম, প্রতিরোধযোগ্য রোগে সবচেয়ে বড় মূল্য দেয় সাধারণ মানুষ,

> ডেঙ্গু, হাম আর প্রশাসনিক ব্যর্থতায় মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হলেও দায়ভার চাপানো হচ্ছে নাগরিকদের ঘাড়ে; মশা মারার লোকদেখানো ধোঁয়া নয়,প্রয়োজন কার্যকর জবাবদিহি ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিরোধ

বিশেষত শিশুরা। বড়দের ব্যর্থতার হিসাব ছোটদের জীবন দিয়ে মেটানোর নাম নিশ্চয়ই উন্নয়ন নয়।

প্রশ্ন হলো, এত প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা, সভা, বাজেট ও প্রচারাভিযানের পরও প্রতিরোধব্যবস্থা কেন বারবার পিছিয়ে পড়ে? সরকার পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়, মাইকিং করে, লিফলেট বিলি করে, ভ্রাম্যমাণ আদালতের ঘোষণা দেয়। এসব উদ্যোগ প্রয়োজনীয় হতে পারে। কিন্তু কর্মসূচির উদ্বোধন আর সাফল্য এক নয়। ফিতা কাটার সময় ক্যামেরা থাকে, অথচ অভিযান শেষে কতটি প্রজননস্থল ধ্বংস হলো, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংক্রমণ কতটা কমল, কত মানুষের জীবন রক্ষা পেলড়তার হিসাব কোথায়? প্রশাসনিক সাফল্য যদি শুধু সভার সংখ্যা, প্রচারের আওতা আর ব্যয়ের অঙ্কে মাপা হয়, তাহলে ব্যর্থতাও খুব সহজে সাফল্যের পোশাক পরে মঞ্চে উঠে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের উচিত বাংলাদেশের জন্য বিশেষ স্বীকৃতির কথা বিবেচনা করা। পুরস্কারের নাম হতে পারেড়'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনিচ্ছাকৃত অবদান'। তবে সঙ্গে একটি শর্ত থাকবে: পুরস্কার গ্রহণের আগে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে, কত মানুষের মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল, অথচ করা হয়নি। অবশ্য পুরস্কারটি ব্যঙ্গের বিষয়, বাস্তব কোনো সাফল্যের দাবি নয়। কারণ রাষ্ট্রের সাফল্য কত মানুষকে পৃথিবীতে আসতে নিরুৎসাহিত করা গেল, তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না; নির্ধারিত হয় কত মানুষকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখা গেল, কত শিশুকে অনাথ হওয়া থেকে রক্ষা করা গেল, কত পরিবারকে প্রিয়জন হারানোর শোক থেকে বাঁচানো গেল, তার ভিত্তিতে। মানুষের জন্মের হিসাব রাখে যে রাষ্ট্র, মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার দায়িত্বও তার। কারণ জানা থাকলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে, ব্যর্থ হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকের অসচেতনতা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার চিরস্থায়ী লাইসেন্স হতে পারে না। একইভাবে সরকারি ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে নাগরিকের দায়িত্বও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রয়োজন দায়িত্বের স্পষ্ট বণ্টন, বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, দক্ষ জনবল এবং ফলাফল প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। জনস্বাস্থ্য কোনো বক্তৃতার বিষয় নয়, মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্ন। কথা তো অনেক হলোড় সতর্কবার্তা, সভা, অভিযান, মাইকিং, লিফলেট আর আশ্বাস। এবার কাজের কাজ কিছু হোক। মশা ও ভাইরাসকে সংবাদ সম্মেলন দিয়ে থামানো যায় না, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফিতা দিয়েও তাদের পথ আটকানো যায় না। রাষ্ট্রের কাছে মানুষের প্রত্যাশা খুব বেশি নয়: মানুষ যেন অকারণে না মরে, শিশুরা যেন প্রতিরোধযোগ্য রোগে প্রাণ না হারায়। এই সামান্য প্রত্যাশাটুকু পূরণ করাই যদি কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে উন্নয়ন আর সাফল্যের ঢাকঢোল পিটিয়ে লাভ কী? জনসংখ্যা কমানোর অনিচ্ছাকৃত কর্মসূচিতে আমাদের কথিত সাফল্য যতই বাড়ুক, মানুষের জীবন রক্ষায় ব্যর্থতার দায় তাতে একটুও কমবে না। মশা মারার ধোঁয়া নয়, চাই মশা নিয়ন্ত্রণের ফল; আশ্বাসের বাণী নয়, চাই জীবন রক্ষার প্রমাণ। নইলে একদিন সত্যিই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জনের তালিকায় লেখা থাকবেড়কত মানুষকে বাঁচানো যেত, কিন্তু বাঁচানো হয়নি!

মধ্যবর্তী নির্বাচন ট্রাম্পের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে

সালেহ উদ্দিন আহমদ

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন ৩ নভেম্বর। এই নির্বাচনে কী কী পরিবর্তন হতে পারে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোরালো আলোচনা। প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দল কি পরবর্তী কংগ্রেস ও সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারবে? ডেমোক্রেটিক দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, ট্রাম্প কি তা মেনে নেবেন? নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে?

গত দুই বছর ধরে ট্রাম্পের যত বাগাড়ম্বর, তার প্রায় সবই রিপাবলিকান কংগ্রেস ও সিনেটের রাবার স্ট্যাম্পের সৌজন্যে। ট্রাম্প যা করেছেন, তারা চোখ বুজে তাকে সমর্থন দিয়েছে। রিপাবলিকান দলে কার এত সাহস যে ট্রাম্পের বিরোধিতা করবেন? ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে নিয়ে ইরান যুদ্ধে গিয়েছেন, খামখেয়ালিভাবে বিভিন্ন দেশে শুল্ক বসিয়েছেন, কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেনড়ইত্যাদি ইত্যাদি সবই রিপাবলিকান দলের কংগ্রেস সদস্যরা মেনে নিয়েছেন। ইরান যুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে। জ্বালানি তেলের দাম গ্যালন প্রতি ২ ডলার থেকে লাফিয়ে ৫ ডলারে উঠেছে। সাধারণ মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে, জীবনযাত্রা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। এবারকার নির্বাচনে বড় একটা ফ্যাক্টর হলো সাশ্রয়ী জীবনযাত্রা বা 'অ্যাফোর্ডেবিলিটি'। ডেমোক্র্যাটরা প্রতিটা অঙ্গরাজ্যে লড়ছে এই 'অ্যাফোর্ডেবিলিটি' ইস্যুতে। রিপাবলিকানরা কোনো সদুত্তর দিতে পারছে না। সাধারণ মানুষ ট্রাম্পের ওপর দারুণভাবে বিরক্ত; সর্বশেষ জনমত জরিপে ট্রাম্পের সমর্থন এখন ৩৩ শতাংশ। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রার্থীরা দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে নির্বাচন করছেন।

নির্বাচনে ট্রাম্প নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নাড়তা সত্য; তবে এবারকার নির্বাচনে সর্বত্রই ট্রাম্পের ছায়া। ডেমোক্র্যাটদের জন্য এই মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় সহায়ক ট্রাম্প; তারা প্রতিটা রিপাবলিকান প্রার্থীকে 'ট্রাম্পের চামচা' বলে নির্বাচনি মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। রিপাবলিকান প্রার্থীরা ট্রাম্পের বিরোধিতাও করতে পারছেন না; কারণ যারা তার বিরোধিতা করবেন, তাদের থেকে টাকাকড়ি ও দলীয় সমর্থন উঠিয়ে নেওয়া হতে পারে।

লাল রাজ্যগুলোতে নীলের ঢেউ

যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলো অঙ্গরাজ্য সবসময় ভোটে রিপাবলিকানদের সমর্থন করে, যাদেরকে বলা হয় 'লাল রাজ্য'; কিছু আছে 'নীল'ড়চিরাচরিত ডেমোক্র্যাট সমর্থক। আর কিছু রাজ্য আছে 'বেগুনি', যেখানে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং তারাই সাধারণত দল দুটির জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে এমন পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে নীলের জোয়ার লালের বেষ্টনী ভেদ করে ঢুকে পড়ছে। যেসব অঙ্গরাজ্যে কোনোদিন রিপাবলিকানদের প্রচারণা করতে হয়নি, এখন সেগুলো ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকছে। কানসাস অঙ্গরাজ্যে যেখানে গত ১০০ বছরে কোনো সিনেটর ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নির্বাচিত হননি, সেখানে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী অ্যাডাম হ্যামিলটন এ বছর বেশ আশাবাদী এবং দারুণভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তিনি যখন ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, ৭৮ বছর বয়সী একজন লোক তাকে তেল কেনার রসিদটা দেখিয়ে বললেন, "এ জন্যই তোমাকে আমি ভোট দেব।"

রিপাবলিকান দলের একজন রাজনৈতিক কৌশলবিদ একটি সতর্কবার্তা দিলেনড়"পরিস্থিতি ঠিক ততটাই খারাপ, যতটা সবাই কানাঘুষা করছে। আমরা এমন সব জায়গায় ডেমোক্র্যাটদের জয়ী হতে দেখতে যাচ্ছি, যা কখনো তাদের দখলে আসবে বলে আমরা ভাবতেই পারিনি। এরপরই শুরু হবে হিসাব-নিকাশের পালা।" ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ মহলে এখন নতুন এক আতঙ্ক কাজ করছে: নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা কেবল কংগ্রেস বা সিনেটের নিয়ন্ত্রণই হারাবে না, বরং একটি নীল জোয়ার ধেয়ে আসছে, যা তাদের এমন সব শক্তিশালী ঘাঁটিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এতদিন মূল মনোযোগ ছিল প্রধান নির্বাচনি লড়াইয়ের রাজ্যগুলোর ওপর; যেমনড়মেইন, ওকলাহোমা ও মিশিগান। টেক্সাস ও নর্থ ক্যারোলিনাতেও জনমতে ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে আছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে জনমত জরিপে ডেমোক্র্যাটদের অনুকূলে এমন কিছু রাজ্যের নাম উঠে আসছে, যা অপ্রত্যাশিত; যেমনড়আলাস্কা, কানসাস, মিসিসিপি ও ফ্লোরিডা। তবে এটাও ঠিক, নির্বাচনি পূর্বাভাস আগেও অনেক সময় ফলাফলে ডেমোক্র্যাটদের প্রতারিত

করেছে; বড় উদাহরণড়২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের পরাজয়।

ডেমোক্রেটিক প্রগতিশীলরা দারুণ উজ্জীবিত

নিউ ইয়র্ক শহরে জোহরান মামদানি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ডেমোক্র্যাট প্রগতিশীলরা নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় দারুণভাবে উৎসাহিত হয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাবিত সাফল্যও পেয়েছেন। এই প্রগতিশীলরা অনেকভাবেই এখন পরিচিতড়কেউ বলেন সমাজতন্ত্রী, কারো কাছে বামপন্থি, আবার ট্রাম্প বলেন, এরা সব কমিউনিস্ট। মোটা দাগে এদেরকে বলা যায়ড়যুদ্ধবিরোধী, সব নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সমর্থক এবং অভিবাসন দমন করতে গিয়ে সরকার বিভিন্ন শহরে যে অতিরিক্ত পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করছে তার বিরোধী। সবকিছুতেই এরা কট্টর ট্রাম্পবিরোধী। মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রগতিশীলরা যেহেতু তাদের ট্রাম্পবিরোধী নীতিগুলো খুব স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে পেরেছে, তাই তারা এবার দারুণভাবে জনগণের সমর্থন পাচ্ছে। নির্বাচনি অনেক আসনেই প্রগতিশীলরা তাদের রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে এগিয়ে আছেন।

প্রথম মুসলমান সিনেটরের অপেক্ষায়

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের সিনেট প্রাইমারিতে আবদুল আল-সাইয়েদের জয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি একজন মুসলিম অভিবাসী পরিবারের সন্তান। তিনি প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক রাজনীতির প্রায় সব প্রচলিত ধারা থেকে আলাদা অবস্থান নিয়েছেন। গাজায় ইসরায়েলি অভিযানকে তিনি সরাসরি গণহত্যা বলেছেন এবং দৃঢ়ভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন। আবদুল আল-সাইয়েদ এখন পর্যন্ত প্রতিটা জনমত জরিপে তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে দুই থেকে পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। তবে তার নির্বাচন খুব সহজ হবে না। ইহুদি ভোটাররা তার প্রতি দারুণ নাখোশ; কারণ তিনি কট্টর ইসরায়েলবিরোধী। কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদেরও অনেকেই তাকে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত; কারণ গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে আল-সাইয়েদ কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেননি। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে রিপাবলিকানরা নানা বিরূপ প্রচারণা ছড়াচ্ছেড়মুসলিম ব্রাদারহুড সদস্য, সন্ত্রাসবাদী এবং কমিউনিস্ট ইত্যাদি। এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। নভেম্বরে যদি তিনি সিনেটর নির্বাচিত হতে পারেন, তাহলে আবদুল আল-সাইয়েদই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলমান সিনেটর।

আরেকজন মুসলমান রাজনীতিবিদ আয়শা ওয়াহাবড়তিনি এক আফগান শরণার্থী দম্পতির মেয়ে, যিনি ছোটকালে মা-বাবা হারিয়ে এক ফস্টার কেয়ারে (সরকারি তত্ত্বাবধানে পালিত হওয়ার ব্যবস্থা) বড় হয়েছেন। আজ তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের একজন সম্মানিত সদস্য। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডেমোক্রেটিক কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করায় যে আসনটি খালি হয়, সেখানে বিশেষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আয়শা ওয়াহাব কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার জয় সহজ ছিল না।

ইউরোপের সংকট: অভিবাসন নয়, মূলে জীবনযাত্রার দুর্দশা

মঞ্জুরে খোদা

একদিকে আকাশচুম্বী বাড়িভাড়া ও নিত্যপণ্যের দাম, অন্যদিকে ভূরাজনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বোঝাড়ইউরোপের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা কি তবে ভেঙে পড়ছে?

ইউরোপের রাজপথে আজ যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটছে, তার ভাষা ভিন্ন, কিন্তু বেদনা অনেকটাই এক। কোথাও শিক্ষার্থীরা জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ও শিক্ষক-সংকটের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে, কোথাও তরুণেরা বাড়িভাড়া নেওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে তাঁবু খাটিয়ে প্রতিবাদ করছে। কোথাও মানুষের ক্ষোভ জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে, কোথাও দুর্নীতি, বেকারত্ব ও রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে। সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে পরিচিত ইউরোপের এই দৃশ্য একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এনেছে, অর্থনীতি উন্নত হলেই কি মানুষের জীবন উন্নত হয়? রাষ্ট্র যদি নাগরিককে নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে না পারে, তবে সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা কত দিন টিকে থাকবে?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই অসন্তোষকে ইউরোপের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি 'শক্তিশালী সতর্কবার্তা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দেশভেদে বিক্ষোভের কারণ আলাদা হলেও এর গভীরে রয়েছে সরকারের সক্ষমতা ও নাগরিকদের প্রত্যাশার মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান।

বর্তমান অস্থিরতার সবচেয়ে দৃশ্যমান কারণ জীবনযাত্রার ব্যয়, আবাসন সংকট, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং সরকারি পরিষেবার অবনতি। ইউরোস্ট্যাটের তথ্যমতে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাড়ির দাম বেড়েছে ৫৩ শতাংশ এবং ভাড়া বেড়েছে ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ আবাসন এখন শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজন নয়, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের বিষয়। ২০২৬ সালে এই পরিস্থিতি পরিস্থিতিকে আরো তীব্র করে তুলেছে। ইউরোনিউজের বিশ্লেষণ বলছে, ২০২১-২৬ এই পাঁচ বছরে ইইউতে খাদ্য ও অ্যালকোহলবিহীন পানীয়ের দাম বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। ২০২৫ সালে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি কমে ২.৫ শতাংশে এলেও এর অর্থ এই নয় যে আগের মূল্যবৃদ্ধিতে বেড়ে যাওয়া দাম আবার কমে গেছে। মূল্যবৃদ্ধির গতি কমা আর মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ফিরে পাওয়া এক বিষয় নয়। পর্তুগালের সংকট এর বাস্তব উদাহরণ। দেশটিতে ২০১৭ সালের পর থেকে বাড়ির দাম দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে, ভাড়ার হারও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পর্তুগাল ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, দেশটিতে প্রায় তিন লাখ বাড়ির ঘাটতি রয়েছে। ৮৭ বছর বয়সী বৃদ্ধা মারিকারমেনের বাড়িভাড়া ২৩০ শতাংশ বাড়ার পর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করায় তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবাসন সংকটের এই ঘটনা জনমনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। আবাসন সংকটের এই আন্দোলন থেকে পুলিশ অনেককে গ্রেপ্তার করে। স্পেনেও বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে আন্দোলন চলছে।

এই সংকট তরুণদের কাছে আরও গভীর। শিক্ষা শেষ করেও স্থায়ী চাকরি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সাশ্রয়ী বাসস্থান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়লে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তখন অসন্তোষ শুধু অর্থনৈতিক থাকে না, তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থায় রূপ নেয়।

ইউরোপের রাজনীতিতে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসন, সামাজিক পরিষেবার ওপর চাপ এবং জাতীয় পরিচয় নিয়ে নাগরিকদের উদ্বেগ রয়েছে। এসব প্রশ্নের বাস্তবসম্মত সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু ইউরোপের প্রতিটি সংকটের জন্য ঢালাওভাবে অভিবাসীদের দায়ী করা মোটেই সঠিক ব্যাখ্যা নয়। যদিও ফ্রান্স ও ইতালির কিছু বিক্ষোভে সহিংসতার ঘটনাকে ডান ও অতি ডান রাজনীতিকদের একাংশ অভিবাসনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন, অথচ বিক্ষোভগুলোর মূল দাবির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, আবাসন, মজুরি, জীবনযাত্রার ব্যয় ও সরকারি পরিষেবা। ফরাসি কর্মকর্তারাও সহিংসতার সঙ্গে অভিবাসনের সরাসরি সম্পর্কের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রচলিত দলগুলো যখন নাগরিকদের অর্থনৈতিক উদ্বেগের কার্যকর সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়, তখন অতি ডানপন্থি দলগুলো সীমান্ত, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও অভিবাসনকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এতে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষোভ কখনো কখনো অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন থেকে পরিচয় ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সরে যায়। অতএব, অভিবাসন ইউরোপের রাজনৈতিক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলেও একে সব বিক্ষোভের প্রধান কারণ বলা যায় না।

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং আবাসন, আয় ও সরকারি পরিষেবার সংকটড়এই দুই ক্ষেত্রকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। ইউরোপের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। রাশিয়াইউক্রেইন যুদ্ধ, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা, প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তন ইউরোপীয় সরকারগুলোর নীতিনির্ধারণকে জটিল করে তুলেছে।

জ্বালানি ও পরিবহন ব্যয় বাড়লে তার প্রভাব উৎপাদন, খাদ্যপণ্য ও পরিবারের দৈনন্দিন খরচে পড়ে। ইউরোপের অর্থনীতি যদি একই সময়ে নিরাপত্তা ব্যয়, ঋণ ও বাজেট ঘাটতির চাপে থাকে, তবে নাগরিকদের সামাজিক চাহিদা পূরণে সরকারের খরচ সংকুচিত হবে। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে রাজনৈতিক অচলাবস্থাও সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বাস্তবতাকে সীমিত করছে। তবে ভূরাজনীতিকে সব সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক নয়। আবাসনের ঘাটতি, বাড়িভাড়ার কাঠামো, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের অভাব ও বৈষম্যের নিজস্ব কারণ রয়েছে। বরং ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান দুর্বলতাগুলোকে আরও প্রকট করে তুলছে। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যেতে পারে, আগামী দিনের ইউরোপীয় রাজনীতিতে তিনটি প্রবণতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে: প্রথমত, অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ, সীমান্ত নিরাপত্তা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আরও গুরুত্ব পেতে পারে। অতি ডানপন্থি দলগুলো বর্তমান অসন্তোষকে নির্বাচনি সমর্থনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব কতটা বাড়বে, তা নির্ভর করবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে তারা কতটা বিশ্বাসযোগ্য কর্মসূচি উপস্থাপন করতে পারে তার ওপর।

দ্বিতীয়ত, আবাসন, আয়, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষাকেন্দ্রিক রাজনীতির গুরুত্ব বাড়তে পারে। শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষার্থী ও আবাসন আন্দোলন যদি বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে তুলতে পারে, তবে প্রচলিত দলগুলোর নীতি পরিবর্তনের চাপ বাড়বে। বর্তমান বিক্ষোভ তাই শুধু ডানপন্থিদের উত্থানের গল্প নয়; এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও কল্যাণরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও বিতর্ক তৈরি করবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অতি ডানপন্থিদের পাশাপাশি বামপন্থিদের

প্রভাব ও অবস্থানও বাড়ছে।

তৃতীয়ত, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঐক্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা পরীক্ষার মুখে পড়তে পারে। ২০২৭ সালে ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ড ও স্পেনের নির্বাচন অভিবাসন, জলবায়ুনীতি, ইউক্রেইনকে সহায়তা এবং ইউরোপীয় সংহতির ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক তৈরি করতে পারে। জাতীয়তাবাদী ও ইইউ-সংশয়ী দলগুলোর প্রভাব একাধিক বড় দেশে বাড়লে যৌথ নীতি গ্রহণ কঠিন হতে পারে। যেমন পোল্যান্ডে যে ডানপন্থি দল আন্দোলন করছে, তারা বলছে, ইইউ একত্রীকরণ তাদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভাঙনের মুখে পড়ছে।

ইউরোপের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের কারণকে সাধারণভাবে ভাগ করলে বলা যায়, জনজীবনের সংকট অসন্তোষের প্রধান ভিত্তি, অভিবাসন রাজনৈতিক মেরুকরণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, আর ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান চাপ বাড়ানোর একটি শক্তি। তবে দেশভেদে এই তিনটির প্রভাব আলাদা; কোনো একক অনুপাত দিয়ে পুরো ইউরোপকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। ইউরোপের সামনে এখন দ্বিমুখী সংকট: একদিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অন্যদিকে রাজনৈতিক মেরুকরণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা মোকাবিলা করা। শুধু কঠোর আইনশৃঙ্খলা কিংবা অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সংকট সমাধান অসম্ভব। একইভাবে, বিক্ষোভের প্রতিটি দাবি তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করাও সব সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ইউরোপের গণতন্ত্রের শক্তি নির্ধারিত হবে নাগরিকদের ক্ষোভ কতটা দমন করা হলো, তা দিয়ে নয়; বরং সেই ক্ষোভের পেছনের সমস্যাগুলো কতটা বাস্তবভাবে সমাধান করা গেল, তা দিয়ে। তরুণদের কাছে যদি শিক্ষা, কাজ, বাসস্থান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পথ আবার উন্মুক্ত না হয়, তাহলে আজকের বিক্ষোভ আগামী দিনের আরও গভীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

সেউতা অভিবাসন : সংকট জরুরি বৈঠক

স্পেনের ছিটমহল সেউতায় উদ্ভূত অভিবাসন সংকট ও সদস্যরাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা নিরসনে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। আগামী মঙ্গলবার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

রোববার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি মরক্কো থেকে প্রায় ৬০ হাজার অভিবাসী একযোগে সেউতায় প্রবেশ করেন। এ ঘটনার পর ইইউর বহিঃ-সীমান্ত সুরক্ষিত করা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি যৌথ চিঠি দেওয়া হয়েছে। ২২ জন ইইউ নেতার স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, অবৈধ প্রবেশ সম্ভবড়এমন ধারণা ছড়িয়ে পড়লে তা ইউরোপজুড়ে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করবে। এটি অভিবাসীদের আরও উৎসাহিত করবে এবং যৌথ নীতির ওপর আস্থা নষ্ট করবে। চিঠিটি ইইউ প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন এবং আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাইকেল মার্টিনকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। বর্তমানে আয়ারল্যান্ড ইইউ কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করছে। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নেদারল্যান্ডস, ফিনল্যান্ড ও বেলজিয়ামের শীর্ষ নেতারাও রয়েছেন। সীমান্ত পারাপারের এই আকস্মিক বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৬৭ জনে। তবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩০ জুলাই সেউতায় পৌঁছানো ব্যক্তিদের প্রায় সবাই ইতিমধ্যে ফিরে গেছেন। এদিকে এই সংকটকে কেন্দ্র করে ইইউর সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ইতালি স্পেনের সঙ্গে সাময়িকভাবে শেনজেন চুক্তি এক মাসের জন্য স্থগিত করেছে। এই পদক্ষেপকে সমর্থন দিয়েছে ফিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে 'স্বার্থপর, বিভাজনমূলক ও বেআইনি' আখ্যা দিয়েছে স্পেন। এ ছাড়া ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স ও পর্তুগাল তাদের সীমান্তে তল্লাশি জোরদারের বিষয়টি বিবেচনা করছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্টকে দেওয়া পৃথক এক চিঠিতে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ কয়েকটি সদস্যরাষ্ট্রের ভূমিকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেন, স্প্যানিশ সরকার ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সীমান্তের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেছে। ফলে ইউরোপের দিকে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঢল আটকানো সম্ভব হয়েছে। স্পেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফার্নান্দো গ্রান্দে-মার্লাস্কা শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, সেউতার পরিস্থিতি এখন প্রায় স্বাভাবিক। প্রায় সব অভিবাসী এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়েছে। জলপথে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সেখানে প্রতিবন্ধক নির্মাণের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি।

কমিশনের প্রস্তাবিত পাঁচ পদক্ষেপ:

ইইউর বহিঃসীমান্ত সুরক্ষা, অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ সংকটের প্রস্তুতি জোরদার করতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ইউরোপীয় কমিশন।

অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো

ইইউ অভিবাসনের মূল কারণ মোকাবিলা, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং তথ্য বিনিময় বাড়াতে উৎস ও ট্রানজিট দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করবে। পাশাপাশি বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইইউর বহিঃসীমান্ত শক্তিশালী করা

কমিশন ইউরোপীয় সীমান্ত ও উপকূলরক্ষী সংস্থা ফ্রন্টেক্সের দায়িত্ব ও সক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত মোতায়েনের জন্য আরও শক্তিশালী স্থায়ী বাহিনী, উন্নত সীমান্ত নজরদারি ব্যবস্থা এবং চাপের মুখে থাকা সদস্য দেশগুলোকে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান।

নজরদারি ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা

ইইউ সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং নতুন অভিবাসন পথ শনাক্ত করার সক্ষমতা বাড়াবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং অনিয়মিত অভিবাসন উৎসাহিতকারী অনলাইন কার্যক্রম শনাক্ত করতেও নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মানবপাচার ও অভিবাসন চোরাচালান চক্র দমন

অভিবাসন চোরাচালানকারী ও মানব পাচারকারী নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কমিশন। এ জন্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সহযোগিতা এবং ইউরোপীয় পুলিশ সংস্থা ইউরোপোলের সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা

যেসব ব্যক্তির ইইউতে থাকার বৈধ অধিকার নেই, তাদের দ্রুত ও কার্যকরভাবে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৃতীয় দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি, ফেরত কার্যক্রমে ফ্রন্টেক্সের ভূমিকা বাড়ানো এবং পুরো প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, পাঁচ দফা পরিকল্পনাটি ১ ও ২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ইইউর বিচার ও স্বরাষ্ট্রবিষয়ক কাউন্সিলের বৈঠকে সদস্য দেশগুলোর সামনে উপস্থাপন করা হবে।

ONCE IN A LIFETIME
DESTINATIONS
BUCKET LIST PORTS
ALEXANDRIA, EGYPT
PORTO, PORTUGAL
CASABLANCA, MOROCCO
ON BOARD
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

স্মৃতি, সৃষ্টি ও নীরব জীবনের মহাকাব্য

সাতান্নতে শিব্বীর

দুলাল রহামন

মানুষের জীবনের বয়স বাড়ে ক্যালেন্ডারের পাতায়, কিন্তু তার প্রকৃত বয়স জমা থাকে স্মৃতিতে, সৃষ্টিতে, ভালোবাসায়, অভিমানে আর ফেলে আসা সময়ের গল্পে। কেউ জীবনের হিসাব মেলান প্রাপ্তির খাতায়, কেউবা হারানোর বেদনায়। কেউ নিজের অর্জনকে দৃশ্যমান করে তুলতে ব্যস্ত থাকেন, আবার কেউ অর্জনের চেয়েও বড় করে দেখেন নিজের ভেতরের মানুষটিকে। সময়ের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের জীবনকে শুধু পেশা, পরিচয় কিংবা সাফল্যের পরিসংখ্যানে বিচার করা যায় না। তাঁদের জীবনের গল্পে জড়িয়ে থাকে বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতা, শিকড়ের প্রতি টান, স্মৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং একান্ত নিজস্ব জগতে বেঁচে থাকার দর্শন।

শিব্বীর আহমেদ তেমনই এক বহুমাত্রিক মানুষ। সাংবাদিক, কবি, কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গীতিকবি–প্রতিটি পরিচয় তাঁর জীবনের আলাদা আলাদা জানালা খুলে দেয়। সংবাদ বিশ্লেষণের যুক্তি, কবিতার আবেগ, কথাসাহিত্যের কল্পনা, উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাস আর গানের কথায় অনুভূতির প্রকাশ–সব মিলিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজের একটি সৃজনভুবন। তাঁর জীবনের ৫৭ বছরে পদার্পণ তাই কেবল জন্মদিনের একটি উপলক্ষ নয়; বরং এটি একজন সৃষ্টিশীল মানুষের পথচলা, অভিজ্ঞতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং আগামী দিনের স্বপ্নের দিকে ফিরে তাকানোর একটি মুহূর্ত।

কাগজে কলমে ১ নভেম্বর জন্ম নেওয়া শিব্বীর আহমেদ এই নভেম্বর ৫৭ বছর পূর্ণ করছেন। সংখ্যার হিসাবে এটি জীবনের আরেকটি বছর পূর্ণ হওয়ার আনন্দ। কিন্তু 'শিব্বীর সাতান্ন'কে যদি কেবল বয়সের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তাহলে তাঁর বহুমাত্রিক পরিচয়ের অনেকটাই অদেখা থেকে যাবে। কারণ তাঁর জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংগীত, শিক্ষা, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের এক নিজস্ব দর্শন। এসবের সম্মিলিত পাঠেই ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে মানুষ শিব্বীর আহমেদের অন্তর্গত অবয়ব।

একজন মানুষ যখন একাধিক সৃজনশীল মাধ্যমে নিজের ভাবনা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর প্রতিটি পরিচয় অন্য পরিচয়কে সমৃদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে। শিব্বীর আহমেদের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকতা, কবিতা, কথাসাহিত্য ও গীতিকবিতার জগৎকে আলাদা আলাদা ঘরে আটকে রাখা কঠিন। প্রতিটি

ক্ষেত্রেই রয়েছে শব্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। কোথাও শব্দ সংবাদ হয়ে বাস্তবতার কথা বলে, কোথাও কবিতা হয়ে অনুভূতির দরজা খোলে, কোথাও গল্প-উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা হয়ে জীবনের নানা দিককে তুলে ধরে, আবার কোথাও সুরের সঙ্গে মিশে গান হয়ে পৌঁছে যায় শ্রোতার হৃদয়ে।

তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪২। এই গ্রন্থসম্ভারের বিষয়বৈচিত্র্য তাঁর সৃষ্টিশীল আগ্রহের বিস্তৃত পরিসরকে নির্দেশ করে। থ্রিলার, প্রেমের উপন্যাস, ভ্রমণ, গবেষণা, কবিতা, ছড়া, শিশুসাহিত্য, ফ্যান্টাসি, চিঠিপত্র, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ও কলাম–বিভিন্ন ধরনের লেখালেখিতে রয়েছে তাঁর পদচারণা। একেকটি সাহিত্যধারা একেক রকম মনোযোগ, নির্মাণশৈলী ও ভাষার ব্যবহার দাবি করে। থ্রিলারে প্রয়োজন রহস্য ও উত্তেজনা, প্রেমের উপন্যাসে অনুভূতির সূক্ষ্মতা, গবেষণায় তথ্য ও বিশ্লেষণ, আর শিশুসাহিত্যে প্রয়োজন কল্পনাশক্তির সঙ্গে সহজ ভাষার মেলবন্ধন। নানা ধারায় লেখার এই প্রয়াস তাঁর সাহিত্যচর্চার বহুমুখী চরিত্রকে সামনে নিয়ে আসে।

বইয়ের সংখ্যা অবশ্য একজন লেখকের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। প্রতিটি বইয়ের পেছনে থাকে ভাবনার জন্ম, লেখার শ্রম, সংশোধন, প্রকাশ এবং পাঠকের কাছে পৌঁছানোর অপেক্ষা। একটি বই প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক তার পাঠকের হাতে নিজের সৃষ্টিকে তুলে দেন; তারপর সেই সৃষ্টি পাঠকের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি করে। ৪২টি প্রকাশিত বইয়ের হিসাব তাই শুধু গ্রন্থসংখ্যা নয়, দীর্ঘ সৃজনপ্রক্রিয়ার একটি দৃশ্যমান চিহ্ন। সাহিত্যচর্চার এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে নিজের ভাবনা প্রকাশের একাধিক পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা। কখনো কল্পনার আশ্রয়ে রহস্যের জগৎ নির্মাণ, কখনো প্রেমের আবেগকে ভাষা দেওয়া, কখনো ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নতুন ভূগোলের সঙ্গে পরিচয়, আবার কখনো প্রবন্ধ ও কলামের মাধ্যমে সমকালীন বিষয় নিয়ে ভাবনার প্রকাশ–এসবই লেখকের সৃজনশীল পরিসরকে বিস্তৃত করে। শিব্বীর আহমেদের সাহিত্যিক পরিচয়কে বুঝতে হলে এই বহুমাত্রিকতাকে গুরুত্ব দিতে হয়। কবিতা মানুষের মনের এমন কিছু অনুভূতির ভাষা, যা অনেক সময় সরাসরি কথায় প্রকাশ করা কঠিন। কখনো একটি শব্দ, কখনো একটি দৃশ্য, কখনো একটি স্মৃতি কিংবা একটি দীর্ঘশ্বাস কবিতার জন্ম দেয়। কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষায় রূপ দেন, আর পাঠক সেই ভাষার ভেতর নিজের জীবনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পান। কবিতার এই ব্যক্তিগত অথচ সর্বজনীন শক্তিই তাকে সময়ের সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখে।

শিব্বীর আহমেদের প্রকাশিত কবিতার বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। তাঁর রচিত

কবিতার সংখ্যা হাজারেরও বেশি। এই পরিসংখ্যান তাঁর কবিতাচর্চার ব্যাপ্তির পরিচয় বহন করে। হাজারেরও বেশি কবিতা লেখা মানে দীর্ঘ সময় ধরে শব্দ, অনুভূতি ও ভাবনার সঙ্গে এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখা। কবিতার বিষয়, ভাষা কিংবা প্রকাশভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত পাঠ ও মূল্যায়ন সাহিত্যসমালোচনার বিষয়; তবে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ থেকেই বোঝা যায়, কবিতা তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কবিতা লেখার জন্য শুধু ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ, অনুভব এবং পরিচিত পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখার ক্ষমতা। একই ঘটনা একজনের কাছে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, আরেকজনের কাছে হয়ে উঠতে পারে কবিতার উপাদান। কবির কাজ সেই সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে অসাধারণ অর্থ খুঁজে পাওয়া। জীবনের দীর্ঘ পথচলায় জমে থাকা স্মৃতি, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, সময়ের পরিবর্তন এবং নিজের ভেতরের দ্বন্দ্ব–সবকিছুই কবিতার সম্ভাব্য উপাদান। শিব্বীর আহমেদের ৫৭তম জন্মদিনে তাঁর কবিতার জগতের দিকে ফিরে তাকানো

তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বয়সের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়; পুরোনো স্মৃতির অর্থ বদলে যেতে পারে, নতুন উপলব্ধি জন্ম নিতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের সৃষ্টিতে কীভাবে প্রতিফলিত হবে, সেটিই হতে পারে তাঁর সাহিত্যযাত্রার পরবর্তী অধ্যায়ের একটি আকর্ষণীয় দিক।

কবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার আত্মীয়তা রয়েছে, কিন্তু দুটির প্রকাশের পথ এক নয়। কবিতা পাঠকের মনে নিজস্ব ছন্দ ও অনুরণন তৈরি করে; গানের কথা সুর, কণ্ঠ ও সংগীতের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা নির্মাণ করে। একজন গীতিকবিকে শব্দের অর্থের পাশাপাশি তার উচ্চারণ, ছন্দ, আবেগ এবং সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্যের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। কয়েকটি শব্দ কখনো একটি গানের প্রাণ হয়ে ওঠে, আবার সেই গানই শ্রোতার ব্যক্তিগত স্মৃতির অংশ হয়ে থাকতে পারে বহু বছর। শিব্বীর আহমেদ একজন গীতিকবি হিসেবেও পরিচিত। তাঁর লেখা প্রকাশিত গানের সংখ্যা একশর বেশি। তাঁর লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশের পরিচিত ও বরেণ্য শিল্পীদের মধ্যে সামিনা চৌধুরী, মানাম আহমেদ, শফিক তুহিন, বিবেক মজুমদার, রুমানা ইতি, মুন রহমান, ফাগুন, তুহিন, হৃদয়, ইরফানা ও তামান্না হক বর্ণাসহ আরও অনেকে। গীতিকবির জন্য নিজের লেখা অন্যের কণ্ঠে শুনতে পাওয়া এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। লেখার সময় যে অনুভূতি কাগজে শব্দ হয়ে জন্ম নেয়, শিল্পীর কণ্ঠে তা নতুন মাত্রা পায়। সংগীতের মাধ্যমে সেই শব্দ পৌঁছে যায় এমন মানুষের কাছে, যাঁদের সঙ্গে লেখকের কখনো ব্যক্তিগত পরিচয়ও নাও থাকতে পারে। এখানেই গানের শক্তি–এটি ব্যক্তিগত সৃষ্টিকে সম্মিলিত অনুভূতির অংশে পরিণত করতে পারে। একশর বেশি প্রকাশিত গান শিব্বীর আহমেদের সৃজনশীল পরিচয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাহিত্য ও সংগীতের এই সংযোগ তাঁর কাজের পরিসরকে আরও বিস্তৃত করেছে। কবিতা, গল্প কিংবা উপন্যাসের মতো গানও তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, যার মাধ্যমে তিনি শব্দকে ভিন্ন এক শিল্পমাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন। শিব্বীর আহমেদের বহুমাত্রিক পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলা অনলাইন সাংবাদিকতার বিকাশের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা। ইন্টারনেট যখন বাংলা ভাষায় সংবাদ প্রকাশ ও পাঠের ক্ষেত্রে আজকের মতো বিস্তৃত পরিসর তৈরি করতে পারেনি, সেই সময়েই অনলাইনে বাংলা সংবাদ প্রচারের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ শুরু করেন তিনি। ২০০১ সালে তাঁর উদ্যোগে শুরু হয় বাংলাদেশ অনলাইন নিউজ নেটওয়ার্ক। বাংলা ভাষাকে ইন্টারনেটে সংবাদ পরিবেশনের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা তিনি শুরু

করেছিলেন, তা তাঁর পেশাগত জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ডিজিটাল যোগাযোগব্যবস্থার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষায় সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ ছিল। বাংলা কনটেন্টের সহজলভ্যতা, অনলাইন পাঠকের অভ্যাস তৈরি, ওয়েবসাইট পরিচালনা এবং প্রবাসী বাঙালিদের কাছে বাংলা সংবাদ পৌঁছে দেওয়া–সবকিছুই ছিল বিকাশমান একটি ক্ষেত্রের অংশ। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষায় অনলাইন সংবাদ প্রচারের উদ্যোগ ছিল সময়ের পরিবর্তনকে ধারণ করার একটি প্রচেষ্টা। বাংলাদেশ অনলাইন নিউজ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শিব্বীর আহমেদ নেটমেলা, বিডিমেলা, খবর, লাকসাম, ওয়াশিংটন বাংলা, ফ্লোরিডা বাংলা, ক্যালিফোর্নিয়া বাংলা, জর্জিয়া বাংলা, বোস্টন বাংলা, কালি ও কলমসহ প্রায় শতাধিক ডোমেইন নিবন্ধন করে অনলাইনে বাংলা সংবাদ ও কনটেন্ট প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকেন্দ্রিক সংবাদ এবং প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে অনলাইন পরিসরে তুলে ধরার একটি ক্ষেত্র তৈরি

হয়। প্রবাসী বাঙালিদের জীবনে ভাষা ও সংবাদ কেবল তথ্য জানার মাধ্যম নয়; এগুলো শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখারও গুরুত্বপূর্ণ উপায়। দূরদেশে বসবাস করেও নিজের দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের খবর জানার আকাঙ্ক্ষা প্রবাসী সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। বাংলা ভাষায় অনলাইন সংবাদ সেই প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিব্বীর আহমেদের উদ্যোগকে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করা যায়। ইন্টারনেটের প্রাথমিক যুগে কোনো ভাষায় সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলার অর্থ শুধু একটি ওয়েবসাইট চালু করা নয়; এর সঙ্গে যুক্ত থাকে পাঠক তৈরি, কনটেন্ট প্রকাশ, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত সংবাদ পরিবেশনের চ্যালেঞ্জ। বাংলা ভাষার সংবাদকে ডিজিটাল মাধ্যমে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ তাই প্রযুক্তি ও ভাষার মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের প্রচেষ্টা হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। অনলাইন সাংবাদিকতার সেই যাত্রা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনো তিনি খবর বাংলা-ইংরেজি, দেয়াল পত্রিকা, নিউজনাউ ও বাংলামিসহ বিভিন্ন

সংবাদমাধ্যমে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। সংবাদমাধ্যমের প্রযুক্তি ও পাঠাভ্যাস বদলেছে, সংবাদ পরিবেশনের গতি বেড়েছে, আর ডিজিটাল সাংবাদিকতা আরও বিস্তৃত হয়েছে। সেই পরিবর্তনশীল পরিবেশে তাঁর সম্পাদকীয় কর্মকাণ্ড সাংবাদিকতার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পৃক্ততার ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। একজন সাংবাদিকের জীবনে সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলা, সম্পাদনা করা এবং পাঠকের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। শিব্বীর আহমেদের ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এই দীর্ঘ সম্পৃক্ততা তাঁর পেশাগত পরিচয়কে আরও বিস্তৃত করেছে।

বাংলা অনলাইন সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর অবদান মূল্যায়নের জন্য ২০০১ সালে শুরু হওয়া উদ্যোগগুলোর নথি, সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোর প্রকাশনা-রেকর্ড এবং ডোমেইন নিবন্ধনের তথ্য সংরক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল ইতিহাসের অনেক প্রাথমিক উদ্যোগ সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে

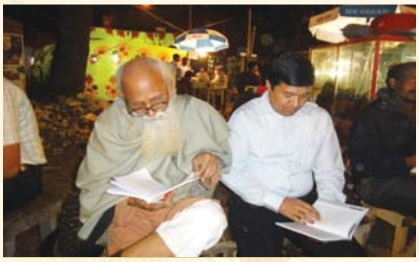

পারে। তাই সেই সময়ের সংবাদ, ওয়েবসাইটের সংরক্ষিত সংস্করণ এবং সংশ্লিষ্ট দলিল ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। শিব্বীর আহমেদের সাংবাদিকতা কেবল বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যম কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় রাজনীতি, প্রশাসন, কূটনীতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে তাঁর সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা। সাংবাদিক হিসেবে তিনি হোয়াইট হাউস, মার্কিন সিনেট, কংগ্রেস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ফরেন প্রেস সেন্টার, কমার্স ডিপার্টমেন্ট, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট, জাতিসংঘ, ফেডারেল রিজার্ভ এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, পররাষ্ট্রনীতি, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। হোয়াইট হাউস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের কেন্দ্র; সিনেট ও কংগ্রেসের কার্যক্রম দেশটির আইন প্রণয়ন ও জাতীয় নীতিনির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতির নানা দিক। অন্যদিকে কমার্স ডিপার্টমেন্ট, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং ফেডারেল রিজার্ভের কার্যক্রম অর্থনীতি, আইন প্রয়োগ ও আর্থিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে নিয়ে আসে। জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, বৈশ্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক নীতি এবং বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে। এসব প্রতিষ্ঠানের সংবাদ সাধারণত একটি দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না; তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বাণিজ্য, উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। সাংবাদিকতার এই পরিসরে কাজ করার জন্য প্রয়োজন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপট বোঝা, নীতিগত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং জটিল বিষয়কে পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। একটি সংবাদ সম্মেলনে উচ্চারিত বক্তব্য, একটি নীতিগত ঘোষণা কিংবা একটি অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনে থাকতে পারে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা। সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। শিব্বীর আহমেদের পেশাগত পরিচয়ের এই দিকটি তাঁর সাংবাদিকতার ভৌগোলিক ও বিষয়গত বিস্তারের কথা তুলে ধরে। বাংলা ভাষায় সংবাদ ও বিশ্লেষণ প্রকাশের

এরপর পৃষ্ঠা ১৪

For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.

ALWAYS + AZAMARA

OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

Variety of Dining Venues
Beer, Wine, and Spirits
Signature AzAmazing Evenings
Onboard Gratuities
Unlimited Self-Service Laundry

BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

শুধু অভিবাদন নয়

জাপানে মাথা নোয়ানোরও আছে নানা অর্থ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কাউকে বিদায় জানাতে হাত নাড়ানো, বয়সে বড় কারও সামনে মাথা নত করা কিংবা কাউকে কিছু অনুরোধ করতে হাতের সূক্ষ্ম ইশারা–জাপানে এসব সাধারণ অঙ্গভঙ্গির মধ্যেও লুকিয়ে আছে বিশেষ অর্থ। সেখানে শুধু কথার মাধ্যমেই নয়, শরীরী ভাষা দিয়েও প্রকাশ করা হয় সম্মান, কৃতজ্ঞতা, ক্ষমা কিংবা অন্যের প্রতি বিবেচনাবোধ।জাপানে ঘুরতে গেলে এসব ছোটখাটো আচরণ চোখে পড়তে পারে। কখনো ব্যস্ত কোনো পর্যটনকেন্দ্রে, কখনো স্থানীয় খাবারের দোকানে, আবার কখনো গণপরিবহনে। ভাষা না বুঝলেও মানুষের অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করলে অনেক কিছুই বোঝা সম্ভব। তবে জাপানের শরীরী ভাষার অর্থ বুঝতে হলে দেশটির সামাজিক রীতিনীতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।মাথা নোয়ানো শুধু ভদ্রতা নয়জাপানে অভিবাদন জানানোর অন্যতম পরিচিত রীতি হলো মাথা নত করা। তবে সব সময়, সবার জন্য এই অভিবাদনের ধরন এক নয়। কাকে অভিবাদন জানানো হচ্ছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন এবং তাকে কতটা সম্মান দেখানো হচ্ছে–এসবের ওপর নির্ভর করে মাথা নোয়ানোর ধরনও বদলে যায়।নিজের সমবয়সী বন্ধুকে বিদায় জানানোর সময় সাধারণত হাত নাড়াই যথেষ্ট। কিন্তু বয়সে বড় কারও কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মাথা নত করে সম্মান জানানো হতে পারে, এমনকি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও।মাথা কতটা নিচু করা হচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য মাথা নোয়ানো দিয়ে সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করা যায়। অন্যদিকে, আরও গভীরভাবে মাথা নোয়ানো হতে পারে বিশেষ সম্মান, কৃতজ্ঞতা কিংবা ক্ষমা চাওয়ার প্রকাশ।অর্থাৎ, জাপানে মাথা নোয়ানো কেবল একটি অভিবাদন নয়; এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় মানুষের সম্পর্ক, অনুভূতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা।বয়সের ব্যবধানেও বদলে যায় আচরণজাপানের সামাজিক সংস্কৃতিতে বয়স ও জ্যেষ্ঠতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মাত্র এক বছরের বড় কাউকেও সেখানে 'সেনপাই' বা জ্যেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। সেই সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায় দৈনন্দিন আচরণেও।বয়সে বড় কারও প্রতি সম্মান দেখাতে মাথা নোয়ানো স্বাভাবিক। পরিচিতজন, অতিথি কিংবা সেবাদানকারী কর্মীর সঙ্গে দেখা হলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী সংযতভাবে মাথা নত করে অভিবাদন জানানো হয়। আবার সমবয়সী বন্ধু বা বয়সে ছোট কারও সঙ্গে বিদায়ের সময় হাত নাড়ার চল রয়েছে।কাউকে আঙুল তুলে দেখানোও সেখানে এড়িয়ে চলা হয়, পরিচয় যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন। প্রথমবার দেখা হওয়া মানুষের সঙ্গে হাত মেলানোর পরিবর্তে মাথা নত করে অভিবাদন জানানোর রীতিও প্রচলিত।এসব আচরণ থেকে বোঝা যায়, জাপানে শরীরী ভাষা শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়; সামাজিক সম্পর্কের ধরনও এর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।অন্যকে স্বস্তিতে রাখার সংস্কৃতিজাপানের শরীরী ভাষা বুঝতে গেলে 'ওমোইয়ারি' ধারণাটির কথাও জানতে হয়। এর অর্থ হলো অন্যের অনুভূতি ও প্রয়োজনের প্রতি বিবেচনাশীল থাকা। অন্য মানুষ কীভাবে কোনো আচরণ গ্রহণ করতে পারেন, তা ভেবে সেই অনুযায়ী আচরণ করাই এর মূল কথা।এই মানসিকতার প্রভাব দেখা যায় জাপানিদের দৈনন্দিন অঙ্গভঙ্গিতে। অন্যকে বিরক্ত না করতে তারা সাধারণত হাতের ইশারা সংযত রাখেন। অতিরঞ্জিত বা খুব জোরালো অঙ্গভঙ্গির পরিবর্তে ছোট ও সূক্ষ্ম ইশারা ব্যবহার করেন।ব্যক্তিগত পরিসরের প্রতিও সেখানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের সঙ্গে কথা বলা বা যোগাযোগের সময় সাধারণত কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা হয়। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া শারীরিক স্পর্শ এড়িয়ে চলার প্রবণতাও রয়েছে।জনাকীর্ণ জায়গায় অন্যের চলাচলের সুবিধা করে দেওয়ার বিষয়টিও এই আচরণের অংশ। প্রয়োজনে নিঃশব্দে সরে গিয়ে কাউকে পথ করে দেওয়া কিংবা ছোট কোনো ইশারায় অন্যকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে সৌজন্য প্রকাশ করা হয়।কথা ছাড়াই বোঝার উপায়জাপানে বেড়াতে যাওয়া মানুষের জন্য এসব অঙ্গভঙ্গি জানা বিশেষভাবে কাজে আসতে পারে। কারণ, স্থানীয় ভাষা না জানলেও সঠিক শরীরী ভাষা ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব।তবে সব জাপানি একইভাবে অঙ্গভঙ্গি করেন, এমন নয়। আবার প্রতিটি ইশারার পেছনেও যে বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক অর্থ রয়েছে, তা-ও নয়। যেমন, বুড়ো আঙুল ওপরে তুলে ইতিবাচক সম্মতি বা সমর্থন জানানোর ইশারা জাপানেও সাধারণত পশ্চিমা দেশগুলোর মতো একই অর্থ বহন করে।তাই জাপানের শরীরী ভাষা বুঝতে হলে শুধু নির্দিষ্ট কিছু ইশারা মুখস্থ করলেই চলে না। কোন পরিস্থিতিতে, কার সঙ্গে এবং কীভাবে সেই ইশারা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটিও খেয়াল করতে হয়।দিন শেষে জাপানের এই অঙ্গভঙ্গিগুলো দেশটির সামাজিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। সেখানে কখনো একটি ছোট ইশারা, কখনো সামান্য মাথা নোয়ানোই হয়ে ওঠে সম্মান ও সৌজন্য প্রকাশের ভাষা। আর সেই ভাষা বুঝতে পারলে, একটি শব্দও না বলেও জাপানের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে সহজ যোগাযোগ। সূত্র: বিবিসি

ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির দর কত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় চাপের মুখে পড়েছে ভারতের মুদ্রা রুপি। তবে বিদেশি বিনিয়োগের সামান্য প্রবাহ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপে রুপির দরপতন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।বুধবার (২৮ অক্টোবর) ভারতীয় সময় সকাল ১১টায় প্রতি ডলারের বিপরীতে রুপির বিনিময়মূল্য ছিল ৯৫ দশমিক ১৯। আগের দিনের লেনদেন শেষে এই দর ছিল ৯৫ দশমিক ১১৫০। অর্থাৎ ডলারের বিপরীতে রুপির দর সামান্য কমেছে।সৌদি আরবের একটি তেল শোধনাগারে হামলার পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এর জেরে বুধবার তেলের দাম ১ শতাংশের বেশি বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১৫ দশমিক ৫০ ডলারে পৌঁছেছে, যা গত এপ্রিলের পর সর্বোচ্চ দামের কাছাকাছি।ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। দেশটির অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে ভারতের অর্থনীতি ও মুদ্রাবাজারে তার বড় প্রভাব পড়ে।রুপির ওপর চাপ কমাতে জুন থেকে ভারত সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকও নিয়মিত বাজারে হস্তক্ষেপ করছে। তবে তেলের উচ্চমূল্যের কারণে রুপির ওপর চাপ অব্যাহত রয়েছে।বুধবারও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে বাজারে ডলার বিক্রি করতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাদের ধারণা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে এসব ডলার বিক্রি করা হয়েছে। এক ব্যবসায়ীর মতে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রবাহও দিনের শুরুতে রুপিকে কিছুটা সহায়তা করেছে।এর ফলে এশিয়ার অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় রুপির দরপতন কম হয়েছে। বুধবার এশিয়ার বিভিন্ন মুদ্রার দর ০ দশমিক ১ থেকে ১ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রা ওন।অন্যদিকে, ভারতের শেয়ারবাজারেও দরপতন দেখা গেছে। এশিয়ার শেয়ারবাজারের এমএসসিআই সূচক ১ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। বিপরীতে ভারতের প্রধান শেয়ারসূচক নিফটি ৫০ কমেছে ০ দশমিক ৭ শতাংশ।বিনিয়োগকারীরা একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। বুধবারই এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার কথা। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অর্থনীতিবিদদের বড় অংশের ধারণা, ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার অপরিবর্তিত রাখবে।আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমইউএফজি এক বিশ্লেষণী নোটে জানিয়েছে, সুদের হারে বড় কোনো পরিবর্তনের প্রত্যাশা না থাকায় বিনিয়োগকারীদের নজর থাকবে ফেডারেল রিজার্ভের ভবিষ্যৎ নীতিসংকেতের দিকে। ব্যাংকটি যদি সুদের হার বাড়ানোর পক্ষে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়, তাহলে মার্কিন বন্ডের মুনাফার হার উঁচুতে থাকতে পারে। এতে এশিয়ার বিভিন্ন মুদ্রার ওপর আরও চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে তেলের দাম দীর্ঘ সময় উচ্চপর্যায়ে থাকলে ভারতের আমদানি ব্যয় বাড়তে পারে। এতে রুপির ওপর চাপ আরও বাড়ার ঝুঁকি রয়েছে। আপাতত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ ও বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাব্য প্রবাহ সেই চাপ কিছুটা সামাল দিতে সহায়তা করছে।সূত্র: রয়টার্স

ভারতে ৫৫০ কর্মী ছাঁটাই করলো মার্কিন এআই কোম্পানি ইনোডাটা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ইনোডাটা ভারতে প্রায় ৫৫০ কর্মী ছাঁটাই করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই সোমবার (২৬ অক্টোবর) এই ছাঁটাই করা হয় বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কর্মীদের বিভিন্ন পোস্ট ও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।এদিকে, ফিলিপাইনেও প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা চাকরি হারিয়েছেন বলে জানা গেছে। ছাঁটাইয়ের শিকার কর্মীদের অভিযোগ, কর্মদিবসের শুরুতে স্বাভাবিক নিয়মে লগইন করে হাজিরা দেওয়ার পর একপর্যায়ে তাদের অফিসের ল্যাপটপ, পরিচয়পত্র এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে যায়।

পরে ব্যক্তিগত ইমেইলে চাকরি অবসানের চিঠি পাঠানো হয়।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) ছড়িয়ে পড়া ছাঁটাইসংক্রান্ত ইমেইলের স্ক্রিনশটে বলা হয়েছে, ব্যবসায়িক কাজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় কর্মীদের চাকরি শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতার কারণে নয়, বরং পরিচালনগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।ছাঁটাইয়ের শিকার কয়েকজন কর্মীর দাবি, প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বা এইচআর পোর্টালে তাদের কারও কারও চাকরি ছাড়ার তারিখ ও শেষ কর্মদিবস হিসেবে ২৬ অক্টোবর উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ওই দিন তারা স্বাভাবিক নিয়মেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন। হঠাৎ চাকরি হারানোর ঘটনায় নিজেদের কর্মসংস্থানের অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে নানা তথ্যের জন্য ছোটাছুটি করতে হয় তাদের।চাকরি অবসানের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, যেমন ল্যাপটপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ফেরত দেওয়ার পর কর্মীদের চূড়ান্ত পাওনা নিষ্পত্তি করা হবে। তবে ছাঁটাইয়ের ফলে কতজন কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।ইনোডাটার কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রভাব শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ফিলিপাইনেও প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পদে কর্মরত ব্যক্তিরা চাকরি হারানোর কথা জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন রেটার, কোয়ালিটি বিশেষজ্ঞ, দলনেতা ও ব্যবস্থাপকরা। অনলাইনে প্রকাশিত বিভিন্ন পোস্টে ধারণা করা হয়েছে, বড় কোনো গ্রাহক প্রকল্পে সেবার চাহিদা কমে যাওয়ার সঙ্গে এই ছাঁটাইয়ের সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে এ দাবির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।ভারত ও ফিলিপাইনে মোট কতজন কর্মী ছাঁটাই হয়েছেন, সে বিষয়ে ইনোডাটা এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো নিশ্চিত তথ্য দেয়নি। একই সঙ্গে ছাঁটাইয়ের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি।কী কাজ করে ইনোডাটাযুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের রিজফিল্ড পার্কে সদর দপ্তর ইনোডাটার। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানিকে তথ্য প্রকৌশল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসংক্রান্ত সেবা দিয়ে থাকে। এআই ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বাড়াতে প্রতিষ্ঠানটি তথ্য লেবেলিং, মডেল প্রশিক্ষণ, এআই মূল্যায়ন এবং নিরাপত্তা পরীক্ষা নিয়ে কাজ করে।ইনোডাটার ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহক হিসেবে গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজন, অ্যাপল, সনি, হিউলেট-প্যাকার্ড, স্নোফ্লেক, বোয়িং ও ডেলয়েটের মতো বড় প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ রয়েছে।প্রতিষ্ঠানটির ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ইনোডাটার কর্মীসংখ্যা ছিল ১০ হাজার ১০৭ জন। তবে এই কর্মীসংখ্যার মধ্যে ভারত ও ফিলিপাইনের কতজন কর্মী ছিলেন, তা প্রতিবেদনে উদ্ধৃত তথ্য থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সূত্র: এনডিটিভি

ছাত্রদের জয়ের পর ইইউর সদস্য হচ্ছে সার্বিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের উত্থানে সার্বিয়ার রাজনীতিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এবার দেশটির নতুন নেতৃত্ব ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যপদ অর্জনের পথে কতটা এগোবে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে ইউরোপের সদস্যপদ পেতে চাওয়া সার্বিয়ার সামনে এখন গণতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ।গত রোববার (২৫ অক্টোবর) সার্বিয়ায় আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচনের পর দেশটির নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ জানিয়েছে ইইউ।সদস্যপদ পাওয়ার পথে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নে সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছে সংস্থাটি।ইইউর পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তাবিষয়ক উচ্চ প্রতিনিধি কাজা কালাস এবং সম্প্রসারণবিষয়ক কমিশনার মার্তা কোস এক যৌথ বিবৃতিতে এ অবস্থান তুলে ধরেন।বিবৃতিতে বলা হয়, নির্বাচনে সার্বিয়ার জনগণ ব্যাপকভাবে অংশ নিয়ে পরিবর্তনের পক্ষে নিজেদের মত জানিয়েছেন। নতুন সরকারও জনগণের কাছ থেকে পরিবর্তন আনার জন্য জোরালো সমর্থন পেয়েছে। তবে, সার্বিয়ার নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ইইউ। সংস্থাটির মতে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সংবাদমাধ্যমের পক্ষপাত এবং ভোটার, প্রার্থী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের ওপর চাপ প্রয়োগ নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।এ কারণে দেশটির নির্বাচনি ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে ইইউ।এদিকে, সার্বিয়ায় ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ২০২৪ সালের ১ নভেম্বর। সেদিন নোভি সাদ শহরের একটি রেলস্টেশনের ছাউনি ধসে ১৬ জন নিহত হন।এ দুর্ঘটনার পর সরকারি অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে, ঘটনার দায় নির্ধারণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিও জোরালো হয়। পরে, শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বিক্ষোভে শিক্ষক, চিকিৎসক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগ দেন।

সৌদি আরবে হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সৌদি আরবে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। তবে এসব ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করার দাবি করেছে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট।জোটের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়েছিল। দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সেটি শনাক্ত করে বাধা দেয় এবং ধ্বংস করে।এর আগে সৌদি আরবের নাজরান প্রদেশে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেশটির সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ।তারা কিছুক্ষণ আগেই পূর্বাঞ্চলেও একই ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। তবে সতর্কতা জারির কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।এদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কুয়েত ও মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে প্রিন্স খালিদ জানান, কুয়েতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ আল-সালেম আল-সাবাহর সঙ্গে আলোচনায় তারা জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকির বিরুদ্ধে পারস্পরিক সংহতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টজের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ ও কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ পারিয়ার মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিতর্কের সময় এ ঘটনা ঘটে। কিউবার সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য দেওয়ার সময় ওয়াল্টজ অভিযোগ করেন, দেশটির সরকার সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের মধ্যে নিজেদের নেতাদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। এ সময় কিউবার প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রতিবাদ জানান এবং টেবিলে আঘাত করে বক্তব্যে বাধা দেন। একপর্যায়ে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রদ্রিগেজ পারিয়া বক্তৃতামঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলে ওয়াল্টজ বলেন, "এই ব্যক্তিকে পডিয়াম থেকে সরে যেতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাকে ভয় দেখিয়ে থামানো যাবে না।" ওয়াল্টজ আরও বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং কিউবার প্রতিনিধিরা তাঁকে বা তাঁর সহকর্মীদের নীরব করতে পারবেন না। জবাবে রদ্রিগেজ পারিয়া তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাধারণ পরিষদের সভাপতি খলিলুর রহমান অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। পরে কিউবার প্রতিনিধিদলকে কার্যপ্রণালিগত আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর ওয়াল্টজ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন এবং কিউবার বিরুদ্ধে আনা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। কিউবার সরকার মার্কিন নিষেধাজ্ঞাকে দেশটির অর্থনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে আসছে। অন্যদিকে, ওয়াশিংটন কিউবার সরকারের মানবাধিকার পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের সমালোচনা করে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরছে। দুই দেশের দীর্ঘদিনের বিরোধের মধ্যে এই ঘটনা জাতিসংঘের মঞ্চে ওয়াশিংটন ও হাভানার ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক উত্তেজনাকে আবারও সামনে এনেছে।

স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

স্পেনে দ্রুতগতির দুটি ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬৪ জনে পৌঁছেছে। বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকালে দেশটির মধ্যাঞ্চলের তোলেদো প্রদেশের উর্দা শহরের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।আঞ্চলিক সরকারের তথ্য অনুযায়ী, একই দিকে চলতে থাকা দুটি ট্রেনের একটি অন্যটির পেছনে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের সময় সামনের ট্রেনটি থেমে ছিল। এতে দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়।দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রেন দুটির একটি স্পেনের রাষ্ট্রীয় রেল সংস্থা রেনফের পরিচালিত দ্রুতগতির ট্রেন। এটি মাদ্রিদ থেকে সেভিল যাচ্ছিল। অন্য ট্রেনটি পরিচালনা করছিল বেসরকারি রেল সংস্থা ইরিও।রেনফের ট্রেনটিতে ৩৯৭ জন ও ইরিওর ট্রেনটিতে ১৪৭ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় কতজন আহত হয়েছেন, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।এদিকে, দুটি ট্রেনের সংঘর্ষের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় কোনো ইতালীয় নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তায়ানি এক্সে জানান, মাদ্রিদে ইতালির কনস্যুলেট বিষয়টি যাচাই করছে এবং প্রয়োজন হলে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।স্পেনে এর আগেও ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাত্র নয় মাস আগে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। ওই ঘটনায় ৪৫ জন নিহত হন।আদামুজ শহরের কাছে ঘটে যাওয়া সেই দুর্ঘটনাটি ছিল ২০১৩ সালের পর স্পেনের সবচেয়ে প্রাণঘাতী রেল দুর্ঘটনা। ২০১৩ সালে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত হয়েছিলেন।সূত্র: আল-জাজিরা

কিউবার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জাতিসংঘের, সমর্থন কমেছে

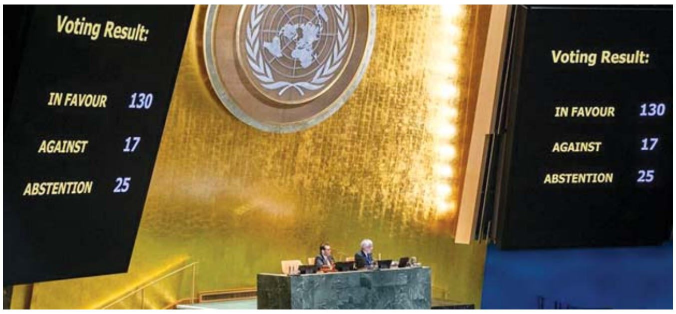

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

কিউবার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। তবে গত বছরের তুলনায় এবার প্রস্তাবটির পক্ষে সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

বুধবার অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ১৩০টি দেশ ভোট দেয়। বিপক্ষে ভোট দেয় ১৭টি দেশ এবং ভোটদানে বিরত থাকে ২৫টি দেশ। ২০২৫ সালে একই ধরনের প্রস্তাবের পক্ষে ১৬৫টি দেশ ভোট দিয়েছিল, বিপক্ষে ছিল সাতটি দেশ এবং ভোটদানে বিরত ছিল ১২টি দেশ।

১৯৬০ সালে শুরু হওয়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অবসান চেয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছরই এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করে আসছে। তবে সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাব আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। ফলে এর মাধ্যমে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য করা যায় না

১৯৬০ সালে শুরু হওয়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অবসান চেয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৯২ সাল থেকে প্রায় প্রতিবছরই এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করে আসছে। তবে সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাব আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। ফলে এর মাধ্যমে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য করা যায় না।

এবারের ভোটে কয়েকটি পশ্চিমা দেশ দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে সরে এসে ভোটদানে বিরত থাকে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে জার্মানি, ইতালি ও লাটভিয়া। এ ছাড়া কয়েকটি দেশ এবার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে, যাদের অনেকে আগের বছরগুলোতে এমন অবস্থান নেয়নি। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই ভোটের এই পরিবর্তন এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ ভোটের ফলকে ওয়াশিংটনের অবস্থানের পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধির ইঙ্গিত হিসেবে তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, কিউবার অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান কারণ দেশটির সরকারের নীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ওয়াশিংটন নিষেধাজ্ঞাকে কিউবার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে। কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজ পারিয়েয়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, মার্কিন বিধিনিষেধের প্রভাব দেশটির সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পড়ছে। কিউবার বক্তব্য অনুযায়ী, নিষেধাজ্ঞার কারণে জ্বালানি, ওষুধ, খাদ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও প্রাপ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশটির সরকার মনে করে, এসব বিধিনিষেধ কিউবার সার্বভৌমত্ব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক বাণিজ্য পরিচালনার সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র কিউবার অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দেশটির নিজস্ব সরকারি নীতিকে দায়ী করে আসছে। নিষেধাজ্ঞার প্রভাব এবং সংকটের জন্য দায়ী কারণগুলো নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে মতবিরোধ রয়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কিউবার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রতিবছর ভোটাভুটি হয়ে আসছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় ২০২০ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে প্রতিটি ভোটেই প্রস্তাবের পক্ষে ১৯১টি করে ভোট পড়েছিল। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার সম্পর্কেও কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দুই দেশের সম্পর্ক আবারও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিউবা বর্তমানে অর্থনৈতিক সংকট, জ্বালানি ঘাটতি, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সংকট মোকাবিলা করছে। এ পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন ও হাভানার মধ্যে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বিরোধ আরও তীব্র হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিতর্কেও যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেও এর মাধ্যমে দেশটিকে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য করা সম্ভব নয়। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আইনগত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ প্রয়োজন, যার মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকা রয়েছে।

এবারের ভোটে প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন কমে যাওয়া আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। একই সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার দীর্ঘদিনের বিরোধ যে এখনো অমীমাংসিত, ভোটের ফল সেটিও স্পষ্ট করেছে।

মাটি খুঁড়তেই মিলল ২ কোটি টাকার সোনার দলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

লাল মাটির বুকে ছোট্ট হলুদ এক ঝিলিক, আর তাতেই বদলে গেল ভাগ্যের হিসাব। মাটির নিচে কী আছে, তা জানতে খুঁড়তে শুরু করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এক শৌখিন সোনা অনুসন্ধানকারী।শেষ পর্যন্ত তার হাতে উঠে আসে প্রায় ১ দশমিক ২ কেজি ওজনের সোনার দলা, যার দাম হতে পারে ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ১ কোটি ৮৩ লাখ থেকে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা)।কয়েক দিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের সুদূর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে টিবুবুরার কাছে মাউন্ট স্টুয়ার্ট স্টেশনে সোনার দলাটি খুঁজে পান ওই ব্যক্তি।এর আগে কয়েকবার চেষ্টা করেও মূল্যবান কিছু পাচ্ছিলেন না তিনি। বরং ধাতু শনাক্তকারী যন্ত্রে মিলত ফেলে দেওয়া সিসার গুলি, পুরোনো পেরেক ও ঘোড়ার খুরে ব্যবহৃত লোহার নালের মতো জিনিস।অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে ওই ব্যক্তি জানান, মাটির নিচে থাকা বস্তুটির আকার প্রথমে বোঝা যায়নি।

তবে, যত গভীরে খুঁড়তে থাকেন, ধাতু শনাক্তকারী যন্ত্রের সংকেত তত শক্তিশালী হতে থাকে। এতে তার কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।একপর্যায়ে গর্তের মাটি সরাতে গিয়ে মাঝখানে ছোট্ট, উজ্জ্বল হলুদ একটি বিন্দু দেখতে পান তিনি।কাছে গিয়ে সেটি পরীক্ষা করার পর বুঝতে পারেন, মাটির নিচে লুকিয়ে রয়েছে সোনার বড় একটি দলা। কয়েক দিনের খোঁজাখুঁজির পর এমন মূল্যবান বস্তু খুঁজে পেয়ে বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করেন তিনি।সোনার দলাটি খুঁজে পাওয়ার মুহূর্তের একটি ভিডিও ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ওই ব্যক্তি মাটি খুঁড়ে দলাটি বের করছেন। দলাটি হাতে পাওয়ার পর তিনি নিজের বিস্ময় প্রকাশ করে জানান, এমন আবিষ্কার তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।এবিসি নিউজের তথ্য অনুযায়ী, সোনার দলাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'টিবুবুরা স্পাড'। এর ওজন প্রায় ১ দশমিক ২ কেজি। দলাটিতে কোয়ার্টজও রয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এর মধ্যে প্রায় ৯৪০ গ্রাম খাঁটি সোনা রয়েছে।দলাটির আনুমানিক দাম ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ৮৩ লাখ থেকে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।তবে, শেষ পর্যন্ত কত দামে এটি বিক্রি হবে, তা নির্ভর করবে ক্রেতা ও সংগ্রাহকদের চাহিদার ওপর।যিনি দলাটি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি এটি কোনো সংগ্রাহকের কাছে বিক্রি করার পরিকল্পনা করছেন। সে ক্ষেত্রে বিরল এই সোনার দলাটি থেকে আরও বেশি অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এদিকে, নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্রোকেন হিলে অনুসন্ধানের সরঞ্জাম বিক্রি করেন গ্রেগ স্প্যাংলার। এবিসি নিউজকে তিনি জানান, এক কেজির বেশি ওজনের সোনার দলা খুঁজে পাওয়া বিরল ঘটনা। তবে, শখ হিসেবে সোনা অনুসন্ধানের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।এই আগ্রহের কারণে মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে আরও বেশি মানুষ বাইরে বেরিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।কেউ শখের বশে, আবার কেউ মূল্যবান কিছু পাওয়ার আশায় ধাতু শনাক্তকারী যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুর্গম এলাকায়।অস্ট্রেলিয়ার লাল মাটিতে সোনা খুঁজতে গিয়ে ওই ব্যক্তির আবিষ্কার তাই ব্যতিক্রমী।কয়েক দিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর মাটিতে দেখা ছোট্ট একটি হলুদ বিন্দু তার সামনে খুলে দিয়েছে বিপুল অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। একই সঙ্গে, ঘটনাটি সোনা অনুসন্ধানের প্রতি মানুষের বাড়তে থাকা আগ্রহেরও ইঙ্গিত দেয়। সূত্র: গালফ নিউজ

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

খবর
www.khabor.com

সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ দেখে ঠিক করছেন ভ্রমণের গন্তব্য

ভ্রমণ ডেস্ক

‘সেট জেটিং’ বিষয়টা আসলে কী
সহজ কথায়, কোনও সিনেমা বা ধারাবাহিকে দেখা মনোরম লোকেশন সচক্ষে দেখতে বা ঘুরে আসতে সেই স্থানে ভ্রমণ করাই হলো এই ট্রেন্ডের আসল উদ্দেশ্য।
বইয়ের পাতা থেকে শুরু করে ছবি বা চিত্রশিল্প–গল্পের প্রভাব মানুষের জীবনে নতুন নয়। গল্প পড়ে বা সিনেমা দেখে ভ্রমণের গন্তব্য বেছে নেওয়ার রীতিও বেশ পুরোনো। ‘উউখঔ’-এর ‘রাজ-সিমরন’কে দেখে বাঙালি ইউরো রেল চড়া কিংবা বরফাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সঙ্গীর সঙ্গে রোম্যান্টিক মূহূর্তে স্বপ্ন দেখেছিল বৈকি! এখন সিনেমা বা কোনও জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ কেবল ছুটির মেজাজ তৈরি করেই ক্ষান্ত হয় না, তা সরাসরি নির্ধারণ করে দেয় দর্শকরা কোথায় ঘুরতে যাবেন। নতুন এই প্রবণতাকেই ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রির ভাষায় বলা হচ্ছে ‘সেট-জেটিং’। সহজ কথায়, কোনও সিনেমা বা ধারাবাহিকে দেখা মনোরম লোকেশন সচক্ষে দেখতে বা ঘুরে আসতে সেই স্থানে ভ্রমণ করাই হলো এই ট্রেন্ডের আসল উদ্দেশ্য। অনেকে আবার এই ধরনের ভ্রমণকে ‘স্ক্রিন ট্যুরিজম’ নামেও চেনেন। সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ দেখে ঠিক করছেন ভ্রমণের গন্তব্য ‘সেট জেটিং’ বিষয়টা আসলে কী
দেব দীপাবলীর সন্ধ্যায় আলোয় ভাসে বারাণসী, সেই বিশেষ দিনে কী কী হয় সেখানে
আন্তর্জাতিক ভ্রমণ প্ল্যাটফর্ম ‘এক্সপেডিয়া’ প্রথম ২০২২ সালে এই ট্রেন্ডটি চিহ্নিত করেছিল। সম্প্রতি ১৮টি দেশের প্রায় ২৪,০০০ পর্যটকের উপর চালানো তাদের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫৩% পর্যটক স্বীকার করেছেন যে কোনও স্ক্রিনে যা দেখেন, তা তাঁদের ভ্রমণ পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করে। জেন-জ এবং মিলেনিয়ালদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি পৌঁছে গিয়েছে ৮১%-এ! ‘গেম অব থ্রোনস’, ‘ব্রেকিং ব্যাড’, ‘দ্য লর্ড অব দ্য রিং’, ‘এমিলি ইন প্যারিস’ কিংবা ‘দ্য হোয়াইট লোটাস’–এই মেগা হিট প্রোডাকশনগুলো নিজের অজান্তেই তাদের শুটিং লোকেশনকে গ্লোবাল ট্যুরিস্ট হটস্পটে পরিণত করেছে।
সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ দেখে ঠিক করছেন ভ্রমণের গন্তব্য ‘সেট জেটিং’ বিষয়টা আসলে কী
সিঙ্গলদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ! সঙ্গীর খোঁজে বিনামূল্যে

পাড়ি দিন ফিনল্যান্ড, থাকছে আরও চমক
কেন কাল্পনিক গল্প বাস্তব সিদ্ধান্তকে এতটা প্রভাবিত করে
কোনও অচেনা স্থানকে হঠাৎ নিজের খুব কাছের মনে হওয়ার নেপথ্যে কাজ করে মানুষের অবচেতন মন ও মনস্তত্ত্ব। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে ইমোশনাল কন্ডিশনিং এবং প্যারাসোশ্যাল অ্যাটাচমেন্টের ফান্ডা। যখন কোনও গল্পের মাধ্যমে বার বার একটা নির্দিষ্ট জায়গা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন দর্শক শুধু সেই ভৌগোলিক স্থানটিকে দেখেন না। বরং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা চরিত্র, আবেগ, ভালোবাসা এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে যায়। মনে মনে সেই জায়গায় যাওয়ার বাসনা লালন করতে শুরু করেন। তাঁরা কেবল জায়গাটি দেখতে যান না। বরং সেই গল্পের একটি অংশ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।
সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ দেখে ঠিক করছেন ভ্রমণের গন্তব্য ‘সেট জেটিং’ বিষয়টা আসলে কী
ফিরছে ‘রিভেঞ্জ ট্যুরিজম’, নানা বাধা পেরিয়ে ভ্রমণের নেশায় আবারও ডানা মেলছেন পর্যটকরা
সেট-জেটিং-এর মনস্তাত্ত্বিক উপকারিতা
কেবল একটা ছবি তোলা বা ফ্রেম সাজানোর বাইরেও ‘সেট-জেটিং’-এর বেশ কিছু মানসিক ইতিবাচক দিক রয়েছে। ইচ্ছাপূরণ ও ফ্যান্টাসির ছোঁয়া: দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে রুটিন থেকে সাময়িক বিরতি নেওয়ার পাশাপাশি এটি দর্শককে নিজের পছন্দের পর্দায় দেখা জগতে নিজেকে সাময়িক ভাবে কল্পনা করার বা বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেয়। স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করে: সাধারণ দর্শনীয় স্থানের তুলনায় যে জায়গার সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকে, সেখানে ঘুরতে গেলে সেই অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কে অনেক বেশিদিন স্থায়ী হয়।

৭ম পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্’াগুলোর সংবাদ সংগ্রহের অভিজ্ঞতা তাঁকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করেছে। তাঁর ৫৭ বছরের জীবনপথের দিকে ফিরে তাকালে তাই সাংবাদিকতার এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যিক হিসেবে তিনি শব্দের মাধ্যমে মানুষের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেন; আর সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কাজের পরিসরে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বৈশ্বিক ঘটনাবলির সংবাদ। এই দুই পরিচয় মিলিয়ে তাঁর পেশাগত জীবনের একটি বিস্তৃত চিত্র ফুটে ওঠে। ‘শিব্বীর সাতান্ন’ তাই শুধু কবিতা, বই, গান ও ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের আখ্যান নয়; এটি প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা ভাষার সংবাদজগতকে যুক্ত করার প্রচেষ্টার কথাও বলে। সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা, যেখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রতিদিন নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়। একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব কেবল ঘটনা জানানো নয়; ঘটনার প্রেক্ষাপট বোঝা, তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং পাঠকের সামনে বিষয়টিকে বোধগম্য করে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তথ্য, যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিকতার সমন্বয়। শিব্বীর আহমেদের পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁর সাংবাদিকতা। তিনি একজন সাংবাদিক ও সংবাদ বিশ্লেষক হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিত। সাহিত্যিক হিসেবে শব্দের আবেগময় ব্যবহারের যে অভিজ্ঞতা, সাংবাদিক হিসেবে তার সঙ্গে যুক্ত হয় তথ্যের নির্ভুলতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতার প্রয়োজন। এই দুই জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভাষা ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাহিত্য মানুষের অন্তর্জগৎকে অনুসন্ধান করে, আর সাংবাদিকতা অনেক সময় সেই অন্তর্জগৎকে প্রভাবিত করা বাইরের ঘটনাগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। একজন মানুষ যখন দুই ক্ষেত্রেই কাজ করেন, তখন তাঁর সামনে বাস্তবতা ও অনুভূতির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। তবে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার নিজস্ব নীতি ও দায়বদ্ধতা রয়েছে; একটি অন্যটির বিকল্প নয়। বরং সততা, পর্যবেক্ষণ এবং ভাষার প্রতি যত্ন–এই গুণগুলো দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। শিব্বীর আহমেদের বহুমুখী পরিচয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্য পাশাপাশি অবস্’ান করছে। তাঁর জন্মদিন তাই কেবল একজন লেখকের সৃষ্টিকে স্মরণ করার উপলক্ষ নয়, একজন সাংবাদিকের পেশাগত পরিচয় ও সংবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাঁর পথচলাকে বিবেচনা করার সময়। কোনো সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনে পুরস্কার ও সম্মাননা তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে পুরস্কারই সৃষ্টির চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করে না। একটি বইয়ের প্রকৃত জীবন শুরু হয় পাঠকের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে; একটি গান বেঁচে থাকে শ্রোতার স্মৃতিতে; একটি প্রতিবেদন কিংবা বিশ্লেষণ তার গুরুত্ব পায় তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে। স্বীকৃতি এই যাত্রায় অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে, কিন্‘ সৃষ্টিশীলতার পথ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে কাজের ধারাবাহিকতার ওপর। সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কমিউনিটি সেবা ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য শিব্বীর আহমেদ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ আমেরিকা মিডিয়া ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড, অন্বয় অ্যাওয়ার্ড, ক্লোজআপ ওয়ান অ্যাওয়ার্ড, ফোবানা অ্যাওয়ার্ড, গুড সিটিজেন অ্যাওয়ার্, একতারা অ্যাওয়ার্ড এবং বাংলা নববর্ষ সম্মাননা। এসব স্বীকৃতি তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নির্দেশ করে। তবে একজন মানুষের জীবনকে শুধু পুরস্কারের তালিকায় সীমাবদ্ধ করলে তাঁর অভিজ্ঞতার অনেক দিক অজানাই থেকে যায়। সম্মাননার মঞ্চে যে পরিচয় দৃশ্যমান হয়, ব্যক্তিগত জীবনের নিভৃত পরিসরে সেই মানুষটির অনুভূতি, স্মৃতি ও চিন্তার জগৎ অনেক বেশি জটিল হতে পারে। শিব্বীর আহমেদের জীবনকে বুঝতে তাই অর্জনের পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে নিজের কাজ ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে, কিন্‘ তার

শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কও সেই পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিবার, শৈশব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সেই প্রভাব সব সময় সরাসরি দৃশ্যমান হয় না; কখনো তা প্রকাশ পায় মূল্যবোধে, কখনো স্মৃতির প্রতি টানে, কখনো নিজের অতীতকে ভুলে না যাওয়ার প্রবণতায়। শিব্বীর আহমেদ কুমিল্লা-৯ আসনের–লাকসাম ও মনোহরগঞ্জ এলাকার–সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাক্ষরকারী মরহুম আলহাজ জালাল আহমেদের সন্তান। তাঁর পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, জনপ্রতিনিধিত্ব এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ ধরনের উত্তরাধিকার একজন মানুষের জীবনের প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়তা করে। তবে উত্তরাধিকার পাওয়া আর নিজের পরিচয় নির্মাণ করা এক বিষয় নয়। পূর্ববর্তী প্রজন্মের পরিচয় ইতিহাসের অংশ; পরবর্তী প্রজন্মের কাজ ও সৃষ্টিই তাকে নিজস্ব অবস্’ান তৈরি করতে সাহায্য করে। শিব্বীর আহমেদের ক্ষেত্রেও তাঁর পারিবারিক শিকড়ের পাশাপাশি সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সংগীতের জগতে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পরিচয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিজের শিকড়কে মনে রাখা মানে অতীতের মধ্যে আটকে থাকা নয়। বরং কোথা থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কোন পরিবেশ মানুষকে গড়ে তুলেছিল এবং সময়ের সঙ্গে নিজের অবস্’ান কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে–এসব উপলব্ধি বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে। ‘শিব্বীর সাতান্ন’ সেই অর্থে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি প্রতীকী সেতু। শিব্বীর আহমেদের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে লাকসাম পাইলট বালিকা বিদ্যালয়, বাবুরবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাকসাম পাইলট

হাইস্কুল, লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ব্যবস্’াপনায় মাস্টার্স অব কমার্স (এমকম) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স অব সফটওয়্যার সিস্টেমস (এমএসএস) ডিগ্রিও অর্জন করেন। এই শিক্ষাগত পথচলায় রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও জ্ঞানচর্চার পরিসর। ব্যবস্’াপনা ও সফটওয়্যার সিস্টেমসের মতো ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও গীতিকবিতার সংযোগ একজন মানুষের বহুমাত্রিক আগ্রহের পরিচয় দেয়। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ, যদিও কোনো ডিগ্রি একাই একজন মানুষের সৃষ্টিশীলতা বা পেশাগত দক্ষতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। শিক্ষা কেবল সনদ অর্জনের বিষয় নয়; এটি চিন্তার পরিসর প্রসারিত করারও একটি মাধ্যম। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন মানুষের সামনে নতুন প্রশ্ন ও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। শিব্বীর আহমেদের শিক্ষাজীবনের বিবরণ তাঁর পেশা ও সৃষ্টির বহুমাত্রিকতার পাশাপাশি তাঁর একাডেমিক যাত্রার পরিচয়ও তুলে ধরে। শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের স্মৃতিতে বিশেষ জায়গা দখল করে থাকে। সেই সময়ের বন্ধু, শিক্ষক, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনের স্মৃতির সঙ্গে মিশে যায়। লাকসাম থেকে উ”চশিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার পথচলা তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের

পরিচয় বহন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর পরবর্তী পেশাগত ও সৃজনশীল জীবনের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। শিব্বীর আহমেদের ব্যক্তিত্বের যে দিকটি তাঁর জীবনকথাকে সবচেয়ে বেশি মানবিক করে তোলে, তা হলো অতীতের প্রতি তাঁর টান এবং নিজের মতো করে বেঁচে থাকার প্রবণতা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ভালোবাসায় সিক্ত পথে হেঁটে সামনে এগিয়ে যাওয়া অনেক মানুষ সময়ের সঙ্গে অতীতকে ভুলে যান; আবার কেউ কেউ কোনো দিনই তা ভোলেন না। শিব্বীর আহমেদ তাঁদেরই একজন–এমন একটি ধারণা তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণনায় বিশেষ জায়গা করে নেয়। তাঁর জীবন যেন অনেকটাই নিঃশব্দ। নিজের তৈরি করা একটি ছোট্ট জগতের মধ্যে, নিজেরই নির্মিত বৃত্তে তাঁর বসবাস। বাইরের মানুষ কখনো সেই নীরবতাকে ভুল বুঝতে পারেন।
কেউ কেউ হয়তো সেটিকে অহংকার বলে মনে করেন। অথচ নীরব থাকা আর অহংকারী হওয়া এক কথা নয়। মানুষের অন্তর্জগত সম্পর্কে বাইরে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ, কিন্‘ তার ভেতরে জমে থাকা স্মৃতি, অভিমান কিংবা ভালোবাসার গভীরতা বোঝা অনেক কঠিন। শিব্বীর আহমেদের জীবন সম্পর্কে এই বর্ণনায় ক্রোধ, হিংসা কিংবা বিদ্বেষের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে এক বুক ভালোবাসা এবং নীরব অভিমানের কথা। তিনি নিজের বৃত্তে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেন–এমন একটি চিত্র ফুটে ওঠে, যেখানে বাইরের স্বীকৃতি বা ভুল বোঝাবুঝির চেয়ে নিজের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নীরবতারও নানা ভাষা আছে। কেউ নীরব থাকেন অভিমানে, কেউ ক্লান্তিতে, কেউ নিজের ব্যক্তিগত পরিসরকে আগলে রাখতে। আবার কেউ নিজের ভাবনা প্রকাশের জন্য বেছে নেন লেখার জগৎকে। শিব্বীর আহমেদের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা, কবিতা, কথাসাহিত্য ও গানের কথা তাঁর সৃষ্টিশীল প্রকাশের মাধ্যম। ব্যক্তিগত জীবনের নীরবতা এবং সৃষ্টির জগতে শব্দের বিস্তার–এই দুইয়ের সহাবস্’ান তাঁর ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ভাবার একটি সাহিত্যিক অবকাশ তৈরি করে। তবে তাঁর নীরবতাকে একমাত্র নিঃসঙ্গতা হিসেবে ব্যাখ্যা করাও যথার্থ হবে না। নিজের মতো করে বেঁচে থাকার মধ্যে স্বাধীনতা থাকতে পারে, থাকতে পারে স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা, থাকতে পারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতি দায়বদ্ধতা। বাইরের চোখে যা দূরত্ব, ভেতরের মানুষটির কাছে তা হয়তো নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর একটি উপায়। এই অনুভূতির প্রকৃত অর্থ কেবল তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। ভালোবাসা মানুষকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, কিন্‘ অতীতের স্মৃতি অনেক সময় তাকে বারবার পেছনে তাকাতেও শেখায়। কিছু সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে বদলে যায়, কিছু অভিজ্ঞতা দূরত্ব তৈরি করে, আবার কিছু মুহূর্ত স্মৃতিতে অমলিন থেকে যায়। অতীতকে ভুলে না যাওয়ার মধ্যে যেমন বেদনা থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা। শিব্বীর আহমেদের ব্যক্তিত্বের এই দিকটি তাঁর জন্মদিনের ফিচারকে কেবল অর্জনের বিবরণ থেকে বের করে এক মানবিক আখ্যানের দিকে নিয়ে যায়। জন্মদিনে মানুষ সাধারণত শুভে”ছা, ভালোবাসা ও অভিনন্দন পান। কিন্‘ একটি বয়সের মাইলফলক কখনো কখনো আত্মপর্যালোচনারও সুযোগ এনে দেয়। পেছনে তাকালে দেখা যায়, কিছু স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, কিছু ই”ছা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, কিছু সম্পর্ক সময়ের পরীক্ষায় টিকে আছে, আবার কিছু স্মৃতি হয়তো আজও একই রকম উজ্জ্বল। জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষকে শেখায়, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, সব প্রাপ্তির হিসাবও সহজে মেলানো যায় না। শিব্বীর আহমেদের ৫৭তম জন্মদিনে তাঁর প্রকাশিত ৪২টি বই, পাঁচটি কবিতার বই, হাজারেরও বেশি কবিতা, একশর বেশি প্রকাশিত গান, সাংবাদিকতা এবং বিভিন্ন সম্মাননার কথা সামনে আসে। এগুলো তাঁর জীবনের দৃশ্যমান অধ্যায়। এর পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষাজীবন, পারিবারিক শিকড়, ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং নিজের মতো করে বেঁচে থাকার দর্শন। এই সবকিছু মিলিয়েই একজন মানুষকে বোঝার চেষ্টা করা যায়। তবে ৫৭ বছর কোনো সমাপ্তির রেখা নয়। বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে, আর অভিজ্ঞতা নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য সামনে পড়ে থাকে আরও লেখার সম্ভাবনা, নতুন ভাবনার ক্ষেত্র এবং পুরোনো অভিজ্ঞতাকে নতুন ভাষায় প্রকাশ করার সুযোগ। ভবিষ্যতের কোন পথে তাঁর কলম এগোবে, কোন ভাবনা নতুন বইয়ের জন্ম দেবে, কিংবা কোন অনুভূতি গানের কথায় রূপ নেবে–তা সময়ই বলে দেবে। জন্মদিনের তাৎপর্য এখানেই যে এটি অতীতকে স্মরণ করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর সুযোগ দেয়। অর্জনের জন্য কৃতজ্ঞতা,

অসম্পূর্ণতার স্বীকৃতি এবং নতুন কাজের প্রত্যাশা–এই তিনের সমন্বয়েই জীবনের পরবর্তী অধ্যায় অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। সৃষ্টিশীল মানুষের জন্য বয়স কখনো কেবল সময়ের পরিমাপ নয়; এটি অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও। বহু বছর ধরে লেখা কবিতা, প্রকাশিত বই, গানের কথা, সংবাদ বিশ্লেষণ এবং সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তাঁর সামনে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। প্রতিটি নতুন দিনই নতুন কিছু ভাবার, শেখার এবং প্রকাশ করার সুযোগ এনে দেয়। ‘শিব্বীর সাতান্ন’ তাই কেবল একজন সাংবাদিক, কবি, কথাসাহিত্যিক ও গীতিকবির জন্মদিনের শিরোনাম নয়। এটি এমন একজন মানুষের জীবনপথের প্রতীক, যাঁর পরিচয় বহুমাত্রিক, যাঁর সৃষ্টির ভুবন বিস্তৃত এবং যাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নীরবতা, স্মৃতি ও ভালোবাসার নিজস্ব ভাষা। জীবনের মহাকাব্য সব সময় উ”চকণ্ঠে লেখা হয় না। কখনো তা লেখা হয় কবিতার পঙ্‌ক্তিতে, কখনো উপন্যাসের পাতায়, কখনো গানের কথায়, কখনো সংবাদ ও বিশ্লেষণের ভাষায়। আবার কখনো কোনো মানুষ তাঁর একান্ত জীবনযাপনের মধ্যেই বহন করেন এমন কিছু গল্প, যার সবটুকু বাইরের পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হয় না। শিব্বীর আহমেদের ৫৭ বছরের এই মাইলফলক তাই অতীতের হিসাব মেলানোর পাশাপাশি নতুন দিনের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানানোর উপলক্ষ। তাঁর সৃষ্টিকর্ম, পেশাগত পরিচয়, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তিগত জীবনদর্শন মিলিয়ে এই পথচলা হয়ে ওঠে একটি চলমান উপাখ্যান–যার কিছু অধ্যায় ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, কিছু অধ্যায় এখনো লেখা বাকি। সময় এগিয়ে যাবে, ক্যালেন্ডারের পাতা বদলাবে, বয়সের সংখ্যাও একদিন নতুন হবে। কিন্‘ একজন মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত মূল্য নির্ভর করবে সেই সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা গভীর হলো, তার শব্দ কতটা অর্থবহ হয়ে উঠল এবং তার কাজ কতটা স্’ায়ী ছাপ রেখে গেল তার ওপর। শিব্বীর আহমেদের জীবনকে তাই কেবল অর্জনের তালিকায় আটকে রাখা যায় না। তাঁর পরিচয়ের একটি অংশ দৃশ্যমান–বইয়ের সংখ্যা, কবিতার ভাণ্ডার, প্রকাশিত গান, সাংবাদিকতার কাজ, সম্পাদকীয় দায়িত্ব এবং সম্মাননা। আরেকটি অংশ ব্যক্তিগত–স্মৃতির প্রতি টান, অতীতকে ধরে রাখা, ভালোবাসা, নীরব অভিমান এবং নিজের তৈরি বৃত্তে বসবাসের প্রবণতা। এই দুইয়ের সমন্বয়েই তাঁর জীবনকাহিনি পায় আলাদা মাত্রা।
৫৭ বছরে এসে তাঁর সামনে রয়েছে আরও লেখার, আরও ভাবার, আরও সৃষ্টির সম্ভাবনা। পুরোনো অভিজ্ঞতা নতুন ভাষা পেতে পারে, নতুন প্রজন্মের পাঠক তাঁর বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, আর ডিজিটাল পরিসরে বাংলা ভাষার সংবাদ ও সাহিত্য নতুন নতুন রূপে বিস্তৃত হতে পারে। সৃষ্টির পথ কখনো সম্পূর্ণ হয় না; প্রতিটি সমাপ্তির ভেতরেই লুকিয়ে থাকে আরেকটি শুরুর সম্ভাবনা। শিব্বীর সাতান্ন–সময়কে পেছনে ফেলে নয়, সময়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার নাম। স্মৃতিকে অস্বীকার না করে, সৃষ্টিকে থামতে না দিয়ে, নিজের মতো করে বেঁচে থাকার এক নীরব প্রত্যয়। জন্মদিনের শুভে”ছা শিব্বীর আহমেদকে–তাঁর সৃষ্টির পথ আরও দীর্ঘ হোক, শব্দের ভুবন আরও সমৃদ্ধ হোক, আর জীবনের আগামী অধ্যায় ভরে উঠুক নতুন স্বপ্ন, নতুন ভাবনা ও নতুন সৃষ্টির আলোয়।

নাঈমের দ্রুততম ‘ফিফটি’

ক্রীড়া ডেস্ক

টেস্টের দ্বিতীয় দিনে নাঈম হাসান বোলিং পেয়েছেন মাত্র ৩ ওভার। রাত থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সমালোচনা শুরু, নাঈমকে ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না!

এমনিতেই নাঈমের টেস্ট একাদশে সুযোগটা কমই আছে,

আর সুযোগ পেলে বোলিংও লম্বা স্পেলে পান না। মেহেদী হাসান মিরাজ এগিয়ে থাকেন সবখানেই।

তবে এই স্বল্প

সুযোগেই টেস্টে উইকেটের ফিফটিটা করেই ফেললেন নাঈম, সেটাও বলের হিসেবে দ্রুততম ।শুক্রবার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টেস্টের তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪৫ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ।

তাকে কেন দলে রাখা হয়েছে? তিনি তো স্বীকৃত অফস্পিনার। তবে কেন তাকে লম্বা স্পেলে বোলিং করানো হয় না? অপর দুই স্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ যেখানে ১৯ ওভার বল করেছেন, আর বাঁহাতি তাইজুল ইসলাম যেদিন ১৫ ওভার বোলিং করেন, সেদিন কেন নাঈম হাসানকে মাত্র ৩ ওভার বোলিং করানো হয়েছে, তাও ২ স্পেলে?

তা নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবারই প্রশ্ন উঠেছিল।

মাত্র ১০.৫ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৩৩ রান খরচায় ৪ উইকেট নিয়েছেন নাঈম ইসলাম ।এর মধ্যে ক্যারিবিয়ান ব্যাটার জোমেল ওয়ারিকানকে লেগ বিফোর উইকেটের ফাঁদে ফেলে টেস্ট ক্যারিয়ারে ৫০তম উইকেট পূর্ণ করেন এই অফস্পিনার।

২৮৫৬টি ডেলিভারিতে এই ফিফটি করেছেন নাঈম। বাংলাদেশে সবচেয়ে কম বোলিং করে ফিফটি করায় নাঈমই সবার উপরে ।তবে সবচেয়ে কম ম্যাচে ৫০ উইকেট নেওয়ার তালিকায় অবশ্য নাঈমের উপরে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিক। দুজনই নিয়েছেন ১৬ টেস্টে ।২০১৮ সালে টেস্টে অভিষেক হয় নাঈমের। গেলো ৮ বছরে ১৬ টেস্ট খেলেছেন তিনি। সবমিলিয়ে নিয়েছেন ৫১ উইকেট।

২-২ গোলে সিনসিনাটির সঙ্গে ড্র করল মেসির ইন্টার মিয়ামি

মায়ামি

মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) এফসি সিনসিনাটির সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে লিওনেল মেসির ইন্টার মিয়ামি। ম্যাচের শেষ দিকে রিকেলমের গোলে হার এড়িয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক দল।

বুধবার মায়ামির নু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইন্টার মিয়ামির হয়ে ৬১ মিনিটে গোল করেন উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ। তাঁর গোলে এগিয়ে যায় মায়ামির দলটি।

তবে ম্যাচের শেষ দিকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় সিনসিনাটি। ৮০ মিনিটে কেনজি এমবোমা ডেমের গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা। ছয় মিনিট পর, ৮৬ মিনিটে স্যামুয়েল গিদির গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সিনসিনাটি।

ম্যাচের শেষ দিকে পরাজয়ের শঙ্কায় পড়ে ইন্টার মিয়ামি। কিন্তু ৯০ মিনিটে রিকেলমের গোল স্বাগতিকদের স্বস্তি এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত ২-২ সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি।

ম্যাচের বেশির ভাগ সময় নিজেদের মাঠে ভালো ফলের আশায় ছিল ইন্টার মিয়ামি। সুয়ারেজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর জয়ের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল দলটির সামনে।

কিন্তু শেষ ১০ মিনিটে সিনসিনাটির দুই গোল ম্যাচের চিত্র পাল্টে দেয়। প্রথমে এমবোমা ডেম এবং পরে গিদির গোলে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। শেষ মুহূর্তে রিকেলমের গোল মায়ামিকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। তবে জয় না পাওয়ায় পূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি দলটি।

ইন্টার মিয়ামির অধিনায়ক লিওনেল মেসি ম্যাচে খেললেও গোল করতে পারেননি। দলের হয়ে গোল করেন লুইস সুয়ারেজ ও রিকেলমে।

এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ পর্যায়ে এই ড্র দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টার মিয়ামি ও সিনসিনাটি–উভয় দলই ইস্টার্ন কনফারেন্সে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে। ইন্টার মিয়ামির পরবর্তী ম্যাচ ১ নভেম্বর নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষে। অন্যদিকে, ৩১ অক্টোবর ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের মুখোমুখি হবে সিনসিনাটি।

চূড়ান্ত ফল: ইন্টার মিয়ামি ২ু২ এফসি সিনসিনাটি

গোলদাতা:

৬১ মিনিট – লুইস সুয়ারেজ (ইন্টার মিয়ামি)
৮০ মিনিট – কেনজি এমবোমা ডেম (সিনসিনাটি)
৮৬ মিনিট – স্যামুয়েল গিদি (সিনসিনাটি)
৯০ মিনিট – রিকেলমে (ইন্টার মিয়ামি)

বাংলাদেশকে তৃতীয় স্বর্ণ এনে দিলেন বন্যা

ক্রীড়া ডেস্ক

আক্তারবন্যা আক্তারের

স্বর্ণ জয়এশিয়া কাপ আরচারিতে বাংলাদেশের সোনালি সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হলো আরও একটি পালক। কম্পাউন্ড নারী ব্যক্তিগত ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছেন বাংলাদেশের আরচার বন্যা আক্তার ।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইরাকের সুলায়মানিয়াহতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে

কাজাখস্তানের মিলানা বুরলেভাকে ১৪৫ু১৪৩ পয়েন্টে হারিয়ে শিরোপা জেতেন তিনি। চলতি এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‌্যাঙ্কিং স্টেজ-২ এ এটি বাংলাদেশের তৃতীয় স্বর্ণপদক ।এর আগে কম্পাউন্ড নারী দলগত ও রিকার্ভ পুরুষ দলগত ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছে বাংলাদেশ। বন্যার ব্যক্তিগত সাফল্যে পদক তালিকায় আরও সমৃদ্ধ হলো লাল-সবুজের অর্জন ।ফাইনালে শুরু থেকেই ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রথম রাউন্ডে দুই আরচারই করেন ২৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় রাউন্ডে ২৯ পয়েন্ট তুলে এক পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যান বন্যা।

তৃতীয় রাউন্ড শেষে ৮৬ু৮৫ পয়েন্টে সেই ব্যবধান ধরে রাখেন বাংলাদেশের এই আরচার ।চতুর্থ রাউন্ডে দুজনই ২৯ পয়েন্ট করে অর্জন করেন। ফলে ওই রাউন্ড শেষে বন্যার স্কোর দাঁড়ায় ১১৫, আর মিলানা বুরলেভার ১১৪।

স্বর্ণপদকের নিষ্পত্তির জন্য তখন অপেক্ষা শেষ রাউন্ডের ।চূড়ান্ত রাউন্ডে স্নায়ুচাপ সামলে নিখুঁত শটের প্রদর্শনী দেখান বন্যা। তিনটি শটেই ১০ পয়েন্ট করে তুলে পূর্ণ ৩০ পয়েন্ট অর্জন করেন তিনি। জবাবে মিলানা করেন ২৯ পয়েন্ট। তাতেই ১৪৫ু১৪৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের আরচারের ।শেষ মুহূর্তের দৃঢ?তা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদে বন্যার এই স্বর্ণজয় বাংলাদেশের আরচারিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে যুক্ত হলো। দলগত ইভেন্টের পর ব্যক্তিগত বিভাগেও স্বর্ণ জিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন বাংলাদেশের আরচাররা।

মেজর লিগ সকার

নিউইয়র্ক সিটি এফসি অরল্যান্ডো সিটি ২-২

অরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা

ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে জোনি শোরের গোলে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসি (ঘণঈঋঈ)। শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত মেজর লিগ সকারের (গখঝ) ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ম্যাচের ১৮তম মিনিটে আলোনসো মার্তিনেজের গোলে এগিয়ে যায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। তবে ৩২তম মিনিটে ফরাসি তারকা আঁতোয়ান গ্রিজম্যানের হেডে সমতায় ফেরে অরল্যান্ডো সিটি। বিরতির পর ৪৯তম মিনিটে মার্তিন ওহেদার গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল। জয় যখন অরল্যান্ডোর নাগালের মধ্যে, তখন যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে জেমস স্যান্ডসের পাস থেকে গোল করে নিউইয়র্ক সিটি এফসিকে সমতায় ফেরান জোনি শোর। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলেই ২-২ ব্যবধানে শেষ হয় উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা করে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। একাধিক সুযোগ তৈরির পর ১৮তম মিনিটে গোলের দেখা পায় নিউইয়র্কের দলটি। হানেস উলফের তৈরি করা আক্রমণ থেকে বল পেয়ে কাছ থেকে জালে পাঠান আলোনসো মার্তিনেজ। দলকে এগিয়ে দেওয়ার পরও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল নিউইয়র্ক সিটি এফসি। কিন্তু অরল্যান্ডোর গোলরক্ষক ম্যাক্সিম ক্রেপোর বাধায় আরও কয়েকটি আক্রমণ সফল হয়নি। ৩২তম মিনিটে মার্তিন ওহেদার ক্রস থেকে হেডে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান গ্রিজম্যান। বিরতির আগে দুই দলই গোলের সুযোগ তৈরি করলেও আর কোনো গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে অরল্যান্ডো। ৪৯তম মিনিটে ইভান আঙ্গুলোর ক্রস থেকে তৈরি হওয়া আক্রমণে বল পেয়ে গোল করেন মার্তিন ওহেদা। এতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল। পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরাতে আক্রমণের গতি বাড়ায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ম্যাচের ৮১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল দলটি। তবে টালেস মাগনোর নেওয়া শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমতায় ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করে নিউইয়র্কের দলটি। শেষ দিকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। যোগ করা সময়ের দশম মিনিটে জেমস স্যান্ডসের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের কাছাকাছি অবস্থান থেকে এক টাচে শট নেন জোনি শোর। তাঁর শট অরল্যান্ডোর গোলরক্ষককে পরাস্ত করে জালে জড়ায়।

এই গোলেই ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফেরে নিউইয়র্ক সিটি এফসি। শেষ মুহূর্তের গোলটি দলটিকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট এনে দেয়। ম্যাচে নিউইয়র্ক সিটি এফসি বল দখল ও আক্রমণের পরিসংখ্যানে এগিয়ে ছিল। দলটি ৫৩.৭ শতাংশ বল দখলে রাখে এবং মোট ১৭টি শট নেয়। বিপরীতে অরল্যান্ডো ৪৬.৩ শতাংশ বল দখলে রেখে ৯টি শট নেয়।

একটা বড় জুটির আশায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক

বিরতির পরপরই তিন উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজমিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনে নিজেদের প্রথম ইনিংসে শুরুটা ভালো করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু বৃষ্টির বিরতির পরপরই তিন উইকেট হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে তার আগে জন ক্যাম্পবেল ও কাভেম হজের ব্যাটিংয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সফরকারীরা। বৃষ্টির বিরতির পর আলো কমে আসায় ব্যাটিং কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে মনে করেন ক্যাম্পবেল। তার মতে, বিরতির সময় নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে ভালো জায়গায় বল ফেলতে শুরু করেন বাংলাদেশের বোলাররা ।মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৪ উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ ১৩৪ রান। এখনো ১৩৮ রানে পিছিয়ে তারা। এদিন ব্যাট হাতে দারুণ খেলতে থাকা ক্যাম্পবেলের ব্যাট থেকে আসে ৫৪ রান ।তবে দিনের শেষ দিকে তিন উইকেট হারিয়ে শেষটা ভালো করতে পারেনি সফরকারীরা। তবে এর পরও ম্যাচটিকে সমানে সমান দেখছেন ক্যাম্পবেল। তার আশা, শুক্রবার আরও কয়েকটি বড় জুটি গড়তে পারলে এগিয়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ।বৃষ্টির বিরতির প্রভাব নিয়ে ক্যাম্পবেল বলেন, ‘হ্যাঁ, কিছুটা পার্থক্য ছিল। বৃষ্টির বিরতির পর যখন আমরা মাঠে ফিরলাম, তখন বিরতির আগে তুলনায় ফ্লাডলাইটের প্রভাব বেশি ছিল। বলটাও কিছুটা কালচে হয়ে গিয়েছিল। বিরতির আগে আমাদের একটা মোমেন্টাম ছিল। বিরতির ফলে ওরা নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং মাঠে ফেরার পর আরও ভালো জায়গায় বল ফেলেছে।’দিনের শেষ দিকে জাস্টিন গ্রিভস ও তেজনারায়ণ চন্দরপলের ৩০ রানের জুটি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে ক্যাম্পবেল বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমার মনে হয়, ম্যাচটা সমানে সমান। আমরা যদি আরও এক বা দুটি বড় জুটি গড়তে পারি, তাহলে আগামীকাল এগিয়ে থাকব। সামনে আমাদের লক্ষ্য এটাই।’বাংলাদেশের বোলারদের শুরুতে চাপে ফেলার জন্য আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পরিকল্পনা ছিল কি না, এমন প্রশ্নে ক্যাম্পবেল জানান, তার লক্ষ্য ছিল বাছাই করে বল খেলা। উইকেটে বাউন্সের অসংগতিও মাথায় রাখতে হয়েছে তাকে ।ক্যাম্পবেল বলেন, ‘আমি যতটা সম্ভব বাছাই করে বল খেলার চেষ্টা করেছি। জানতাম, উইকেটে বাউন্স কিছুটা অসমান ছিল। তাই যতটা সম্ভব ইতিবাচক থাকার চেষ্টা করেছি।

শেষ মুহূর্তের গোলে আটলান্টাকে হারাল নিউইয়র্ক এফসি

নিউইয়র্ক

নাটকীয় ম্যাচে আজ ২৮ অক্টোবর আটলান্টা ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসি (এনওয়াইসিএফসি)। নিউ ইয়র্কের সিটি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচের ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বার্থোলোমিউ ট্রাওরের গোলে জয় নিশ্চিত করে নিউইয়র্কের দলটি। ম্যাচের ৭০ মিনিটে নিকোলাস ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। তবে শেষ দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে আটলান্টা ইউনাইটেড।

৮৮ মিনিটে ব্রিল এমবোলোর গোলে সমতায় ফেরে আটলান্টা। এতে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, দুই দলকে হয়তো পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হবে। কিন্তু যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে গোল করে সেই সম্ভাবনা শেষ করে দেন ট্রাওরে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত হয় নিউইয়র্ক সিটি এফসির।

৭০ মিনিটে ফার্নান্দেজের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটি এফসি জয়ের পথে ছিল। কিন্তু ৮৮ মিনিটে এমবোলোর গোল ম্যাচে নতুন উত্তেজনা ফিরিয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ে ট্রাওরের গোলই পার্থক্য গড়ে দেয়। শেষ মুহূর্তের এই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। অন্যদিকে, শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় আটলান্টা ইউনাইটেডকে।

চূড়ান্ত ফল

নিউইয়র্ক সিটি এফসি ২-১ আটলান্টা ইউনাইটেড
৭০ মিনিট ড় নিকোলাস ফার্নান্দেজ (নিউইয়র্ক সিটি এফসি)
৮৮ মিনিট ড় ব্রিল এমবোলো (আটলান্টা ইউনাইটেড)
৯০+৫ মিনিট ড় বার্থোলোমিউ ট্রাওরে (নিউইয়র্ক সিটি এফসি)

Carnival®
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
4-DAY
Western Caribbean
CRUISE
FROM TAMPA
Sun, Sea & Unforgettable Moments!
Carnival Paradise
SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL
FROM
$309 PP
SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS
ITINERARY
DAY 1 NOV 1
TAMPA, FLORIDA
Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2
FUN DAY AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 NOV 3
COZUMEL, MEXICO
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 5 NOV 5
TAMPA, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
COZUMEL Mexico
Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE
Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES
WHY CHOOSE CARNIVAL?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
PREMIUM FUN AWAITS
Stunning Pools & Decks
World-Class Entertainment
Comfortable Staterooms
Make Memories at Sea
BOOK YOUR CRUISE TODAY!
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

West Bank Closures: Guterres Alarmed After Deadly Hebron Attack

Shibbir Ahmed, New York

The United Nations has expressed deep concern over escalating violence in the occupied West Bank after Israel imposed sweeping movement restrictions following a deadly attack on Israeli soldiers near Hebron. According to news reports cited in the UN briefing, two Israeli soldiers were killed and at least five others injured when gunmen opened fire near a military checkpoint outside Hebron. The two Palestinian attackers were also killed.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered Hebron sealed off and pledged house-to-house raids and home demolitions. Reports also indicated that he threatened a broader military assault. The latest restrictions mark the fourth time in a month that Israel has imposed movement restrictions across the occupied territory.

Speaking at the UN's daily noon briefing in New York, UN Spokesperson Stéphane Dujarric said Secretary-General António Guterres was deeply concerned about the closures, reports of home demolitions and the potential displacement of Palestinians in Hebron.

"Those closures severely restrict Palestinians' freedom of movement, access to basic services and livelihoods," Dujarric said. Guterres also condemned

what he described as record numbers of attacks by Israeli settlers against Palestinians in 2026. He stressed Israel's obligation, as the occupying power, to protect the Palestinian population from such attacks and hold those responsible accountable. Mayy El Sheikh, spokesperson for the UN human rights office (OHCHR) in the Occupied Palestinian Territory, described the lockdown as another episode in a continuing series of restrictive measures making life increasingly unbearable for Palestinians.

She said the closures followed a pattern of collective punishment imposed after Palestinians carry out acts of violence against Israeli settlers or soldiers. Similar incidents, she noted, have previously been followed by lockdowns, intensified raids and arbitrary detentions. Following Friday's attack, authorities closed the entrances and exits to Hebron and shut the Ibrahimi Mosque, preventing worshippers from attending Friday prayers, according to OHCHR.

The closures come during the olive harvest, a crucial period for Palestinian farmers and agricultural livelihoods. El Sheikh said Israeli movement restrictions were already preventing thousands of Palestinian farmers from reaching their olive groves, warning that the restrictions could have devastating consequences for the harvest season. OHCHR documented more than 160 settler attacks during the first two weeks of October alone. The reported incidents included the use of live ammunition, arson, crop theft and damage to olive groves.

The UN human rights office also reported that settlers had targeted European Union diplomats. Separately, a Washington Post photojournalist was reportedly badly assaulted by masked settlers a week earlier while covering the olive harvest near Ramallah.

The UN Secretary-General also remained deeply concerned about civilian deaths in Gaza, including the deaths of children, and severe restrictions on humanitarian aid ahead of winter. Guterres called on all parties to immediately end violence, exercise restraint and avoid actions that could further escalate tensions.

The UN's latest warnings highlight growing concerns over the humanitarian consequences of movement restrictions, settler violence and continuing insecurity across the occupied Palestinian territory.

US Midterm Elections See Surge in Early Voting Across Key States

WASHINGTON

Early voting is surging across several key U.S. states ahead of the November 3 midterm elections, intensifying the battle between Republicans and Democrats for control of Congress. More than 20 million ballots had been cast across 46 states, according to an Associated Press election update published October 22.

The growing turnout comes as both parties step up campaigning in competitive races that could determine control of the Senate and shape the remainder of President Donald Trump's term.

Several battleground states have reported significant increases in early voting compared with the same point in the 2022 midterm election cycle. Texas recorded a sharp rise, while Kansas more than doubled its early-voting numbers. Maine, North Carolina and Ohio have also seen substantial increases.

The figures suggest strong voter engagement, although higher turnout alone does not establish which party has an advantage. Changes in voting access, campaign strategies and the availability of election data can also affect comparisons with previous elections.

Economic concerns are playing a major role in the campaigns, with voters weighing the cost of living, fuel prices, healthcare expenses and the impact of trade policies. Democrats are targeting Republican-held seats in several competitive states, hoping dissatisfaction with household costs will help them gain ground.

Republicans, meanwhile, are working to defend their narrow congressional majorities and persuade voters that the administration's economic policies will deliver results.

President Trump has campaigned for Republican candidates, emphasizing his administration's agenda and urging supporters to vote.

Democratic candidates have focused on affordability and other domestic priorities.

The contests in states such as Texas and Kansas are drawing particular attention because their outcomes could influence the balance of power in Washington.

Election analysts caution against treating early-voting totals as a reliable forecast of the outcome.

The figures do not necessarily reveal how people voted, and changes in participation may reflect differences in election procedures or campaign mobilization.

The November 3 elections will determine control of the House of Representatives and Senate, with significant implications for legislation, federal spending and the administration's policy agenda. With Election Day approaching, both parties are expected to intensify their outreach to undecided voters and supporters who have not yet cast their ballots.

'Back Away From This Podium': US Ambassador Mike Waltz Clashes With Cuban Foreign Minister at UN

Shibbir Ahmed, New York

A heated confrontation erupted between U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz and Cuban Foreign Minister Bruno Rodríguez Parrilla during a General Assembly debate on Tuesday over the longstanding U.S. economic embargo against Cuba. Waltz was criticizing the Cuban government when members of the Cuban delegation began shouting objections and banging on their table. The dispute escalated when Rodríguez Parrilla approached the podium and challenged the U.S. ambassador's remarks.

"This individual needs to back away from this podium," Waltz shouted, adding that he would not be intimidated in the United States. Waltz also insisted that, as the representative of the United States, he would not allow Cuban officials to silence him or his colleagues. Rodríguez Parrilla responded by accusing the American envoy of lying and called for him to be held accountable for his remarks.

General Assembly President Khalilur Rahman attempted to restore order and temporarily suspended the meeting. The Cuban delegation was subsequently given an opportunity to raise a procedural objection before Waltz resumed and completed his address.

The confrontation took place during the annual debate on a resolution calling for an end to the U.S. embargo against Cuba. Washington has defended its policy by citing concerns about political repression and human rights in Cuba, while Havana argues that the restrictions contribute to the island's economic hardship.

The exchange underscored the continuing diplomatic tensions between the two countries as the General Assembly considered the embargo resolution.

Midterm Elections Poll

Democrats Lead GOP by 11 Points

Washington DC

Democrats hold an 11-point lead over Republicans in the race for control of Congress ahead of the November 3 midterm elections, according to a Reuters/Ipsos poll, highlighting growing challenges for President Donald Trump and his party. The poll found that 47% of registered voters favored Democrats in the congressional ballot, compared with 36% who supported Republicans. The results point to a potential shift in the political balance as both parties intensify their campaigns ahead of Election Day. Trump's approval rating stood at 32%, according to the poll, reflecting continued public concerns about his administration and the state of the economy. Economic pressures, including the cost of groceries, housing, gasoline and healthcare, are emerging as important issues for voters. Democrats are seeking to capitalize on dissatisfaction over affordability, while Republicans are working to defend their congressional majorities and maintain support among their voter base. The economy and the administration's performance are expected to play central roles in determining the outcome of competitive races across the country. The November 3 elections will determine control of the U.S. House of Representatives and a number of seats in the Senate. A Democratic victory in the House could give the party greater influence over congressional investigations, legislative priorities and oversight of the Trump administration. However, a national polling advantage does not guarantee victory in individual districts or Senate contests, where local issues, candidate strength and turnout can significantly affect results. With Election Day approaching, both parties are making their final appeals to voters, and the latest polling adds to the uncertainty surrounding the political future of Congress.

UN Inquiry Accuses Russia of War Crimes in Ukraine

Shibbir Ahmed, Washington DC

A United Nations-backed commission of inquiry has concluded that Russian authorities committed war crimes and crimes against humanity by deliberately attacking Ukraine's energy infrastructure, leaving millions of civilians without electricity, heating and other essential services during freezing winter conditions.

In a report presented on October 26, the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine said repeated Russian attacks on power plants, heating facilities, gas infrastructure and electricity networks had caused extensive damage and severe hardship for civilians. The findings cover attacks dating back to autumn 2022, with particular attention to their impact during the winter of 2025-2026.

According to the commission, temperatures fell to minus 21 degrees Celsius in parts of Ukraine during the previous winter, while millions of people endured prolonged interruptions to electricity, heating, water and gas supplies. The resulting conditions placed older people, individuals with disabilities and hospital patients at particular risk. Power outages left some elderly residents unable to use elevators or reach shelters during air raids, while patients dependent on electricity-powered medical equipment faced potentially life-threatening situations. The commission said Russian military commanders knew that the heating facilities targeted in major population centers were essential to civilian life, especially during winter. It concluded that deliberately directing attacks against civilian infrastructure constituted war crimes and that the resulting severe suffering amounted to crimes against humanity. The investigation drew on testimony from 255 people who experienced the winter conditions in Kyiv and eight other Ukrainian regions, alongside information from government officials, medical professionals and civil society organizations. Commission chair Erik Mose warned that renewed attacks as another cold season approaches pose serious risks to civilian lives and health.

The report also found evidence that Russian authorities recruited men from 29 countries into the Russian armed forces through deception or coercion, in violation of international law. Investigators said some recruits were reportedly offered civilian employment or other opportunities before being taken to Russia and pressured into signing military contracts written in Russian. Many came from economically vulnerable backgrounds, according to the commission.

The inquiry said the recruitment practices involved agents and agencies operating in different countries. It called for people who had been victims of human trafficking to be released from the Russian armed forces.

Russia rejected the commission's conclusions. According to The Associated Press, Russia's U.N. mission said Moscow did not recognize the commission's mandate and described its findings as based on falsified data. Russia has maintained that its military targets military or military-related facilities in Ukraine.

The commission also examined Ukrainian attacks on energy facilities in Russia and Russian-occupied parts of Ukraine. However, it said it could not fully investigate their consequences because Russia did not provide access to the relevant territories or respond to requests for information. The findings add to international scrutiny of the conduct of the war as Ukraine prepares for another winter amid continued threats to its energy supplies and civilian infrastructure.

Chattogram Port signs deal for 8.42MWp rooftop solar plant

CHATTOGRAM

In a major step toward sustainable maritime infrastructure and green energy transition, the Chattogram Port Authority (CPA) has inked a landmark agreement with Greener Perpetual Initiatives Limited (GGI) to establish an 8.42 Megawatt-peak (MWp) rooftop solar power plant. The installation will utilize the vast, hitherto unused rooftop spaces of various port administrative buildings and cargo sheds, transforming the country's primary maritime gateway into a major source and producer of eco-friendly clean energy. Talking to BSS, CPA Secretary Sayed Refat Hamim said under the terms of the agreement signed on October 19, 2026, GGI will supply solar electricity to Chattogram Port for a period of 20 years. "The initiative stands out for its financial design: it is structured entirely under an Operating Expense (OPEX) model. Under this framework, GGI bears full responsibility for financing, designing, constructing, operating, and maintaining the entire solar facility. Consequently, the port authority achieves a massive renewable energy upgrade without committing any upfront capital investment or spending public funds," he said.

CPA sources confirmed that the per unit solar power price CPA will pay to GGI has been fixed in the agreement within the government's maximum celling rate of for solar power Tk 10.50 per unit. The GGI is expected to supply partial solar power to CPA from next February and gradually will capacitate to add maximum power 8.42 Megawatt-peak (MWp) gradually as per deal against the CPA's total power variable demand of 7 to 13 Megawatt per day. CPA sources said the financial projections indicate that the rooftop solar plant will yield substantial fiscal advantages for the port. Over its 20-year operational lifecycle, the project is expected to save CPA approximately BDT 100 crore in electricity costs. By purchasing solar power directly generated on-site at predictable rates, the port significantly insulates itself against potential fluctuations in conventional electricity tariffs while optimizing its long-term operational expenditures.

Beyond it's economic benefits, the 8.42 MWp project offers critical environmental and energy security benefits. By generating clean electricity locally during peak daytime hours, the facility will substantially relieve pressure on the national power grid, freeing up capacity for industrial and residential consumers across the region. Furthermore, substituting fossil-fuel-generated grid electricity with solar energy directly decreases greenhouse gas emissions, supporting national decarbonization targets and climate commitments. Sayed Refat Hamim said Chattogram Port handles over 90 percent of Bangladesh's international maritime trade, making its operations central to the national economy. "Incorporating large-scale renewable energy infrastructure onto existing shed roofs serves as a benchmark for greening logistics hubs nationwide. It demonstrates how heavy industrial and transport infrastructure can be modernized to meet international environmental standards without incurring financial burden," he said. Officials and industry experts view the partnership between CPA and GGI as a strategic blueprint for public-private collaboration in Bangladesh's renewable energy sector. By leveraging commercial investment and specialized technical expertise, public entities can rapidly scale up solar adoption on underutilized assets. Refat Hamim said as pre-construction site preparations begin across the port sheds, the project represents a practical, high-impact alignment of economic savings, energy efficiency, and environmental responsibility-positioning Chattogram Port as a leader in sustainable port management in South Asia. CPA Chairman Rear Admiral SM Moniruzzaman and GGI Chief Executive Officer Mohammad Nure Alam signed the agreement 19 October on behalf of their respective organisations.

Carnival
CHOOSE FUN
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Small Getaway Big Memories
4-Day The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
CARNIVAL SUNRISE
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
ITINERARY
DAY 1 NOV 29
MIAMI, FLORIDA
Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30
AT SEA
Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 DEC 01
HALF MOON CAY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02
CELEBRATION KEY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03
MIAMI, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person, based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR From $199 PP
OCEANVIEW From $280 PP
BALCONY From $484 PP
SUITE From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches More Smiles More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation Starts Here!

‘দ্য ডার্টি পিকচার ২’-তে কাজ করতে চান বিদ্যা বালান

● বিনোদন ডেস্ক

২০১১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দ্য ডার্টি পিকচার’ সিনেমায় ‘সিল্ক স্মিতা’ চরিত্রে অভিনয় করেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। সম্প্রতি প্রযোজক একতা কাপুর সিনেমাটির সিক্যুয়েল নির্মাণের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই প্রশ্ন উঠেছে বিদ্যাকে নিয়ে। দ্বিতীয় কিস্তিতেও কি পর্দা মাতাবেন এই অভিনেত্রী! অবশেষে এ নিয়ে নীরবতা ভাঙলেন বিদ্যা নিজেই।

এক সাক্ষাৎকারে সিক্যুয়েলে অভিনয় প্রসঙ্গে বিদ্যা বলেন, সেই ক্ষুধা, সেই আকাঙ্ক্ষা এখনও আমার মধ্যে প্রবলভাবে রয়েছে। চরিত্র যেমনই হোক না কেন, আমি একজন লোভী অভিনেত্রী। আগেও লক্ষবার বলেছি, ভবিষ্যতেও আরও কোটিবার বলব কোনো প্রজেক্ট যদি আমাকে অনুপ্রাণিত করে, তা হলে দ্বিতীয়বার না ভেবেই পুরোপুরি তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

অভিনেত্রী নতুন সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে আরও বলেন, সিল্ক চরিত্রটি তো আর এই গল্পের অংশ হতে পারে না। তাই বিষয়টি ঠিক কী হবে, তা জানি না। একতা কাপুর দ্য ডার্টি পিকচার ২-এর ঘোষণা করেছেন। খবরটা শুনে দারুণ খুশি হয়েছি। ‘দ্য ডার্টি পিকচার’-এ এমন অনেক সম্ভাবনা রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবারই সম্পূর্ণ আলাদা গল্প তৈরি করা যায়। তাই দেখা যাক, কী হয়।

বিদ্যা মনে করেন, একতা কাপুর যদি তার সঙ্গে নতুন সিনেমাটির জন্য যোগাযোগ করেন, তা হলে অবশ্যই তিনি খুব খুশি হবেন। তবে সিল্কের গল্প শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরতে হলে নতুন করে অন্য কোনো বিষয় তুলে ধরতে হবে।

১৯৯৫ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ‘হাম পাঁচ’ টিভি সিরিজে অভিনয় করেন বিদ্যা বালান। ২০০৩ সালে ভারতীয় বাংলা সিনেমা ‘ভালো থেকো’-এর মাধ্যমে বড়পর্দায় অভিষেক ঘটে তার। ২০০৫ সালে ‘পরিণীতা’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন। এতে সাইফ আলী খান, সঞ্জয় দত্তর সঙ্গে পর্দা ভাগ করে নেন বিদ্যা।

অনিশ্চয়তায় শাকিবের সঙ্গে তিশার প্রথম সিনেমা

● বিনোদন প্রতিবেদক

প্রথম সিনেমাতেই শাকিব খানের সঙ্গে সুযোগ পেয়ে বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। কিন্তু সেই আনন্দে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

‘সোলজার’ সিনেমায় কিং খানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন তিনি। গত বছর অক্টোবরে শুটিং শুরু হয়েছিল এ সিনেমার।

সে সময় আড়াই মিনিটের একটি ভিডিও প্রকাশ করে ওই বছরেরই ডিসেম্বরে সিনেমাটির মুক্তির সম্ভাব্য সময় জানানো হয়েছিল। পরে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে এসে মুক্তির দিন ঠিক হয় ২০২৬ সালের ডিসেম্বর।

কিন্তু এর মধ্যে প্রায় বছর শেষের পথে। তবু শেষ হয়নি এখনও সিনেমার শুটিং। জানা যায়, সিনেমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে ৯-১০ দিনের শুটিং শিডিউল দরকার, তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। এদিকে শিগগিরই ‘নিঃস্ব’ ও ‘মহব্বত’ নামে দুটি সিনেমার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন শাকিব খান। এর মাঝে ‘সোলজার’-এর জন্য আলাদা শিডিউল তৈরি করতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। যে কারণে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না তানজিন তিশার অভিষেক সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে।

সম্প্রতি শাকিব খানের ম্যানেজার মনির জামান বলেন, গত কয়েক বছরে শাকিব খানের কোনও ছবির শুটিং নিয়ে এতটা গড়িমসি হয়নি। বারবার শুটিংয়ের শিডিউল নেওয়া হয়েছে, এরপরও পরিচালক শুটিং শুরু করতে পারেননি। যে কয়বার শিডিউল নেওয়া হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে আরামসে দুই-তিন সিনেমার শুটিং শেষ করা সম্ভব হতো। কিন্তু তারা পারেননি।

৩০ বছর পর ভুল বুঝতে পেরে কাঁদলেন আমির খান

বিনোদন ডেস্ক

বলিউডে একের পর এক হিট সিনেমা উপহার দিয়ে ‘মিষ্টার পারফেকশনিস্ট’-এর খেতাব পেয়েছেন আমির খান।

তবে খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে ছিল দীর্ঘদিনের আক্ষেপ। ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে জীবন থেকে হারিয়ে ফেলেছেন পরিবারের মানুষদের। স্বজনদের না পাওয়ার বেদনা বহু বছর বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি।

সেই আফসোসের কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ্য মঞ্চে চোখের পানি ফেললেন এ অভিনেতা।

গত বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নিজের অভিনয়জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোর কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন আমির খান। তিনি জানান, কাজের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক তাকে বছরের পর বছর পরিবার ও আপনজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

বলেন, কোভিডের সময় যখন ঘরে বসেছিলাম, তখন বুঝতে পারি, জীবনের প্রায় ৩০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে।

এক বছর, দু’বছর, এমনকি পাঁচ বছর ধরে কোনও কাজে পাগলের মতো ডুবে থাকা যায়। এক সাক্ষাৎকারে সিক্যুয়েলে অভিনয় প্রসঙ্গে বিদ্যা বলেন, সেই ক্ষুধা, সেই আকাঙ্ক্ষা এখনও আমার মধ্যে প্রবলভাবে রয়েছে। চরিত্র যেমনই হোক না কেন, আমি একজন লোভী অভিনেত্রী। আগেও লক্ষবার বলেছি, ভবিষ্যতেও আরও কোটিবার বলব কোনো প্রজেক্ট যদি আমাকে অনুপ্রাণিত করে, তা হলে দ্বিতীয়বার না ভেবেই পুরোপুরি তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

শ্রদ্ধার কারণে গায়কিতে বদল

● বিনোদন ডেস্ক

২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া বলিউডের ‘আশিকি ২’ সিনেমার গানগুলো এখনও শ্রোতাদের মনে জায়গা করে আছে। এর মধ্যে অন্যতম ‘সুন রাহা হ্যায় না তু’। শ্রদ্ধা কাপুরের ঠোঁটে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন শ্রেয়া ঘোষাল। তবে গানটি রেকর্ড করার সময় একটি বিষয় মাথায় রেখে তাকে আবারও গাইতে হয়েছিল। সম্প্রতি সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন এই গায়িকা। বিলবোর্ড ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়া জানান, প্রথমবার নিজের মতো করে গানটি গেয়েছিলেন তিনি। গানে নিজের গায়কির নানা দিকও তুলে ধরেছিলেন। পরে পরিচালক মোহিত সুরি ও প্রযোজক মুকেশ ভাটের কাছ থেকে ফোন পান তিনি। তারা জানান, সিনেমায় শ্রদ্ধার চরিত্রটি তখনও গান শেখেনি, সে একেবারেই নতুন। তাই গানটি আরেকবার সহজভাবে গাওয়ার অনুরোধ করেন তারা। পরিচালক ও প্রযোজকের অনুরোধের কারণও বুঝতে পেরেছিলেন শ্রেয়া। সিনেমায় শ্রদ্ধার চরিত্রটি তখন কোনো পেশাদার গায়িকা নয়। সে একটি ক্লাব বা বারে গান গাইতে গিয়ে আদিত্য রায় কাপুরের অভিনীত চরিত্রের নজরে আসে। পরে ধীরে ধীরে গায়িকা হয়ে ওঠে সে। তাই চরিত্রটির শুরুর দিকের গায়কির সঙ্গে মানিয়ে গানটি গাওয়া জরুরি ছিল। শ্রেয়া বলেন, আমি প্রথমে নিজের ব্যাখ্যা ও গায়কির ধরন অনুযায়ী ‘সুন রাহা হ্যায় না তু’ গেয়েছিলাম। এরপর মোহিত সুরি ও মুকেশজি আমাকে ফোন করেন। তারা বলেন, মেয়েটি এখনও গান শেখেনি। সে একেবারেই নতুন। তাই তুমি একবার শুনে দেখো। ইচ্ছা হলে আবার গেয়ে দিতে পারো। আমি রাজি হয়ে যাই। শ্রেয়া আরও জানান, সিনেমার গল্প ও চরিত্রটি সম্পর্কে জানার পর তিনি গানটি নতুন করে সহজভাবে গেয়েছিলেন। প্রথমবার রেকর্ডিংয়ের সময় পরিচালক স্টুডিওতে ছিলেন না। পরে চরিত্রটির বয়স, গানের দক্ষতা ও গল্পের প্রেক্ষাপট বুঝে তিনি উপলব্ধি করেন, কেন গানটির পরিবেশনা বদলানো প্রয়োজন ছিল।

LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যে পাঁচ মসলায় কমবে সুগারের মাত্রা

স্বাস্থ্য ডেস্ক

আধুনিক জীবনের অনিয়ম, খাদ্যাভ্যাস আর মানসিক চাপের কারণে ডায়াবেটিস এখন ঘরে ঘরে পরিচিত নাম। রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে ডেকে আনতে পারে কিডনি জটিলতা, হৃদরোগ কিংবা স্নায়ুসংক্রান্ত নানা সমস্যা। চিকিৎসকের পরামর্শ ও জীবনযাত্রার পাশাপাশি নিয়মিত খাবার-দাবারে কিছু পরিবর্তন এনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।আমাদের রান্নাঘরে থাকা কিছু পরিচিত মসলাই হতে পারে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বড় ওষুধ। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের রান্নায় ব্যবহৃত মসলা কেবল খাবারের স্বাদই বাড়ায় না বরং এগুলোতে লুকিয়ে আছে দারুণ ঔষধি গুণ। আসুন জেনে নিই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কোন ৫টি মসলা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।দারচিনি?সুগন্ধি ও মিষ্টি স্বাদের মসলাটি রক্তে সুগার কমাতে জাদুকরী ভূমিকা পালন করে। দারচিনিতে আছে এমন কিছু সক্রিয় উপাদান, যা ইনসুলিনের কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এটি কোষগুলোকে ইনসুলিনের প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তোলে। ফলে রক্তে গ্লুকোজ সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক চিমটি দারচিনির গুঁড়ো কুসুম গরম জলে মিশিয়ে পান করতে পারেন অথবা চায়ে বা ওটমিলে ছড়িয়ে খেতে পারেন।?মেথি?ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মেথি পরীক্ষিত মহৌষধ। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার বা আঁশ, যা পরিপাক প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। মেথিতে থাকা ফাইবার শরীর কর্তৃক কার্বোহাইড্রেট ও সুগার শোষণ করার প্রক্রিয়াকে ধীর করে তোলে। ফলে খাবার খাওয়ার পর রক্তে হঠাৎ করে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এ ছাড়া এটি ইনসুলিন উৎপাদন বাড়াতেও সাহায্য করে। এক চা চামচ মেথি সারারাত এক গ্লাস পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে খালি পেটে পান করতে পারেন এবং ভেজা মেথি চিবিয়ে খেতে পারেন।হলুদ?আমাদের রান্নার প্রধান উপাদান হলুদ কেবল রঙের জন্যই নয়, এর মধ্যে থাকা 'কারকিউমিন' নামক উপাদানের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। কারকিউমিনে আছে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বা প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট্য। এটি শরীরে প্রদাহ কমায় এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স দূর করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে এবং অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখতে হলুদ অত্যন্ত উপকারী। রান্নায় নিয়মিত হলুদ তো বটেই, চাইলে সামান্য কাঁচা হলুদ চিবিয়ে বা কুসুম গরম জলে এক চিমটি হলুদ ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করতে পারেন।জিরা?জিরা ছাড়া আমাদের প্রতিদিনের তরকারি যেন জমে না। অথচ এই সাধারণ মসলাটি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে দারুণ কার্যকরী। জিরায় থাকা বিভিন্ন সক্রিয় উপাদান রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এটি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি ও মেদ কমাতে এবং বিপাক ক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করে। যা পরোক্ষভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। রাতে এক গ্লাস পানিতে হাফ চামচ জিরা ভিজিয়ে রেখে সকালে ফুটিয়ে ছেঁকে পান করতে পারেন। কালোজিরার মধ্যে সব রোগের ওষুধ আছে–প্রবাদটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগেও অনেকাংশে সত্য। এতে থাকা থাইমোকুইনন নামক উপাদান ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিশেষভাবে পরিচিত। কালোজিরা রক্তে সুগারের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সাহায্য করে। ইনসুলিন উৎপাদনকারী বিটা কোষগুলোকে সুরক্ষা দেয়। এর নিয়মিত সেবন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে।

নারীদের মতো পুরুষেরাও খেতে পারবেন জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল

গবেষণায় নতুন চমক

স্বাস্থ্য ডেস্ক

পুরুষদের জন্য হরমোনবিহীন জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল তৈরির চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।ছবি: এআইয়ের সহায়তায় বানানোজন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কি শুধু নারীদেরই? পরিবার পরিকল্পনার আলোচনায় দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রশ্ন উঠছে। নারীদের জন্য পিল, আইইউডি, ইমপ্লান্টসহ একাধিক পদ্ধতি থাকলেও পুরুষদের বিকল্প এখনো মূলত কনডম ও ভ্যাসেকটমির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এই চিত্র বদলানোর সম্ভাবনা তৈরি করছে বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণা।পুরুষদের জন্য হরমোনবিহীন এমন একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল তৈরির চেষ্টা চলছে, যা যৌনমিলনের আগে খেলে কয়েক ঘণ্টার জন্য শুক্রাণুর চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে পারে। গবেষণাটি সফল হলে পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় খুলতে পারে।পুরুষদের জন্য নতুন ধরনের পিলযুক্তরাষ্ট্রের ওয়েল কর্নেল মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা এমনই একটি পিল তৈরির কাজ করছেন, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে।

২০২৬ সালের ২৩ অক্টোবর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গবেষণাটিকে এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের অধীন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট থেকে চার বছরের জন্য ৮২ লাখ ডলারের অনুদান পেয়েছে গবেষক দল। প্রকল্পটির নেতৃত্বে রয়েছেন ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ড. জোচেন বাক ও ড. লনি লেভিন। ওষুধ তৈরিতে কাজ করছেন ড. পিটার মেইনকেও।গবেষকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পরীক্ষাধীন পিলটি যৌনমিলনের প্রায় ৩০ মিনিট আগে খেতে হবে। এর প্রভাব ছয় থেকে আট ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে। এরপর শুক্রাণুর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরে আসার কথা। অর্থাৎ এটি দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মতো প্রতিদিন ব্যবহার করার জন্য তৈরি হচ্ছে না, বরং প্রয়োজনের সময় ব্যবহারযোগ্য একটি পদ্ধতি তৈরিই গবেষণার লক্ষ্য। তবে এই সময়সীমা এখনো পরীক্ষাধীন ওষুধটির সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য, বাজারে ব্যবহারের জন্য প্রমাণিত ফল নয়।

কীভাবে কাজ করবে এই পিল?এই গবেষণার কেন্দ্রে রয়েছে সলিউবল অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ বা এসএসি নামের একটি এনজাইম। শুক্রাণুর চলাচল ও কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে এই এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষকেরা এমন একটি ওষুধ তৈরি করছেন, যা সাময়িকভাবে এসএসির কার্যক্রম আটকে দিতে পারে।সহজভাবে বললে, শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে চলনশক্তি প্রয়োজন, এই ওষুধ সেটিকে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে। ফলে শুক্রাণু ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না এবং নিষেকের সম্ভাবনা কমবে।২০২৩ সালে নেচার কমিউনিকেশনস সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণায় দেখা যায়, এসএসি বন্ধ করলে পরীক্ষাগারে শুক্রাণুর চলাচল থেমে যায় এবং প্রাণীর ওপর পরিচালিত পরীক্ষায় গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এবার গবেষকেরা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী ওষুধ তৈরির পরবর্তী ধাপে এগোতে চান।

কী কী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে?নতুন ওষুধটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটি সুস্থ পুরুষদের ব্যবহার করার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাই কার্যকারিতার পাশাপাশি শরীরের ওপর এর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও খতিয়ে দেখা জরুরি।গবেষকদের সামনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে। ওষুধটি শুক্রাণুর চলাচল কতটা নির্ভরযোগ্যভাবে বন্ধ করতে পারবে? এর প্রভাব প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে কি না? নিয়মিত ব্যবহারে শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ বা প্রজননক্ষমতার ওপর প্রভাব পড়বে কি না? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে আরও পরীক্ষা প্রয়োজন।

ওয়েল কর্নেলের গবেষক দলের নতুন অনুদানের একটি বড় অংশ ব্যয় হবে ওষুধটির বিষক্রিয়া ও নিরাপত্তা পরীক্ষা এবং মানবদেহে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। এরপর সুস্থ পুরুষদের নিয়ে প্রথম পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। তাই এখনই এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই।ওয়াইসিটি-৫২৯: আরও একটি সম্ভাবনাময় পুরুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলশুধু প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়ার পিল নয়, পুরুষদের জন্য প্রতিদিন ব্যবহারের উপযোগী হরমোনবিহীন জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল নিয়েও গবেষণা চলছে। এর একটি উদাহরণ ওয়াইসিটি-৫২৯। এটি শুক্রাণুর চলাচল বন্ধ করার বদলে শুক্রাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে।২০২৫ সালে প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের মানবপরীক্ষায় ১৬ জন পুরুষের ওপর ওষুধটির একবারের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ওষুধটি সামগ্রিকভাবে সহনীয় বলে দেখা যায়। তবে এই পরীক্ষায় শুক্রাণুর সংখ্যা বা গর্ভধারণ প্রতিরোধের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ের গবেষণায় ২৮, ৯০ ও ১৮০ দিন ওষুধ ব্যবহারের পর নিরাপত্তা এবং শুক্রাণুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার পরিকল্পনা রয়েছে।কবে বাজারে আসতে পারে পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল?এখনই নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়, কবে পুরুষদের জন্য এই পিল বাজারে পাওয়া যাবে।

এসএসিকে লক্ষ্য করে তৈরি পিলটি এখনো মানবদেহে পরীক্ষার প্রস্তুতির পর্যায়ে। অন্যদিকে, ওয়াইসিটি-৫২৯-এর মানবপরীক্ষা এগোলেও সেটি সাধারণ ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়। কার্যকারিতা, নিরাপত্তা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং প্রজননক্ষমতা ফিরে আসার বিষয়গুলো নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণে কি বদল আসবে?বর্তমানে পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান পদ্ধতি কনডম ও ভ্যাসেকটমি। ভবিষ্যতে নিরাপদ, কার্যকর ও প্রত্যাবর্তনযোগ্য পিল তৈরি হলে পরিবার পরিকল্পনায় পুরুষদের অংশগ্রহণ বাড়তে পারে। একই সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার নতুন সুযোগ তৈরি হবে।জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল যৌনবাহিত সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয় না। এক্ষেত্রে কনডমের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানীদের গবেষণা সফল হলে পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণে নতুন বিকল্প যুক্ত হতে পারে, যা পরিবার পরিকল্পনার সিদ্ধান্তকে আরও যৌথ ও সহজ করে তুলতে পারে। আপাতত সেই সম্ভাবনার দিকেই তাকিয়ে আছেন গবেষকেরা। সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, আমেরিকান লাইব্রেরি অব মেডিসিন

ছুটির দিনের সকাল মানেই রান্নাবান্না

স্বাস্থ্য ডেস্ক

কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে গেলেই বিপত্তি? জেনে নিন সহজ কৌশলছবি: এআইয়ের সহায়তায় বানানোহাত দিয়ে ভাত মেখে মাছ, মাংস কিংবা ডাল খাওয়াই আমাদের চিরচেনা অভ্যাস। তাই কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে দেশি খাবার খেতে বসলে অনেকেই একটু অস্বস্তিতে পড়েন। ভাত ঠিকমতো উঠতে চায় না, তরকারি প্লেটজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, আবার মাছের কাঁটা ছাড়াতেও তৈরি হয় ঝামেলা। অথচ নানা আনুষ্ঠানিক আয়োজন, দাওয়াত কিংবা বিদেশি পরিবেশে অনেক সময় কাঁটাচামচ দিয়েই দেশি খাবার খেতে হয়। তখন কী করবেন?কাঁটা চামচ দিয়ে ভাত-তরকারি খাওয়া প্রথমে কঠিন মনে হলেও কিছু সহজ কৌশল জানলে কাজটি অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। একটু অনুশীলন করলেই আপনিও স্বচ্ছন্দে সামলে নিতে পারবেন দেশি খাবারের প্লেট।কাঁটা চামচ ও চামচ ধরার কৌশলপ্রথমেই জানতে হবে কাঁটা চামচ ও চামচ কীভাবে ধরতে হয়। সাধারণত বাঁ হাতে কাঁটা চামচ এবং ডান হাতে ছুরি বা চামচ রাখা হয়। বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে কাঁটা চামচটি আরামদায়কভাবে ধরুন। অন্যদিকে ডান হাতে রাখুন চামচ বা প্রয়োজন অনুযায়ী ছুরি।খাবারের ধরন বুঝে দুই হাতের ব্যবহার করতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম কিংবা সবজির মতো শক্ত খাবার কাঁটা চামচ দিয়ে আটকে রেখে ডান হাতে থাকা ছুরি বা চামচের সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে পারেন।খাবার কাটার কৌশল রপ্ত করুনকাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়ার ক্ষেত্রে খাবার ছোট করে নেওয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যে অংশটুকু কাটতে চান,

তার পেছনে কাঁটা চামচ দিয়ে চাপ দিন। এরপর ডান হাতে থাকা ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে কেটে নিন। এতে খাবার প্লেটে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কমে।হাড়সহ মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে আগে চামচের সাহায্যে হাড় থেকে মাংস আলাদা করে নেওয়া সুবিধাজনক। এরপর ছোট টুকরো করে কাঁটা চামচে তুলে খেতে পারেন। ভাত খাওয়ার সময় ডান হাতে চামচ দিয়ে পরিমাণমতো ভাত নিন। বাঁ হাতে থাকা কাঁটা চামচ দিয়ে আলতো করে তরকারি বা মাছের টুকরো চামচে তুলে দিতে পারেন। কেউ কেউ কাঁটা চামচের উল্টো পিঠ ব্যবহার করেও ভাত খান। প্রথম দিকে অস্বস্তি লাগলেও কয়েকবার চেষ্টা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে।প্লেটে অল্প করে তরকারি নিনভাতের সঙ্গে ডাল বা তরকারি নেওয়ার সময় একবারে বেশি পরিমাণে প্লেটে ঢেলে দেবেন না। বাটি থেকে অল্প অল্প করে তরকারি নিয়ে ভাতের পাশে বা ওপরের দিকে রাখুন। এরপর চামচ দিয়ে ভাত ও তরকারি একসঙ্গে তুলে খেতে পারবেন। একসঙ্গে বেশি ঝোল বা ডাল নিলে তা প্লেট জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই পরিমাণ বুঝে খাবার নেওয়াই ভালো। এতে খাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হবে।তাড়াহুড়া না করে ধীরে খানকাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়ার সময় তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। খাবার কাটতে বা তুলতে গিয়ে জোরাজুরি না করে ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন। প্লেটে কাটলারির অতিরিক্ত শব্দ করা এড়িয়ে চলুন। খাবার যেন ফসকে অন্যের গায়ে না পড়ে, সেদিকেও খেয়াল রাখুন। বিশেষ করে আনুষ্ঠানিক আয়োজনে খাওয়ার সময় স্বাভাবিক ও সংযত আচরণ করাই ভালো।খাওয়া শেষে কাটলারি রাখবেন যেভাবেখাওয়া শেষ হলে কাঁটাচামচ ও চামচ প্লেটের ওপর পাশাপাশি বা সমান্তরালভাবে সাজিয়ে রাখুন। সাধারণত কাটলারি এভাবে রাখলে পরিবেশক বুঝতে পারেন যে আপনি খাওয়া শেষ করেছেন। ফলে ব্যবহৃত প্লেট সরিয়ে নেওয়াও তাঁদের জন্য সহজ হয়।কাঁটা চামচ দিয়ে দেশি খাবার খাওয়ার অভ্যাস না থাকলে শুরুতে কিছুটা অস্বস্তি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সঠিকভাবে চামচ ও কাঁটা চামচ ধরা, খাবার ছোট করে নেওয়া এবং ধীরে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে ভাত-তরকারি খাওয়াও হয়ে উঠবে অনেক সহজ।।সূত্র: উইকিহাউ, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

চিংড়ির পুর দিয়ে বেগুন ভাজা তৈরি করবেন যেভাবেছবি: এআইয়ের সহায়তায় বানানোডাল-ভাতের সঙ্গে পাতে একটু ভাজাভুজি না থাকলে অনেকেরই খাওয়াটা যেন ঠিক জমে না। তবে রোজকার পটল ভাজা কিংবা একঘেয়ে সবজি ভাজা খেতে খেতে অরুচি আসতেই পারে। আবার বেগুনি বানাতে গেলে বেসন মাখানো থেকে শুরু করে বেশি তেলে ভাজার ঝক্কিও রয়েছে।তাই স্বাদে বদল আনতে বানিয়ে ফেলতে পারেন চিংড়ির পুর দিয়ে বেগুন ভাজা। বেগুনের নরম শাঁস আর চিংড়ির পুরের স্বাদ মিলিয়ে তৈরি এই পদ ভাতের সঙ্গে বেশ মানানসই। আলাদা করে মাছের পদ না বানিয়েও দুপুরের খাবারে আনতে পারেন নতুনত্ব। রাতে হালকা কিছু খেতে ইচ্ছে করলে কিংবা শিশুকে সহজে খাওয়ানোর জন্য অনেক পরিবারেই দুধ-রুটি বেছে নেওয়া হয়। গরম দুধে রুটি ভিজিয়ে নরম করে খাওয়ার এই অভ্যাস বহুদিনের। কেউ একে সহজপাচ্য খাবার মনে করেন, আবার কেউ রাতে দুধ-রুটি খেলে ওজন বাড়ে বা হজমের সমস্যা হয় বলে ধারণা করেন।

খবর
www.khabor.com

১৮৮ কোটি টাকা জরিমানার মুখে স্যামসাং

প্রযুক্তি ডেস্ক

দক্ষিণ কোরিয়ার ফেয়ার ট্রেড কমিশন (এফটিসি) স্যামসাংকে ২০ দশমিক ১ বিলিয়ন ওন জরিমানা করেছে। স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি সিরিজের ফোন ও ট্যাবলেটের বিভিন্ন প্রজন্মের পণ্যেই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। দক্ষিণ কোরিয়ার এই ভোক্তা ইলেকট্রনিকস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি তাদের আসন্ন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে পিক্সেল-স্তরের গোপনীয়তা রক্ষার পর্দা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। নতুন গ্যালাক্সি জেড ফ্লিপ ৮ নিয়েও উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে তারা।তবে গ্যালাক্সির কয়েকটি পণ্যের বিপণনসংক্রান্ত একটি দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে বলে দাবি উঠেছে। আর এজন্য তাদের খুব বেশি সময়ও লাগেনি সমালোচনার মুখে পড়তে। দক্ষিণ কোরিয়ার ফেয়ার ট্রেড কমিশন (এফটিসি) স্যামসাংকে ২০ দশমিক ১ বিলিয়ন ওন জরিমানা করেছে।

মার্কিন মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১৫ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৮৮ কোটি ৪৭ লক্ষ্য ২২ হাজার ৪৮০ টাকা। গ্যালাক্সি এস২১ ও এস২২ স্মার্টফোন এবং গ্যালাক্সি ট্যাব এস৮ ট্যাবলেটের গেম খেলার সক্ষমতা নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারণার অভিযোগে এই জরিমানা করা হয়েছে।এফটিসির অভিযোগ, শক্তিশালী গেম চালানোর সময় ডিভাইসগুলোর প্রসেসরের গতি ইচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়-কিন্তু প্রচারণায় বিষয়টি এড়িয়ে গেছে স্যামসাং।

'কোরিয়া জুংআং ডেইলি'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, কমিশন বলেছে, 'প্রতিষ্ঠানটি গেম খেলার পারফরম্যান্স সম্পর্কে ভোক্তাদের বিভ্রান্ত করেছে এবং তাদের যুক্তিসংগত ক্রয়-সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিয়েছে।'অতিরিক্ত গরম হওয়া ঠেকাতে প্রসেসরের গতি কমিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে

থ্রটলিং বলা হয়। গ্যালাক্সি ব্যবহারকারীরা প্রায় চার বছর আগে প্রথম লক্ষ করেন, তাদের ডিভাইসগুলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শক্তিশালী পারফরম্যান্স দিচ্ছে না। এর চার বছর পর বড় অঙ্কের এই জরিমানা করা হলো।'সিউল ইকোনমিক ডেইলি'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, জরিমানার বিরোধিতা করে স্যামসাং বলেছে, 'বিজ্ঞাপনের কারণে ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এমন রায় কোনো আদালত দেননি।'

প্রতিষ্ঠানটি আরও জানিয়েছে, ভবিষ্যতের আইনি কার্যক্রমে তারা 'সক্রিয়ভাবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে'। জরিমানার বিরুদ্ধে স্যামসাং পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ নেয়, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে।গ্যালাক্সি এস২২ সিরিজে কি আদতে 'সেরা গেমিং অভিজ্ঞতা' পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ কোরিয়ার এফটিসির এই বড় অঙ্কের জরিমানার আগে স্যামসাং আগে দাবি করেছিল, গ্যালাক্সি এস২২ ও এর সংশ্লিষ্ট মডেলগুলোতে প্রসেসর, মেমোরির সক্ষমতা এবং অভিযোজনযোগ্য রিফ্রেশ রেটের কারণে 'সেরা গেমিং অভিজ্ঞতা' পাওয়া যাবে।স্যামসাংয়ের দাবি অনুযায়ী, গ্যালাক্সি এস২২ সিরিজের গেম খেলার সক্ষমতার পেছনে ছিল ৮ থেকে ১২ গিগাবাইট র‍্যাম, ১২৮ থেকে ৫১২ গিগাবাইট রম, উন্নত গ্রাফিকস, পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক বা ফাইভ-জি সুবিধা এবং ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট।

এসব সুবিধা ডিভাইসগুলোতে থাকলেও ক্রেতারা দেখেন, স্যামসাংয়ের গেম অপটিমাইজিং সার্ভিস (জিওএস) এবং থ্রটলিং ব্যবস্থার কারণে শুরু থেকেই মোবাইলে গেম খেলার অভিজ্ঞতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।এফটিসির তথ্য অনুযায়ী, স্যামসাং উল্লিখিত ডিভাইসগুলোতে আগে থেকেই জিওএস ইনস্টল করে দিয়েছিল এবং ব্যবহারকারীদের সেটি মুছে ফেলার সুযোগ দেয়নি।

এরপর নির্দিষ্ট কিছু গেম চালু হলেই জিওএস স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (সিপিইউ) ও গ্রাফিকস প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের (জিপিইউ) জন্য নির্ধারিত সেটিংস প্রয়োগ করত। সাধারণত অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে প্রসেসরের গতি কমানোর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছালে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু এখানে সেই সীমায় পৌঁছানোর অপেক্ষা না করেই সেটিংস প্রয়োগ করা হতো।আদালতে স্যামসাংয়ের যুক্তি ছিল, দীর্ঘ সময় ধরে পারফরম্যান্স বজায় রাখতে এবং গেমগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে চালু রাখতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তবে প্রতিষ্ঠানটি যখন ডিভাইসগুলোকে উন্নত গেমিং অভিজ্ঞতার উপযোগী হিসেবে প্রচার করেছে, তখন জিওএসের এসব তথ্য গোপন রাখাকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত আইনের অধীনে বিভ্রান্তিকর বলে রায় দিয়েছে এফটিসি।বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ে আইনি অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া স্যামসাংয়ের জন্য নতুন নয়। প্রসেসরের গতি কমিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও ইসরায়েলে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আটটি মামলা হয়েছিল। সূত্র: বিজিআর

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ারের আগে ১০ বার ভাবুন

প্রযুক্তি ডেস্ক

সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ারের আগে ১০ বার ভাবুনযাচাই না করে অনেকেই নানান ধরনের ভুয়া বা এমন ধরনের ব্যক্তিগত ভিডিও অন্যের থেকে নিয়ে শেয়ার করেন যা বিপদের কারণ হতে পারে। ছবি: এআইফেসবুকে স্ক্রল করতে করতে চোখে পড়লো কোনো রাজনৈতিক নেতার বিতর্কিত বক্তব্য, ভয়াবহ দুর্ঘটনার ভিডিও কিংবা কারো বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। আবার কখনো দেখা গেল এআই দিয়ে তৈরি অশ্লীল ভিডিও, কারো ব্যক্তিগত মুহূর্তের দৃশ্য বা চাঞ্চল্যকর কোনো খবর। যাচাই না করেই হয়তো নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে পোস্টটি ছড়িয়ে পড়লো অনেকের কাছে। কিন্তু কয়েকদিন পরই বুঝতে পারলেন, এই একটি শেয়ারই আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো কিছু শেয়ার করা এখন খুব সহজ। কিন্তু এর প্রভাব কতটা গুরুতর হতে পারে, তা অনেকেই ভাবেন না। একটি ভুল পোস্টের কারণে সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়া, আইনি জটিলতায় পড়া কিংবা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।রাজনৈতিক বক্তব্য শেয়ারেও সতর্কতা জরুরিরাজনৈতিক ব্যক্তির বক্তব্যের ছোট একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে মুহূর্তেই। কিন্তু ভিডিওটি সম্পাদিত কি না, বক্তব্যের আগে-পরে কী বলা হয়েছিল, কিংবা এটি পুরোনো কোনো ঘটনা কি না তা যাচাই না করে শেয়ার করলে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে। কোনো বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে তৈরি পোস্ট শেয়ার করলে অনিচ্ছায় অপপ্রচারের অংশ হয়ে যেতে পারেন আপনিও।একইভাবে দুর্ঘটনা, সংঘর্ষ বা সহিংসতার ভিডিও শেয়ার করার আগে ভাবুন। ভিডিওটি ভিন্ন কোনো সময় বা স্থানের ঘটনা কি না, তা যাচাই করা জরুরি। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির পরিচয় বা মরদেহের দৃশ্য ছড়িয়ে দেওয়া তার পরিবার ও স্বজনদের জন্য বাড়তি মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে।অভিযোগ দেখলেই শেয়ার নয়সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই কাউকে চোর, প্রতারক, অপরাধী কিংবা অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ মানেই অপরাধ প্রমাণিত হওয়া নয়। প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে এমন পোস্ট ছড়িয়ে দিলে তার সম্মানহানি হতে পারে। পরিস্থিতি ও বক্তব্যের ধরন অনুযায়ী মানহানি বা অন্যান্য আইনি জটিলতার ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে।এআইয়ের অশ্লীল ভিডিও আরও বিপজ্জনকএআই দিয়ে তৈরি ভুয়া ছবি ও ভিডিও এখন বাস্তব দৃশ্যের মতো দেখানো সম্ভব। কারো মুখ বসিয়ে অশ্লীল ভিডিও তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। আবার সত্যিকারের ব্যক্তিগত ভিডিওও অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা হতে পারে। এমন কিছু চোখে পড়লে কৌতূহলবশত শেয়ার করবেন না। এতে ভুক্তভোগীর ক্ষতি আরও বাড়তে পারে এবং কিছু পরিস্থিতিতে আইনগত দায়ের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হারানোর ঝুঁকিফেসবুকের নীতিমালা লঙ্ঘন করে এমন কনটেন্ট শেয়ার করলে পোস্ট সরিয়ে দেওয়া, অ্যাকাউন্টের কিছু সুবিধায় সীমাবদ্ধতা আরোপ কিংবা গুরুতর বা বারবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। অন্যের পোস্ট শেয়ার করলেই যে সব ক্ষেত্রে শাস্তি হবে, তা নয়; তবে শেয়ার করা কনটেন্টের ধরন ও প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ।শেয়ার করার আগে যা করবেনকোনো পোস্ট শেয়ার করার আগে অন্তত কয়েকটি বিষয় যাচাই করুন। খবরটি নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম বা মূল সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে কি না দেখুন। ছবি বা ভিডিও পুরোনো কিংবা সম্পাদিত কি না যাচাই করুন। কারো ব্যক্তিগত তথ্য, পরিচয় বা আপত্তিকর দৃশ্য প্রকাশিত হলে তা ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সন্দেহজনক পোস্ট হলে শেয়ার না করে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মে রিপোর্ট করুন।মনে রাখবেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা মানে শুধু একটি পোস্ট ছড়িয়ে দেওয়া নয়; এর মাধ্যমে আপনি তথ্যটির প্রচারেও ভূমিকা রাখছেন।

স্মার্টফোনের টেম্পারড গ্লাসের নিচে বুদবুদ জমলে দূর করুন নিজেই

প্রযুক্তি ডেস্ক

নতুন ফোন কেনার পর কিংবা পুরোনো ফোনের স্ক্রিন সুরক্ষিত রাখতে অনেকেই টেম্পারড গ্লাস ব্যবহার করেন। কিন্তু গ্লাস লাগানোর কিছুদিন পরই এর নিচে ছোট ছোট বুদবুদ দেখা দিতে পারে। কখনো মাঝখানে, কখনো আবার স্ক্রিনের কিনারায় তৈরি হয় এসব বুদবুদ। এতে ফোনের স্ক্রিন দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে টাচ ব্যবহারের সময়ও অস্বস্তি হতে পারে। এমন

পরিস্থিতিতে অনেকেই টেম্পারড গ্লাস খুলে নতুনটি লাগানোর কথা ভাবেন। তবে সব সময় এর প্রয়োজন হয় না। বুদবুদের কারণ বুঝে কয়েকটি সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করলে ঘরেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।টেম্পারড গ্লাসের নিচে বুদবুদ তৈরি হয় কেন?সাধারণত স্ক্রিন ও টেম্পারড গ্লাসের মাঝখানে বাতাস আটকে গেলে এমন বুদবুদ দেখা যায়। বিশেষ করে গ্লাস লাগানোর সময় ঠিকমতো চাপ দিয়ে বসানো না হলে মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থেকে যেতে পারে। পরে সেই জায়গায় বাতাস জমে বুদবুদের মতো দেখায়।তবে সব বুদবুদের কারণ বাতাস নয়। অনেক সময় স্ক্রিনে লেগে থাকা ধুলার কণা, কাপড়ের সূক্ষ্ম তন্তু কিংবা আঙুলের তেল গ্লাসের সঙ্গে ডিসপ্লের সংযোগে বাধা তৈরি করে। ফলে গ্লাসের আঠালো অংশ পুরোপুরি স্ক্রিনের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে না। এ কারণেও বুদবুদ তৈরি হয়।বাতাস আটকে থাকলে যেভাবে দূর করবেনযদি বুদবুদের ভেতরে শুধু বাতাস থাকে, তাহলে সেটি সরানো তুলনামূলক সহজ। এ জন্য একটি মাইক্রোফাইবার কাপড় এবং প্লাস্টিকের কার্ড ব্যবহার করতে পারেন। কার্ডটি কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিন। এরপর বুদবুদের ওপর খুব বেশি চাপ না দিয়ে ধীরে ধীরে সেটিকে স্ক্রিনের কিনারার দিকে ঠেলে দিন। একবারে বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন না। বরং অল্প অল্প করে কার্ড সরিয়ে বাতাস বের করে দেওয়ার চেষ্টা করুন। কার্ডের সঙ্গে কাপড় ব্যবহার করলে টেম্পারড গ্লাসে আঁচড় পড়ার আশঙ্কা কমে।প্রয়োজনে গ্লাসের কিনারা সামান্য তুলুনকার্ড দিয়ে চাপ দেওয়ার পরও বুদবুদ না সরলে সেটি যে কিনারার সবচেয়ে কাছে, সেই দিক থেকে টেম্পারড গ্লাসটি সামান্য ওপরে তোলার চেষ্টা করতে পারেন। এতে আটকে থাকা বাতাস বের হওয়ার সুযোগ পাবে। বাতাস বেরিয়ে গেলে ধীরে ধীরে গ্লাসটি আবার স্ক্রিনের ওপর বসিয়ে দিন। এক্ষেত্রে সাবধানতা জরুরি। গ্লাসটি বেশি ওপরে তুলবেন না বা জোর করে টান দেবেন না। এতে গ্লাস ফেটে যেতে পারে কিংবা এর আঠালো স্তর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।ধুলার কণা আটকে থাকলে কী করবেন?বুদবুদের ঠিক মাঝখানে ছোট কোনো কালো বা সাদা বিন্দু দেখা গেলে সেখানে ধুলোর কণা আটকে থাকার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের সমস্যা শুধু চাপ দিয়ে সমাধান করা যায় না। প্রয়োজনে গ্লাসের কাছের কিনারা সামান্য তুলে ধুলোর কণাটি সরানোর চেষ্টা করা যায়। কেউ কেউ অল্প আঠাযুক্ত টেপ দিয়ে কণা তুলতে পারেন। তবে এতে গ্লাসের আঠালো অংশ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। তাই এই পদ্ধতি ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কণা সরানো সম্ভব না হলে কিংবা গ্লাস ঠিকমতো আবার বসানো না গেলে নতুন টেম্পারড গ্লাস লাগানোই ভালো।কখন নতুন টেম্পারড গ্লাস লাগাবেন?সব বুদবুদ দূর করা সম্ভব নয়। গ্লাসের নিচে ধুলা বা ময়লা আটকে থাকলে, গ্লাসের আঠালো স্তর দুর্বল হয়ে গেলে কিংবা গ্লাসে ফাটল থাকলে সেটি বদলাতে হতে পারে। বারবার গ্লাস তুলে লাগানোর চেষ্টা করলেও আঠার কার্যকারিতা কমে যায়। ফলে আগের জায়গায় গ্লাস আর ঠিকমতো বসে না।বুদবুদ সরানোর সময় যেসব ভুল করবেন না

টেম্পারড গ্লাসের নিচ থেকে বুদবুদ সরাতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

পিন, সুঁচ, ছুরি বা অন্য কোনো ধারালো ধাতব বস্তু ব্যবহার করবেন না।

সরাসরি নখ দিয়ে গ্লাসের কিনারা খোঁচাবেন না।

ডিসপ্লের ওপর অতিরিক্ত চাপ দেবেন না।

গ্লাস বারবার খুলে লাগানোর চেষ্টা করবেন না।

কাজ করার সময় আশপাশে ধুলাবালি কম রাখুন। সম্ভব হলে ফ্যান বন্ধ রাখুন।

সবচেয়ে ভালো হলো, টেম্পারড গ্লাস লাগানোর সময়ই স্ক্রিন ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া। ধুলোমুক্ত পরিবেশে গ্লাসটি সঠিকভাবে বসালে শুরুতেই বুদবুদ তৈরির আশঙ্কা কমে। আর একবার বুদবুদ তৈরি হলে আগে বুঝে নিন সেটি বাতাসের কারণে, নাকি ধুলোর কণার জন্য। কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলেই অযথা নতুন গ্লাস কেনার খরচ এড়ানো সম্ভব।

আরও ১০ দেশে এআই মোডে বিজ্ঞাপন চালু করছে গুগল

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সার্চ সুবিধা 'এআই মোডে' আরও ১০টি দেশে বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হচ্ছে। নতুন এই উদ্যোগের ফলে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও সিঙ্গাপুরের ব্যবহারকারীরা এআই মোডে স্পনসর করা বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন।গুগল জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষ দিকে ব্রাজিল, মেক্সিকো ও যুক্তরাজ্যেও বিজ্ঞাপন চালু করা হবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞাপনের পরিধি বাড়িয়ে মাল্টি-টার্ন সুবিধা চালু করা হচ্ছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা কোনো প্রশ্ন করার পর পরবর্তী অনুসন্ধান বা ফলোআপ প্রশ্নের উত্তরেও স্পনসর করা বিজ্ঞাপন দেখতে পারেন।গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের তৃতীয় প্রান্তিকের আয়সংক্রান্ত আলোচনাতেও এআই মোডের আয় নিয়ে বিষয়টি উঠে আসে।

বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানান, এআই মোড থেকে যে পরিমাণ আয় হচ্ছে, তা পরিচালনায় ব্যয়ের তুলনায় কম।তবে গুগলের দাবি, এআই মোডে বিজ্ঞাপন থেকে এখন পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে। নতুন বাজারগুলোতে বিজ্ঞাপন চালু হলে এ সুবিধা থেকে আয় বাড়তে পারে এবং একপর্যায়ে এটিকে লাভজনক করে তোলা সম্ভব হতে পারে।২০২৫ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এআই মোড চালু করে গুগল। এর কয়েক মাস পর, একই বছরের নভেম্বরে এ সুবিধায় স্পনসর করা বিজ্ঞাপন দেখানোর পরীক্ষা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। এআই মোড দিয়ে কী করা যায়? গুগলের এআই মোড ব্যবহার করে সাধারণ সার্চের পাশাপাশি জটিল ও একাধিক অংশের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি সমন্বিত উত্তর দিতে পারে। ব্যবহারকারীরা কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ধারাবাহিকভাবে অতিরিক্ত প্রশ্ন করতে পারেন।এছাড়া পণ্য বা সেবা সম্পর্কে তুলনামূলক তথ্য, ভ্রমণ পরিকল্পনা, কেনাকাটার পরামর্শ, কোনো বিষয় ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করার কাজেও এটি সহায়তা করে। ছবি দিয়েও প্রশ্ন করা যায়। ফলে প্রচলিত সার্চের তুলনায় কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য খোঁজার অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। সূত্র: এনগ্যাজেট

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....

Only 19.99* per Month per user

*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গ্রহণ করা সম্ভব হবেড়এসব প্রশ্ন এখন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আলোচনার কেন্দ্রে। ২৩ অক্টোবর নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি চেরি এ. বাগস বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী কার্যক্রমের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন বলে জানা গেছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আপাতত ভোট গ্রহণ, ব্যালট গণনা এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না। এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ৫ নভেম্বর। এই আদেশের ফলে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজনের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এটি চূড়ান্ত রায় নয়; মামলার অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বক্তব্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনার বিষয়। নির্বাচন স্থগিতের পেছনে বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্যপদ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার নিয়ে বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংগঠনটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরীর দায়ের করা মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, তাঁর সদস্যপদের আবেদন গ্রহণ না করায় তিনি সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ছাড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, একই ফোন নম্বর ও ঠিকানা ব্যবহার করে একাধিক ভোটারের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি ফোন নম্বর ২৭৫ জন ভোটারের তথ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও মামলায় উঠে এসেছে। তবে এসব অভিযোগ এখনো আদালতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি। একই যোগাযোগের তথ্য একাধিক সদস্য ব্যবহার করেছেন কি না এবং সেসব সদস্যের ভোটাধিকার বৈধ কি না, তা যাচাইয়ের বিষয়। বাংলাদেশ সোসাইটির এবারের নির্বাচনে মোট ৩৫ হাজার ২৪২ জন ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন বলে নির্বাচনী প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্যে উল্লেখ রয়েছে। কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের পাঁচটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ, নির্বাচনী প্রচারণা এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। নির্বাচন পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর্যায়ে ছিলেন। ফলে শেষ মুহূর্তের স্থগিতাদেশে নির্বাচনী আয়োজন ও ভবিষ্যৎ সময়সূচি নিয়ে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতা নতুন নয়। ২০১৮ সালেও সংগঠনটির নির্বাচন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আট বছর পর আবারও নির্বাচন স্থগিত হওয়ার ঘটনা সংগঠনটির সদস্যপদ ব্যবস্থাপনা, ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আদালতের পরবর্তী শুনানি আগামী ৫ নভেম্বর। ওই শুনানিতে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম এবং নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও নির্দেশনা আসতে পারে। নির্বাচনের নতুন তারিখ নির্ধারণ, ভোটার তালিকা সংশোধন কিংবা সদস্যপদ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে আদালত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এদিকে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এখন একটাই প্রশ্নড়দীর্ঘ প্রস্তুতির পর শেষ মুহূর্তে স্থগিত হওয়া বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে? আদালতের পরবর্তী নির্দেশনা এবং সংগঠনের সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পদক্ষেপের ওপরই নির্ভর করছে সেই উত্তর।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সমালোচনা করেছেন মার্কিন বিশ্লেষক মাইকেল রুবিন। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই জাতিসংঘ নিহতের সংখ্যা নির্ধারণ করেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পক্ষপাতদুষ্ট বয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রুবিনের মতে, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। তাঁর নিবন্ধে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ভূমিকা মূল্যায়নে যথেষ্ট সতর্কতা দেখায়নি। রুবিনের নিবন্ধে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘের হিসাব এবং আওয়ামী লীগের উল্লেখ করা সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর দাবি, জাতিসংঘ প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তিনি নিহত ব্যক্তিদের নাম, পরিচয় এবং মৃত্যুর পরিস্থিতি প্রকাশ করে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের তালিকা প্রকাশ করা হলে নিহতের সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট দাবিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে। রুবিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ইরানের ১৯৭৯ সালের বিপ্লব এবং মিসরের ২০১৩ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করলে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক সহনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে দলটির রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, আন্তর্জাতিক মহল শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতের শিকার হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রুবিন তাঁর নিবন্ধে ইউনূসের রাজনৈতিক অবস্থান এবং জাতিসংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, জাতিসংঘের বক্তব্য ও নিহতের সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি আরও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। রুবিন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং পশ্চিমা কর্মকর্তাদের ভূমিকারও সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নিহতের সংখ্যা নির্ধারণের ভিত্তি, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রমাণ প্রকাশ করা উচিত। রুবিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সহনশীলতায় বিশ্বাসী সব রাজনৈতিক শক্তির নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকল্পটির নির্মাণকাজ শুরু হবে এবং ২০২৯ সালের জুনের মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, রামপালে ৪৪২ মেগাওয়াট-পিক ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে আট ঘণ্টার ব্যাটারি সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ৪৯৮ কোটি ৮ লাখ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিপিডিবির নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৭৪ কোটি ৭১ লাখ টাকা এবং বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল থেকে ২ হাজার ১২৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সুদের হার হবে ২ শতাংশ। ঋণ পরিশোধের জন্য এক বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ মোট ১৬ বছর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা।

প্রকল্পের প্রাক্কলন অনুযায়ী, সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বিদ্যুতের সম্ভাব্য ট্যারিফ প্রতি ইউনিট ৬.১৮ টাকা হতে পারে। এটি ফেনীর সোনাগাজীতে প্রস্তাবিত ২২০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ৮.৮৭ টাকা প্রতি ইউনিটের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কম। ব্যাটারি সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া প্রাথমিক প্রস্তাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় প্রতি ইউনিট প্রায় ৬ টাকা ধরা হয়েছিল। তবে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় ও ট্যারিফ নির্ভর করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থায়ন, পরিচালন ব্যয় এবং দরপত্রের শর্তের ওপর। বিপিডিবি ২০১২ সালে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য মোট প্রায় ১ হাজার ৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করে। জমিটি দুটি ব্লকে ভাগ করা হয়েছিল। ব্লক-এ-এর আয়তন ৯১৫.৫০ একর এবং ব্লক-বি-এর আয়তন ৯১৮.৫০ একর। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেডের ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্লক-এ-তে নির্মিত হয়েছে। ব্লক-বি বিপিডিবির অধীনে রয়েছে এবং সেখানে প্রস্তাবিত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নির্মাণ করা হবে। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত জমি নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহারের উদ্যোগকে দেশের জ্বালানি নীতিতে পরিবর্তনের একটি উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রকল্পটির বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করতে নতুন ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা নির্মাণ করা হবে। এটি বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানির নিকটবর্তী একটি সাবস্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। কেন্দ্রটি চালু হলে জাতীয় গ্রিডে ৪৪২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা যুক্ত হবে। তবে প্রকৃত উৎপাদন আবহাওয়া, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা এবং ব্যাটারি সংরক্ষণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করবে। প্রকল্পটি জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাতে এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ওপর পরিবেশগত চাপ কমাতে সহায়তা করতে পারে। তবে এর প্রকৃত পরিবেশগত সুফল নির্ভর করবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে কতটা জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিস্থাপিত হয় তার ওপর। ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) প্রধান জ্বালানি বিশ্লেষক শফিকুল আলম বলেছেন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত জমিকে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে রূপান্তর করা বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল জ্বালানি অগ্রাধিকারের প্রতিফলন।

তাঁর মতে, আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে প্রকল্পটি দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা বাড়াতে এবং আরও পরিচ্ছন্ন ও টেকসই বিদ্যুৎ খাত গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে। এদিকে, সরকার ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন বাড়ানো এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উদ্যোক্তা ও সেবাদাতাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপী কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। রামপালের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সেই লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পের নথি অনুযায়ী, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ দেশের মোট গ্রিড-সংযুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯ হাজার ১৪৩ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সৌরবিদ্যুতের অবদান ১ হাজার ৬৪২.৭ মেগাওয়াট।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে 'গ্রিন পেজ' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি সরকারের পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত সংস্কার ও উন্নয়ন কাঠামোর পাশাপাশি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৭-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মোট ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ ব্যয় হবে সৌর ফটোভোলটাইক মডিউল ও স্থাপন কাঠামোতে। এ খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ হাজার ২৩৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা, যা মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক। ইনভার্টার, ট্রান্সফরমার এবং সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন (ঝঈঅউঅ) ব্যবস্থাসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৩২ কোটি ২৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানির (আইআইএফসি) পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রকল্পটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। দরপত্র প্রস্তুতের কাজ শেষ হলে পরবর্তী ধাপে ঠিকাদার নির্বাচন ও নির্মাণকাজ শুরু হবে।

আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে জরুরি আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ব্রিটিশ আইনজীবীদের প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের প্রকাশিত এক ঘোষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ঘোষণা অনুযায়ী, শেখ হাসিনার পক্ষে ব্যারিস্টার স্টিভেন পাওলস কেসি (ঝঃবাবহ চড়ষিবং কঈ) এই আবেদন দাখিল করেছেন। এতে আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সাবেক ক্ষমতাসীন দলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ দেওয়া মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগকে ক্ষুণ্ন করে। ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের তথ্য অনুযায়ী, আবেদনে এসব বিধিনিষেধের বৈধতা ও আনুপাতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবেদনে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (International Covenant on Civil and Political Rights—ICCPR) বিভিন্ন বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ এসব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার লঙ্ঘন করছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। জাতিসংঘের তিনজন মানবাধিকারবিষয়ক ম্যান্ডেটধারীর কাছে আবেদনটি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ম্যাট্রিক্স চেম্বার্স। তাঁরা হলেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক এবং গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রসারের বিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ। আবেদনে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের উত্থাপিত অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি বড় রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রাখার রাজনৈতিক প্রভাব এবং দলটির সমর্থকদের মৌলিক অধিকার চর্চার সুযোগ নিয়েও আবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১২ মে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দলটির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চলমান বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার কথা জানানো হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্কের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে রয়েছে। সাবেক সরকারের আমলে সংঘটিত কথিত অপরাধের জবাবদিহি, রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি আচরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পুনরুদ্ধার নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যেই এই আবেদন করা হয়েছে। শেখ হাসিনার পক্ষে দাখিল করা আবেদনে মানবাধিকারের ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করা হলেও, এতে উত্থাপিত অভিযোগ ও আইনি যুক্তিগুলোকে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন, তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এবং প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে পারেন। তবে তাঁরা সরাসরি কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ আইন বাতিল করতে বা বাংলাদেশ সরকারকে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম পুনরায় চালুর নির্দেশ দিতে পারেন না।

কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিপাবলিকানদের ৫৩ এবং ডেমোক্র্যাট ও তাঁদের সঙ্গে জোটবদ্ধ স্বতন্ত্র সদস্যদের ৪৭টি আসন রয়েছে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের ক্ষমতার ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়। খাদ্যপণ্য, বাসাভাড়া, জ্বালানি, স্বাস্থ্যবিমা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ে ভোটারদের উদ্বেগ রয়েছে। রয়টার্স ও ইপসোসের ৯ অক্টোবর প্রকাশিত জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৮ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন, তাঁদের আয়ের তুলনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির ভূমিকা রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। ডেমোক্র্যাটরা জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রশাসনের জবাবদিহিকে প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা করনীতি, সীমান্ত নিরাপত্তা, জ্বালানি উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন।

অভিবাসন ও সীমান্ত নিরাপত্তা এবারের নির্বাচনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন নীতি, বহিষ্কার অভিযান এবং অভিবাসন আইন প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। রিপাবলিকানরা অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত নিরাপত্তাকে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরছেন। ডেমোক্র্যাটদের অনেকে অভিবাসন আইন প্রয়োগের পাশাপাশি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, মানবিক বিবেচনা এবং অভিবাসী পরিবারগুলোর অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। অভিবাসন নীতির পরিবর্তন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কৃষি, নির্মাণশিল্প, স্বাস্থ্যসেবা এবং অভিবাসী জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনেও প্রভাব ফেলছে। মিশিগান, ওহাইও, টেক্সাস, নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া ও মেইনসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন জাতীয়ভাবে বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে। মিশিগানে সিনেট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী মাইক রজার্স এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আবদুল এল-সায়েদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আলোচনায় রয়েছে। ২৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মিশিগানে রিপাবলিকানদের পক্ষে প্রচারে অংশ নিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের সমর্থনে বিভিন্ন নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নিচ্ছেন। নিউইয়র্কের কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ কংগ্রেসনাল আসনও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ মনোযোগে রয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে ভোট হয় না। তবে কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে পরবর্তী দুই বছরে আইন প্রণয়ন, সরকারি ব্যয় অনুমোদন এবং নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারির ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ বা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেলে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্তের ওপর কংগ্রেসের তদারকি বাড়াতে পারবেন। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে প্রশাসনের আইন প্রণয়ন ও নিয়োগসংক্রান্ত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে তুলনামূলকভাবে অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তবে যেকোনো পরিস্থিতিতেই আইন পাসের জন্য কংগ্রেসের উভয় কক্ষের ভূমিকা এবং প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি আমেরিকানদের জন্যও এবারের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসন নীতি, ক্ষুদ্র ব্যবসার কর, স্বাস্থ্যবিমা, আবাসন ব্যয়, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত তাঁদের জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে। নিউইয়র্কের কুইন্স, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসসহ বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় ভোটার নিবন্ধন, আগাম ভোট এবং নির্বাচনী প্রার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটারদের উপস্থিতি, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নির্বাচনের শেষ পর্যায়ের প্রচার কংগ্রেসের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আনিসুল হকের ১৭২ কোটি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনিসুল হক বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, অনুসন্ধান ও তদন্তে আনিসুল হক এবং তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে মোট প্রায় ১৮০ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৭২ কোটি ২৪ লাখ টাকার সম্পদ তাঁর জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলে দাবি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এ ছাড়া তদন্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ২৩টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৭৩৭ কোটি ২৪ লাখ টাকার জমা ও উত্তোলনের সম্মিলিত হিসাব পাওয়া গেছে। এসব লেনদেনের উৎস ও প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দুদক। তবে ব্যাংক হিসাবে মোট লেনদেনের পরিমাণকে সরাসরি আত্মসাৎ বা অর্থপাচারের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। দুদক ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে চলতি বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। রোববার সেই অভিযোগপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে মামলাটির বিচারিক কার্যক্রমে নতুন অগ্রগতি হলো। আদালত অভিযোগপত্র গ্রহণের পাশাপাশি পলাতক তিন আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তাঁদের আদালতে হাজির করার জন্য পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। সাবেক আইনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন ও ব্যাংক লেনদেনের অভিযোগের বিচারিক নিষ্পত্তি এখনো হয়নি।

বাংলাদেশ ককাসের নেতৃত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশিদের স্বার্থে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নিউইয়র্কের তৃতীয় কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি সোয়াজি লং আইল্যান্ড ও কুইন্সের কিছু অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মার্কিন কংগ্রেসের প্রভাবশালী হাউস ওয়েজ অ্যান্ড মিন্স কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি করনীতি, বাণিজ্য ও সামাজিক নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী বিষয়ে কাজ করেন। তিনি হাউস সিলেক্ট কমিটি অন চায়নার সঙ্গেও যুক্ত। মধ্যপন্থী রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত সোয়াজি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়উভয় দলের কট্টরপন্থার পরিবর্তে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা ও সমঝোতার ওপর গুরুত্ব দেন। প্রতিনিধি পরিষদের প্রবলেম সলভার্স ককাসের ডেমোক্র্যাটিক কো-চেয়ার হিসেবেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ককাস পুনরায় সক্রিয় হলে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মার্কিন কংগ্রেসে তুলে ধরার সুযোগ বাড়তে পারে বলে আশা করছেন কমিউনিটির প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, সাবেক হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, সাংবাদিক ও সম্পাদক নাঈম নিজাম, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ড. দীলিপ নাথ, নিউ আমেরিকান ভোটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীপা নাথ, জেনোসাইড একাত্তরের প্রতিষ্ঠাতা ড. প্রদীপ কর, নিউইয়র্ক পুলিশের সঙ্গে যুক্ত শক্তিগুপ্ত, ঐক্য পরিষদের যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যুৎ সরকার এবং ইউনাইটেড হিন্দুজের নেতা শ্যামল চক্রবর্তী। মার্কিন কংগ্রেসের বাংলাদেশ ককাসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান বেঞ্জামিন গিলম্যান। তাঁর মৃত্যুর পর ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলি ককাসের নেতৃত্ব দেন। ক্রাউলি ১৯৯৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের সপ্তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ এলাকার মধ্যে জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড, এলমহার্স্ট, অ্যাস্টোরিয়ার কিছু অংশসহ বাংলাদেশি-আমেরিকানদের বসবাসের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এলাকা ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ককাসটির কার্যক্রমও ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে কমিউনিটির অনেকে মনে করেন।

৬৩০ কোটি ডলারের ক্রিপ্টো চুরি!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কোরিয়ার রাষ্ট্রসমর্থিত হ্যাকার গোষ্ঠী 'ট্রেডারট্রেইটর' (এ্যঃৎধফবৎএ্যৎধরঃড়ৎ) জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান এ্যজগ খধনং ও ঈযধরহধষুংরং। তবে বাইন্যান্স কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে হামলাকারীদের পরিচয় নিশ্চিত করেনি। তদন্তকারীদের তথ্য অনুযায়ী, হ্যাকাররা বাইন্যান্সের ইন্টারনেট-সংযুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেট বা 'হট ওয়ালেট' লক্ষ্য করে পরিকল্পিত হামলা চালায়। বিটকয়েন, ইথেরিয়াম, ট্রন ও সোলানাসহ একাধিক ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ঠিকানায় স্থানান্তর করে তারা। এ্যজগ খধনং-এর বিশ্লেষণে প্রায় ৬৩৬ কোটি ডলার সরিয়ে নেওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। অধিকাংশ অর্থ স্থানান্তর করা হয় মাত্র ২০ মিনিটে। তদন্তে হামলার আগে প্রস্তুতি ও পরীক্ষামূলক লেনদেনের আলামতও পাওয়া গেছে। সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের ধারণা, হামলার ধরন ও চুরি করা অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতির সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ্যাকারদের পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বাইবিট (ইুনরঃ) থেকে প্রায় ১৫০ কোটি ডলার চুরির ঘটনায় উত্তর কোরিয়ার হ্যাকারদের দায়ী করেছিল মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআই। এবারের হামলায় সেই ঘটনার তুলনায় চার গুণেরও বেশি অর্থ চুরি হয়েছে। তবে বর্তমান হামলার জন্য উত্তর কোরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ী করার তদন্ত এখনো সম্পন্ন হয়নি। প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের সম্পদ জব্দ, গ্রাহকদের অর্থ নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি হামলার পরপরই নিরাপত্তার স্বার্থে বাইন্যান্স সাময়িকভাবে অর্থ জমা ও উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত করে।

ট্রাম্পের আইসিই নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘটনা এবং নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি আইন নিয়ে বিরোধ এখন ফেডারেল সরকার ও নগর প্রশাসনের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর নিউইয়র্কের মার্বেল হিল এলাকায় আইসিইর অভিযানের সময় ২৮ বছর বয়সী ডোমিনিকান অভিবাসী অস্কার বেলগাল গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার সময় তাঁর পাঁচ বছর বয়সী ছেলে গাড়ির পেছনের আসনে ছিল। শিশুটি শারীরিকভাবে অক্ষত থাকলেও ঘটনাটি নিউইয়র্কের অভিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, বিকেল চারটার দিকে ফেডারেল এজেন্টরা বেলগালকে আটক করার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। বেলগালের ঘাড়ে গুলি লাগে। ঘটনার পরপরই মেয়র মামদানি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় টেলিফোনে আলোচনা করেন।

তিনি বেলগালের মুক্তি এবং নিউইয়র্কে আইসিইর অভিযান বন্ধের দাবি জানান। তবে তাৎক্ষণিকভাবে বেলগালের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেননি। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, ফেডারেল অভিবাসন আইন কার্যকর করা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আটক করতে আইসিইর অভিযান প্রয়োজন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন, বেলগালকে আটক করার সময় তিনি গাড়ি ব্যবহার করে এজেন্টদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিলেন। তাঁদের দাবি, সেই পরিস্থিতিতেই গুলি চালানো হয়। অন্যদিকে বেলগালের আইনজীবীরা ফেডারেল কর্তৃপক্ষের বর্ণনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের দাবি, অভিযানের সময় এজেন্টরা নিজেদের পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেননি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং সংশ্লিষ্ট ভিডিও প্রকাশের দাবি উঠেছে। মেয়র মামদানি বলেছেন, অভিবাসন আইন প্রয়োগের নামে জনবহুল এলাকায় এমন অভিযান নগরবাসীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করছে। তিনি স্কুল, হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকায় আইসিইর উপস্থিতির বিরোধিতা করেছেন।

১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানের

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগের বিস্তারিত কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেনি। ব্রুকলিনের সানসেট পার্ক ও বরো পার্ক এলাকাতেও অভিযান পরিচালিত হয়। সানসেট পার্কের এইট অ্যাভিনিউ এবং বরো পার্কের ফোর্ট হ্যামিল্টন পার্কওয়ের একটি ডে কেয়ার কেন্দ্রে তদন্তকারীদের তৎপরতা দেখা যায়। স্ট্যাটেন আইল্যান্ডেও একাধিক স্থানে তল্লাশি চালানো হয়। তবে অভিযানের আওতায় থাকা সব প্রতিষ্ঠানের নাম এবং জব্দ করা সামগ্রীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। নিউইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগ, মেডিকেইড ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয় এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের মেডিকেইড ফ্রড কন্ট্রোল ইউনিটের পাশাপাশি ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (FBI), হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (HSI) এবং অন্যান্য সংস্থা তদন্তে অংশ নিচ্ছে। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, মেডিকেইড কর্মসূচির অর্থের অপব্যবহার, অবৈধ আর্থিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য জালিয়াতি শনাক্ত করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য। গভর্নর ক্যাথি হোচুল বলেছেন, তদন্তকারীরা এমন সেবা প্রদানকারীদের লক্ষ্য করছেন, যাদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার, কিকব্যাক বা অবৈধ কমিশন, অনিয়মিত বিল জমা এবং অন্যান্য জালিয়াতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহ রয়েছে। তিনি বলেন, করদাতাদের অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং যাঁদের প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়তা প্রয়োজন, তাঁদের জন্য বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাঁর কার্যালয় জানিয়েছে, ফেডারেল সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ে কয়েক মাস ধরে এই তদন্ত চলছিল। এফবিআই এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নিউইয়র্কের সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেবায় মেডিকেইডের প্রায় ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। তদন্তকারীরা এই বিপুল অর্থের কোনো অংশ জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন। বর্তমানে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে ৪০০টির বেশি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কর্মসূচি রয়েছে এবং আনুমানিক ৪৫ হাজার মেডিকেইড সদস্য এসব সেবার ওপর নির্ভর করেন। এসব কেন্দ্রে বয়স্কদের দিনের বেলা তত্ত্বাবধান, খাবার, সামাজিক কার্যক্রম এবং কমিউনিটিভিত্তিক সহায়তা দেওয়া হয়। অভিযানের পর স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের একটি ডে কেয়ার কেন্দ্রের দুই পরিচালকের বিরুদ্ধে আলাদা করে অভিযোগ আনা হয়েছে। সি ডে কেয়ার সেন্টার (SI Day Care Center) এর মালিক ইয়াংসীম ওম (Yangsim Oum) এবং এর প্রোগ্রাম পরিচালক জুইয়ং চো (ঔুঁড়হম ঈযড়ব) কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এমন সেবার জন্য বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যা কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী বাস্তবে দেওয়া হয়নি। স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের জেলা অ্যাটর্নির ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযোগে ৫ লাখ ৩০ হাজার ডলারের বেশি জালিয়াতির কথা বলা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি এখনো বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান এই অভিযানের আওতায় ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনো নির্ভরযোগ্য প্রকাশিত সূত্রে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির অনেকেই হোম কেয়ার ও ডে কেয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী মালিকানাধীন ডে কেয়ারেও তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে । উল্লেখ্য, সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার এবং হোম কেয়ার এক ধরনের সেবা নয়। সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারে বয়স্ক ব্যক্তিরা দিনের নির্দিষ্ট সময় কেন্দ্রে তত্ত্বাবধান, খাবার ও সামাজিক কার্যক্রমের সুবিধা পান। অন্যদিকে হোম কেয়ার সেবায় সাধারণত ব্যক্তির নিজ বাড়িতে পরিচর্যা বা দৈনন্দিন কাজে সহায়তা দেওয়া হয়। ২০ অক্টোবরের অভিযানের প্রকাশিত তথ্য মূলত সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই অভিযান চালানো হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কর্মসূচির তদারকি আরও জোরদার করার পাশাপাশি এর ভবিষ্যৎ কাঠামো নিয়েও পর্যালোচনা চলছে। কর্মসূচিতে সংস্কার, কঠোর নজরদারি এবং প্রয়োজনে সেবাগ্রহীতাদের বিকল্প সহায়তার ব্যবস্থা নিয়ে সুপারিশ ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নরের কাছে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

১৭ ডিসেম্বর আদালতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অভিযোগে দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ দেন। ফলে পাঁচটি ভোটকেন্দ্রে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও ভোটগ্রহণ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন। প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি ভোটারকে ঘিরে আয়োজিত এই নির্বাচন স্থগিত হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হতাশা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতিতে সময় ও অর্থ ব্যয় হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। ওসমান চৌধুরীর অভিযোগ, তাঁকে সদস্যপদ দেওয়ার পর তা বাতিল করার যৌক্তিক কারণ ছিল না। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সভাপতি পদপ্রার্থী হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি মামলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মামলার ব্যয়ভার বাংলাদেশ সোসাইটিকে বহন করতে হবেড়এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, সোসাইটির আইনজীবী মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখছেন। তাঁর দাবি, ওসমান চৌধুরী সোসাইটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এ কারণেই তাঁকে সদস্যপদ না দেওয়ার বিষয়ে আদালতের নির্দেশ রয়েছে। সদস্যপদ বাতিল, নির্বাচনে প্রার্থিতা এবং আদালতের নির্দেশনা নিয়ে দুই পক্ষের বক্তব্যে স্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এসব বিষয়ে আদালতে জমা দেওয়া নথি ও পরবর্তী সিদ্ধান্তই বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সোসাইটির গঠনতন্ত্রে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার সুযোগ সীমিত করার বিধান রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের বিধানের বৈধতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ১৭ ডিসেম্বর উভয় পক্ষের তথ্য-উপাত্ত জমা দেওয়ার পর আদালত কী সিদ্ধান্ত দেন, তার ওপরই বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করছে। ততদিন নির্বাচন স্থগিত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

অবশেষে আসছে ‘অর্ধাঙ্গিনী’

শেষ পৃষ্ঠার পর

করে নিয়েছেন তিনি। ‘অর্ধাঙ্গিনী’ চলচ্চিত্রের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মৌসুমী অভিনীত চরিত্রকে কেন্দ্র করে। নির্মাণসংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, চলচ্চিত্রটি তাঁর অভিনয়জীবনের অন্যতম স্মরণীয় কাজ হিসেবে দর্শকদের সামনে আসবে।

চলচ্চিত্রটির শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট একজন জানিয়েছেন, প্রচণ্ড প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও মৌসুমী অভিনয়ের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মাইনাস ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়, যেখানে হাত থেকে গ্লাভস খুলে রাখাই ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, সেখানে হাঁটুসমান বরফের মধ্য দিয়ে দৌড়ানোর দৃশ্যেও অভিনয় করেছেন তিনি।

এমন কঠিন পরিবেশে একটি ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য তাঁর পরিশ্রম, সাহস ও আত্মনিবেদন দেখে পুরো শুটিং ইউনিট মুগ্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তাঁদের ভাষায়, ‘অর্ধাঙ্গিনী’র জন্য মৌসুমী তাঁর দীর্ঘ অভিনয়জীবনের অন্যতম সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়েছেন।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যখন বাণিজ্যিক বিনোদনের পাশাপাশি বাস্তবধর্মী ও গল্পনির্ভর সিনেমার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বাড়ছে, তখন ‘অর্ধাঙ্গিনী’ ভিন্নধর্মী চলচ্চিত্রের প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্টদের মতে, প্রচলিত প্রেমের গল্প কিংবা অতিরঞ্জিত বিনোদনের বাইরে অর্থবহ কাহিনি ও শক্তিশালী অভিনয়ের সমন্বয়ে নির্মিত সিনেমা দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা দিতে পারে।

বিশেষ করে মৌসুমীর মতো অভিজ্ঞ অভিনেত্রীর কেন্দ্রীয় চরিত্রে উপস্থিতি চলচ্চিত্রটির প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের অনুমোদনের খবর সামনে আসার পর এখন দর্শকদের আগ্রহ চলচ্চিত্রটির মুক্তির তারিখ ও প্রদর্শনব্যবস্থা নিয়ে।

তবে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড কবে, কোথায় এবং কোন মাধ্যমে ‘অর্ধাঙ্গিনী’ মুক্তি দেবে, সে বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো তারিখের তথ্য পাওয়া যায়নি। চলচ্চিত্রটির নির্মাণসংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, ‘অর্ধাঙ্গিনী’ শুধু একটি নতুন সিনেমা হিসেবেই নয়, বরং মৌসুমীর অভিনয়জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে।

এখন দেখার অপেক্ষা, ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বড় পর্দায় কতটা নতুন আলো ছড়াতে পারে এবং দর্শকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারে।

নিউইয়র্কের স্কুলে বর্ণগত বিভাজন

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমালোচনার মুখে পড়লেও পরে স্যামুয়েলস কিছু অভিভাবক প্রতিনিধির সমর্থন পান। মেয়র মামদানি বলেছেন, নিরাপদ, মানসম্মত এবং সমন্বিত বিদ্যালয়ব্যবস্থা গড়ে তোলা তাঁর প্রশাসনের লক্ষ্য। তবে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কী হবে, তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে।

জ্যাকসন হাইটসে নির্মিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

নতুন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় অভিবাসী কমিউনিটির জন্য বিনোদন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে প্রকল্পটির নির্মাণ শুরুর নির্দিষ্ট সময়, সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ এবং বিস্তারিত সুযোগ-সুবিধার তথ্য এখনো এখানে স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি।

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের

শেষ পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে কতটা ভূমিকা রাখছে, সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ন্যায্য করব্যবস্থা, সাশ্রয়ী উন্নয়ন অর্থায়ন, টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একই সঙ্গে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবাধিকার সুরক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, সংঘাত, ঋণ পরিশোধের উচ্চ ব্যয় ও উন্নয়ন সহায়তা হ্রাসের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সংকট মোকাবিলা, কাঠামোগত বৈষম্য দূর করা এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক করব্যবস্থা, ঋণ পুনর্গঠনে ন্যায্যতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উরুগুয়ের জাতিসংঘ স্থায়ী মিশনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার ও উন্নয়নবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

নিউইয়র্ক ট্রাফিক পুলিশ ইউনিয়নের

শেষ পৃষ্ঠার পর

দেয়। সংগঠনের কয়েকজন সদস্যের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁকে সাময়িকভাবে ইউনিয়ন থেকেও বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রায় ২ হাজার ১০০ সদস্যের ইউনিয়নটির এক-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশি আমেরিকান। ফলে ঘটনাটি কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সংগঠনের তহবিল ব্যবহারে অনিয়ম ও কয়েক লাখ ডলার আত্মসাতের অভিযোগও তুলেছেন কিছু সদস্য। তবে সেসব অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিবেদনে সাঈদ ইসলামের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আগামী ২৪ নভেম্বর ইউনিয়নের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা এবং ২২ ডিসেম্বর ফল ঘোষণার পরিকল্পনা রয়েছে। আইনগত সতর্কতা: গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধ প্রমাণের সমার্থক নয়। তহবিল আত্মসাতের অভিযোগও তদন্ত বা আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া সত্য হিসেবে প্রকাশ করা উচিত নয়।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের

শেষ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের প্রত্যাশা, আসন্ন রমজানের আগে সম্প্রসারণকাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শেষ করা সম্ভব হবে।

কয়েক লাখ ডলার ক্ষতির দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

ডলার ব্যয় বা ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র, কর্মী, প্রচারণা, ব্যালট ও অন্যান্য আয়োজনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। আদালতের স্থগিতাদেশে এসব প্রস্তুতির একটি অংশ কাজে আসেনি।

এদিকে ২৫ অক্টোবর ব্রঙ্কসে সেলিম-আলী প্যানেলের সমর্থকদের একটি সমাবেশে দ্রুত আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানানো হয়। বক্তারা মামলা দায়েরের সময় নিয়ে সমালোচনা করেন।

নিউইয়র্কে জাতীয় অভিবাসী দিবসে সম্মাননা পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা আবদুল্লাহ খন্দকার

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অভিবাসী দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্কের কুইন্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর আবদুল্লাহ খন্দকারকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অভিবাসী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিলেন নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক কারেন গোপি, কুইন্সের সারোগেট বিচারক ক্যাসান্দ্রা জনসন, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডি ইন্সপেক্টর আদিল রানা এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইন্সপেক্টর আবদুল্লাহ খন্দকার। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আইনজীবী, চিকিৎসক, পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নেতারা অংশ নেন। আয়োজক মঈন চৌধুরী বলেন, অভিবাসীদের অধিকারকে মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্যসেবাও দেওয়া হয় এবং অভিবাসীদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শরণার্থীদের আপিলের সময় ৩০ দিন থেকে ১০ দিনে নামানোর নিয়ম স্থগিত

আদালতে ধাক্কা ট্রাম্প প্রশাসনের

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী মর্যাদা বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর সময় কমিয়ে আনার ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নিয়ম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছেন ফেডারেল বিচারক। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ১৪ অক্টোবর নতুন নিয়ম জারি করে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শরণার্থীদের আপত্তি জানানোর সময় ৩০ দিন থেকে ১০ দিনে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

২৭ অক্টোবর বোস্টনের ফেডারেল বিচারক জুলিয়া কোবিক নিয়মটির কার্যকারিতা ৬ নভেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেন। শরণার্থী অধিকার সংগঠনগুলোর দায়ের করা মামলার পর এই আদেশ আসে।

মামলাকারীদের বক্তব্য, মাত্র ১০ দিনের মধ্যে আইনজীবী সংগ্রহ, নথিপত্র প্রস্তুত এবং সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যকর আপত্তি জানানো অনেক শরণার্থীর জন্য কঠিন হতে পারে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের হিসাবে, নতুন নিয়মের আওতায় প্রায় ১ লাখ ৮৬ হাজার শরণার্থী প্রভাবিত হতে পারেন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ভোটার নাগরিকত্ব নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের তদন্ত

ক্যালিফোর্নিয়ায় উত্তেজনা

নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের ভোট দেওয়ার অভিযোগ তদন্তে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ফেডারেল বিচার বিভাগের তদন্তকারীরা লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে ভোটার যাচাই ও সম্ভাব্য অবৈধ ভোট শনাক্ত করার পদ্ধতিসংক্রান্ত নথি চেয়েছেন।

ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরির সমনে জানতে চাওয়া হয়েছে, কাউন্টি কর্তৃপক্ষ কীভাবে নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের ভোটার নিবন্ধন শনাক্ত করে, অবৈধ ভোট গণনা প্রতিরোধ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কবার্তার জবাব দেয়।

বিচার বিভাগ জানিয়েছে, দেশব্যাপী তদন্তে অবৈধ ভোটদান বা ভোটার নিবন্ধনের অভিযোগে ১৫৬ জন অভিবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এই সংখ্যা দেশজুড়ে ব্যাপক নির্বাচনী জালিয়াতির প্রমাণ নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার নির্বাচন কর্মকর্তারা ফেডারেল অভিবাসন তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, ভুল তথ্যের ভিত্তিতে বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

একটি পৃথক মামলায় ফেডারেল বিচারক প্রায় ২০ হাজার সন্দেহভাজন ভোটারের ডাকযোগে দেওয়া ভোট গণনা বন্ধের সরকারি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিচার বিভাগ ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

ডাইভার্শন পলিসি, বিভ্রান্ত করার কৌশল এবং ব্যাকফায়ারের আলাপ

খবর ডেস্ক

আমজনতা দলের তারেক যাকে কমনলি আমতারেক বলা হয়, তাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে। কেন তাকে জাপান সফরে নেয়া হলো। এক্ষেত্রে ক্ষমতাশীন দলের স্ট্র্যাটেজিক পজিশন ঠিক আছে। চরম চালাকির পরিচয় দিয়েছে দলের নীতিনির্ধারকরা। আমার কথাই ধরুন, আমার বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান নিয়ে আমতারেকের মুখোমুখি হতে হবে এমন চিন্তায় আমার চরম বিব্রত হবার কথা। নিজেকে দিয়েই উদাহরণ দিলাম, অন্য যারা আছেন, যারা বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজে অপরিহার্য, তারাও চরম বিব্রত হবেন এবং তা সঙ্গত কারণেই। ফলে তাদের অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যা জন্ম নেবে তা হলো ঈর্ষা, ইংরেজিতে জেলাসি। মীর জাহান, মুন্নি চৌধুরী, দিলশানা পারুলদের মতন গ্রেট প্রমিজিংএক্টিভিস্টদের দেখুন, তারাও এসব নিয়ে কথা বলছেন। অথচ তাদের মতন মানুষদের উচিত এসব পাশ কাটানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় চিপ টপিক নিয়ে পড়ে থাকা উচিত নয়। আমরা তাদের থেকে আরো অনেক বেশি ডিজার্ভ করি। তারা আমরা মিলে দেশ থেকে বিদেশে বিগত ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে জেলাসি ছিল না, কারণ চিপ কেউ বুদ্ধিবৃত্তির জগতে আমাদের সামনে আসেনি। আমাদের সে শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা রয়েছে। সে কারণেই এমন কাউকে সামনে রাখা হচ্ছে জেলাসি উৎপাদনে। যাতে আমাদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, আমরা বিভ্রান্ত হই। আমরা সব ছেড়ে এসব নিয়ে মেতে থাকি। যেমন আমি এখন লিখছি, এটাও সেই স্ট্র্যাটেজির সাফল্য।

জেলাসি’র খারাপ দিকটা হলো, তা সব যুক্তিতর্ককে গুলিয়ে ফেলে। চিন্তাকে বিভ্রান্ত করে। কথাটা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখুন। দেখবেন, এখন বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের অনেকেই আমতারেককে নিয়ে পড়ে আছেন। কারণ, তারা মেনে নিতে পারছেন না, তার বর্তমান অবস্থানকে। জেলাসি তাদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করছে, তাই কুমিরের মতন লেজ ছেড়ে লাঠি নিয়ে আছেন। ডিপস্টেটের কোনো অংশহয়তো এটাই চাচ্ছে। আমরা যেন জাপান সফরের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা না বলি, আমাদের চিন্তায় যেন থাকে আমতারেক। আমাদের ক্রিটিসিজমের টপিক যেন হয় এমন চিপ বিষয়। তাই হচ্ছে।

মীর জাহান, মুন্নি চৌধুরী, দিলশানা পারুলদের মতন গ্রেট প্রমিজিংএক্টিভিস্টদের দেখুন, তারাও এসব নিয়ে কথা বলছেন। অথচ তাদের মতন মানুষদের উচিত এসব পাশ কাটানো। সোশ্যাল মিডিয়ায় চিপ টপিক নিয়ে পড়ে থাকা উচিত নয়। আমরা তাদের থেকে আরো অনেক বেশি ডিজার্ভ করি। তারা আমরা মিলে দেশ থেকে বিদেশে বিগত ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে জেলাসি ছিল না, কারণ চিপ কেউ বুদ্ধিবৃত্তির জগতে আমাদের সামনে আসেনি। আমাদের সে শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা রয়েছে। সে কারণেই এমন কাউকে সামনে রাখা হচ্ছে জেলাসি উৎপাদনে। যাতে আমাদের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, আমরা বিভ্রান্ত হই।

আমরা সব ছেড়ে এসব নিয়ে মেতে থাকি। যেমন আমি এখন লিখছি, এটাও সেই স্ট্র্যাটেজির সাফল্য।

এই স্ট্র্যাটেজি বলা যায় অনেকাংশেই সফল। টকশোতে বলেন কিংবা গণমাধ্যমে, বুদ্ধিবৃত্তির জগতে চিপদের সাথে মুখোমুখি হতে হচ্ছে মেইনস্ট্রিমের। তাদের চিপ কথার জবাব দিতে গিয়ে প্রায়সময়ই মূল কথা নিচে পড়ে যাচ্ছে। ফলে মূল সমস্যা ও সমাধানকে অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে না। সম্ভবত ব্যাকস্টেজে প্রবল ক্ষমতাশালী একটা অংশ এমনটাই চাচ্ছে, যাতে মুখ্য বিষয়গুলো মূলক্ষমতাকেন্দ্রের নজরে না আসে। আসলেও তা যেন বাকোয়াজের কারণে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আর তা হলে লাভ কার, কারা বেনিফিশিয়ারি তা বুঝতে অন্তত ড্রোন সায়েন্টিস্ট হতে হয় না।

তবে মুশকিলের কথা হলো, এই স্ট্র্যাটেজি একসময় ফেইল মারে। যুগে যুগে তাই মেরেছে। ভারতের বিজেপির দিকে তাকান, ক্লাউনগুলোকে সামনে রেখে মূল বিষয় আড়াল করতে গিয়ে, খোদ সরকার প্রধানই এখন ক্লাউনে পরিণত হয়েছেন। জেন-জি’দের ভাষা পড়তে চেষ্টা করুন, তারা মোদিজিকে কী বলছে, কী ভাষায় অ্যাড্রেস করছে। অথচ বিজেপি যখন কংগ্রেসের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে হাজির হলো, তখন মানুষের কী উচ্ছাস ও সমর্থন ছিল বিজেপি’র প্রতি। কিন্তু এখন, একদম তার উল্টো। মানুষকে সঙ্গতই সবসময়ের জন্য বিভ্রান্ত করা যায় না, বোকা বানানো যায় না। ডাইভার্শন পলিসি একসময় না একসময় ফেইল মারে, ব্যাকফায়ার করে। বিগত ফ্যাসিস্ট রেজিমে তাই করেছিল।

ফ্যাসিস্ট রেজিমে দেখেছি আমরা ডাইভার্শন পলিসি’র অবলীলায় প্রয়োগ। ইস্যু দিয়ে ইস্যু ঢেকে দেয়ার চেষ্টা। নায়িকা-গায়িকা-খেলোয়ারদের সামনে এনে তাদের আলোচনায় রাখা, যাতে মূল ইস্যু হারিয়ে যায়। এবং তাই গিয়েছে। যারফলে দীর্ঘায়িত হয়েছে ফ্যাসিস্টকাল। কিন্তু দীর্ঘায়িত হলেও শেষমেশ চরম ব্যাকফায়ার করেছে সেই পলিসি। এতটাই চরম যে, গুষ্ঠিশুদ্ধ দেশ ছেড়ে ভাগতে হয়েছে। তাই হয়। মানুষকে ভুলভুলাইয়াতে ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে নিজেদেরই রাস্তা হারাতে হয়। সুতরাং সঠিক রাস্তাতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই বুদ্ধিমানের কাজটা যেন ক্ষমতাশীনরা করেন। তাদের জন্য শুভকামনা।

নিউইয়র্কে ১১ লাখ ডলারের অবৈধ চেক নগদায়ন, নারী গ্রেপ্তার

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের ৫৫ বছর বয়সী শু ফাং চেংকে (ঢঁব ঋধহম ঈযবহম) সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবৈধভাবে চেক নগদায়ন সেবা দেওয়ার অভিযোগে ২৩ অক্টোবর নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। আদালতের নথি অনুযায়ী, চেং নিউইয়র্কের একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরের মালিকদের একজন ছিলেন। ওই দোকানের মাধ্যমে অন্তত তিনজনকে লাইসেন্সবিহীন চেক নগদায়ন সেবা দেওয়া হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

তাঁদের মধ্যে একজন সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টারের মালিক এবং একজন গোপন পরিচয়ে কাজ করা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এজেন্ট ছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, চেং গ্রাহকদের বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসায়িক ব্যাংক হিসাবে চেক জমা দিতে নির্দেশ দিতেন। এসব কোম্পানি অন্য ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এরপর তিনি গ্রাহকদের কাছ থেকে ২ থেকে ৩ শতাংশ ফি নিয়ে চেকের বিপরীতে নগদ অর্থ দিতেন। আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, চেং টেক্সট ও অডিও বার্তার মাধ্যমে এসব লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ করতেন। তিনি গোপন পরিচয়ে কাজ করা ওই এজেন্টকে দীর্ঘমেয়াদে এ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করার কথাও বলেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত চেংয়ের সংশ্লিষ্টতায় গ্রাহকদের ১১ লাখ ডলারের বেশি নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রায় ৮ লাখ ৭৫ হাজার ডলার জব্দ করেছে। লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তরকারী ব্যবসা পরিচালনার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে চেংয়ের বিরুদ্ধে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ন্যাশনাল ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনের সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কলিন এম. ম্যাকডোনাল্ড, নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা জুনিয়র, স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-ইন্সপেক্টর জেনারেল মিরান্ডা এল. বেনেট, নিউইয়র্কে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন্সের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট পিটি গিজাস এবং নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ কমিশনার জেসিকা এস. টিশ এ গ্রেপ্তার ও অভিযোগের ঘোষণা দেন। স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন্সের নিউইয়র্ক শাখা এবং নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) ঘটনাটি তদন্ত করছে। বিচার বিভাগের ফ্রড ডিভিশনের হেলথ কেয়ার ফ্রড সেকশনের ডেপুটি চিফ প্যাট্রিক জে. ক্যাম্পবেল এবং ট্রায়াল অ্যাটর্নি লিওনিড স্যান্ডলার মামলাটি পরিচালনা করছেন।

গত ৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ফ্রড ডিভিশন গঠনের ঘোষণা দেয়। আমেরিকান জনগণের সঙ্গে প্রতারণার ঘটনাগুলো তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনতে বিভাগটি কাজ করে। ফেডারেল সুবিধা কর্মসূচিতে জালিয়াতি, অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্সের সভাপতিত্বে গঠিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টাস্কফোর্সের কার্যক্রমকেও বিচার বিভাগের এ উদ্যোগ সহায়তা করে।

বিচার বিভাগের হেলথ কেয়ার ফ্রড স্ট্রাইক ফোর্স কর্মসূচির আওতায় দেশজুড়ে বিভিন্ন ফেডারেল জেলায় নয়টি স্ট্রাইক ফোর্স কাজ করছে। ২০০৭ সাল থেকে এ কর্মসূচির আওতায় ৬ হাজার ২০০-এর বেশি আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। এসব মামলায় অভিযুক্তরা সম্মিলিতভাবে ফেডারেল স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ৪৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিল জমা দিয়েছিলেন বলে বিচার বিভাগ জানিয়েছে।

মেডিকেয়ার ও মেডিকেইড সেবা কেন্দ্র (সিএমএস) স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়ের সঙ্গে কাজ করে স্বাস্থ্যসেবা খাতে জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত সেবাদানকারীদের জবাবদিহির আওতায় আনার পদক্ষেপও নিচ্ছে। বিচার বিভাগের হেলথ কেয়ার ফ্রড সেকশনের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

নিউইয়র্কে ট্রাফিক পুলিশ ইউনিয়নের সভায় সংঘর্ষ

আটক নেতা সাময়িক বরখাস্ত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্টদের শ্রমিক সংগঠন CWA লোকাল ১১৮২-এর সাধারণ সভায় দুই বাংলাদেশি নেতাকে ঘিরে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মোহাম্মদ সাঈদ ইসলামকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, অভিযোগকারী নেতা খান শওকত হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

২৫ অক্টোবর ম্যানহাটনের নরম্যান থমাস হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামে ইউনিয়নের সাধারণ সভা চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার পর সাঈদ ইসলামকে ৩০ দিনের জন্য চাকরি ও ইউনিয়ন–উভয় ক্ষেত্র থেকেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ঘটনাটি নিউইয়র্ক পুলিশের ম্যানহাটনের ১৪তম প্রিসিঙ্কটের আওতায় এসেছে। প্রতিবেদনে একটি পুলিশি রিপোর্ট নম্বরও উল্লেখ করা হয়েছে: ২০২৬-০১৪-১৩৩১৬।

খান শওকতের অভিযোগ, সাধারণ সভায় ইউনিয়নের নেতৃত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সদস্যদের জবাবদিহি নিয়ে আলোচনা চলাকালে সাঈদ ইসলামের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। তিনি কথোপকথনের ভিডিও ধারণ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে তাঁর ওপর শারীরিক হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার পর খান শওকত হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরে যান বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। CWA লোকাল ১১৮২-এর নেতৃত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক স্বচ্ছতা নিয়ে ইউনিয়নের সদস্যদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষের কথা প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। খান শওকত বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্ত, হিসাব প্রকাশ এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আসছেন বলে জানা গেছে। আসন্ন ইউনিয়ন নির্বাচনে সেক্রেটারি-ট্রেজারার পদে তাঁর প্রার্থিতার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিরোধ আরও প্রকাশ্য হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে।

ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে কয়েক মিলিয়ন ডলারের হিসাব এবং নিরীক্ষা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলে আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট নথি, নিরীক্ষার ফলাফল এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য যাচাই ছাড়া অভিযোগগুলোকে প্রমাণিত অনিয়ম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

নিউইয়র্ক সিটির ট্রাফিক বিভাগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কর্মীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। তাঁদের কর্মক্ষেত্রের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও পেশাগত স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এমন পরিস্থিতিতে ইউনিয়নের সাধারণ সভায় দুই বাংলাদেশি নেতাকে ঘিরে সংঘর্ষের অভিযোগ এবং নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে এ বিরোধ ইউনিয়নের স্বাভাবিক কার্যক্রম ও সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ককে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা এখন দেখার বিষয়।

নিউ ইয়র্কে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো AABEA-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও ফ্যামিলি নাইট

আকবর হায়দার কিরন

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রকৌশলী ও স্থপতিদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস' (AABEA)-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০২৬ এবং ফ্যামিলি নাইট সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৪ অক্টোবর) নিউ ইয়র্কের কুইন্সের বেলেরোজে অবস্থিত মালিন ব্যাংকুয়েট হলে পেশাজীবী, তাঁদের পরিবার, শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ আয়োজন এক প্রাণবন্ত প্রবাস মিলনমেলায় রূপ নেয়। পুরো অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সাবলীল ও নিপুণভাবে উপস্থাপনা করেন প্রকৌশলী উর্বি হাই এবং সাদিয়া শারমিন।

দিনব্যাপী বহুমাত্রিক এই সম্মেলনের প্রথম পর্বে সকালে অনুষ্ঠিত হয় প্রযুক্তিবিষয়ক সেমিনার, যেখানে ১১টি কারিগরি গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। দুপুরে অনুষ্ঠিত জব ফেয়ারে ১২টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি অংশ নেয়, যা বহু চাকরিপ্রার্থী ও পেশাজীবীর জন্য এক চমৎকার সংযোগ তৈরি করে। এছাড়া নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে আয়োজিত STEM কার্যক্রমে শিশুদের বিজ্ঞান মেলা, আনন্দদায়ক সেশন ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় জমকালো গালা ডিনার ও আলোচনা পর্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন AABEA-এর সভাপতি মো. সাজেদুল মোনায়েম খান (শরীফ)। নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি-নির্বাচিত মো. আমিনুল ইসলাম (রিংকন) তাঁর বক্তব্যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ও নতুন প্রজন্মের সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সম্মেলন সফল করতে সাংবাদিক, পৃষ্ঠপোষক ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এছাড়া দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নুরুল হক এবং সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির (CEC) সভাপতি-নির্বাচিত রাজ্জাক চকদার।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে AABEA-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনের (NYSDOT) আঞ্চলিক পরিচালক এরিক কোয়েস্টার (Eric Koester)। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনের (DDC) সহকারী কমিশনার অদ্বৈত দাস (PE) এবং নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক।

বিশ্ববাজারে আজ কমেছে সোনার দাম, ভরি কত

বিশ্ব বাজার

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হারসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সোনার দাম কিছুটা কমেছে। তেলের উচ্চমূল্যের কারণে মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে সুদের হার দীর্ঘ সময় বেশি থাকতে পারে–এমন প্রত্যাশায় সোনার বাজারে চাপ তৈরি হয়েছে।বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকালে প্রতি আউন্স স্পট সোনার দাম ০ দশমিক ১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪ হাজার ৫৫ দশমিক ৫৯ ডলারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডিসেম্বর মাসে সরবরাহের জন্য নির্ধারিত সোনার আগাম চুক্তির দামও ০ দশমিক ১ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৪ হাজার ৭০ দশমিক ২০ ডলারে নেমে আসে।বাংলাদেশি মুদ্রায় ভরিপ্রতি কতপ্রতি আউন্স স্পট সোনার দাম ৪ হাজার ৫৫ দশমিক ৫৯ ডলার এবং প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ১২৩ দশমিক ৯৫ টাকা ধরলে, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি আউন্স সোনার দাম হয় প্রায় ৫ লাখ ৩ হাজার ৬৭৭ টাকা। সেই হিসাবে প্রতি ভরি সোনার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫১২ টাকা।বিশ্ববাজারে সোনা লেনদেন হয় আউন্স হিসাবে। এক আউন্স সোনায় ২৮ দশমিক ৩৫ গ্রাম হয়। ১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রামে হয় এক ভরি। এ হিসাবে এক আউন্স সোনায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি হয়।তবে এটি আন্তর্জাতিক বাজারের স্পট দরের ভিত্তিতে করা আনুমানিক হিসাব। বাংলাদেশের স্থানীয় বাজারে সোনার বিশুদ্ধতা, সরবরাহ পরিস্থিতি, কর ও অন্যান্য খরচের কারণে দাম বেশি হবে।তেলের দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতির শঙ্কাসৌদি আরবের একটি তেল শোধনাগারে হামলার পর জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এর প্রভাবে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ২ ডলারের বেশি বেড়েছে।ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের জলবায়ু ও পণ্যবাজারবিষয়ক অর্থনীতিবিদ হামাদ হুসাইন বলেন, তেলের দাম বৃদ্ধি এবং এর ফলে ফেডারেল রিজার্ভ বাজারের প্রত্যাশার চেয়ে কঠোর অবস্থান নিতে পারে–এমন আশঙ্কা সোনার দামের ওপর চাপ তৈরি করছে।সাধারণত জ্বালানির দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কাও বাড়ে। এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার দীর্ঘ সময় বেশি রাখতে পারে।

পেনসিলভানিয়ায় কোম্পানীগঞ্জ সোসাইটির নতুন কমিটি

সভাপতি রাকিব, সম্পাদক সোহাগ

পেনসিলভানিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় কোম্পানীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অব পেনসিলভানিয়া ইউএসএ ইনকের ২০২৭-২০২৯ মেয়াদের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ইব্রাহিম খলিল চৌধুরী রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শরাফত উল্লাহ সোহাগ।

মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) সংগঠনটির নিজস্ব কার্যালয় ৬২ রিচফিল্ড রোড, আপার ডারবি, পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে। কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি হয়েছেন সাখাওয়াত হোসেন টিপু এবং সহসভাপতি হয়েছেন মো. সাহিদ কামাল সবুজ।

কমিটির অন্যান্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন সহসাধারণ সম্পাদক নূর করিম রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নূর হোসেন এরশাদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউসুফ নবী, সহকারী কোষাধ্যক্ষ শাহাব উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক জহিরুল আলম নয়ন, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মেদ আরিফুর রহমান তারেক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাইনুর রহমান জনি এবং ক্রীড়া সম্পাদক বেলাল হোসাইন রতন।

এ ছাড়া নির্বাহী সদস্য হয়েছেন ইকবাল চৌধুরী রিপন, ইউসুফ নবী, সালেহ উদ্দিন, আরিফুল হক রনি ও নূরুল আফসার রাজিব। কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মাহফুজুল হক চৌধুরীর ছেলে ইব্রাহিম খলিল চৌধুরী রাকিব নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হয়েছেন। তার নেতৃত্বে প্রবাসে কোম্পানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং প্রবাসীদের কল্যাণে নতুন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছে প্রবাসীরা।

USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

ঢাকায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের দশম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস

সামরিক সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্ব

শিহাব ওয়াহিদ, ঢাকা

সামরিক সহযোগিতা জোরদার, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং কৌশলগত অংশীদারত্ব সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মধ্যে দশম ল্যান্ড ফোর্সেস টকস (LFT)-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ ও ২৭ অক্টোবর ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে দুই দিনব্যাপী এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সেনাবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ আশিকুর রহমান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ইউনাইটেড স্টেটস আর্মি প্যাসিফিকের (USARPAC) স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড প্ল্যানস-বিষয়ক ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল মেজর জেনারেল জাইলস জে. এস. কর্নেলিয়া।

আলোচনায় দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, কার্যকর সক্ষমতা উন্নয়ন এবং কৌশলগত অংশীদারত্ব আরও এগিয়ে নেওয়ার বিভিন্ন দিক গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বিত প্রস্তুতি গ্রহণ এবং কার্যকর যৌথ পদক্ষেপের গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা হয়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বাড়ানো দুই দেশের সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসে।

সংলাপ শুরুর আগে ২৬ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের প্রধান মেজর জেনারেল জাইলস জে. এস. কর্নেলিয়া সেনাসদরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) তথ্য অনুযায়ী, এ ধরনের দ্বিপক্ষীয় সংলাপ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নেতানিয়াহুর বিদায়ের সময় এসেছে : বিরোধী নেতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ক্ষমতার মসনদে বদলের হাওয়া, রাজনীতির মাঠে নতুন সমীকরণের আভাস। বিভাজন আর উসকানির রাজনীতির অবসান চেয়ে পরিবর্তনের পথ বেছে নিয়েছেন ইসরায়েলের ভোটাররা, এমনটাই দাবি বিরোধী শিবিরের ।নির্বাচনের ফল পুরোপুরি প্রকাশের আগেই প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি দেখছেন বিরোধীদলীয় নেতা গাদি আইজেনকট ।বুধবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে তেল আবিবে নিজের দল ইয়াশারের সদর দপ্তরে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন আইজেনকট ।এসময় তিনি নেতানিয়াহুকে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। একই সঙ্গে, ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করতে নেতানিয়াহুকে সতর্ক করেন তিনি ।আইজেনকট বলেন, ইসরায়েলের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাই আবার নির্বাচন আয়োজন করা ঠিক হবে না। জনগণের রায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া তার দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

চূড়ান্ত ফল তখনো প্রকাশিত না হলেও নেতানিয়াহুর নেতৃত্বের বিরোধিতাকারী জায়নবাদী শিবির আগের চেয়ে বড় ও শক্তিশালী হয়েছে বলে দাবি করেন আইজেনকট ।নেতানিয়াহুকে সরাসরি সতর্ক করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে ব্যবহার করার সাহস যেন না দেখান তিনি ।নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানদের প্রতিও আহ্বান জানান আইজেনকট। তিনি বলেন, নেতানিয়াহু এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ।নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। রাজনৈতিক চাপের মুখে নতি স্বীকার না করে ইসরায়েলের নাগরিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।এদিকে, নির্বাচনের বুথফেরত জরিপে নেতানিয়াহুর জোট ও আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে। চ্যানেল ১৩-এর হালনাগাদ জরিপে দুই জোটই ৫১টি করে আসন পেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে ।অন্যদিকে, চ্যানেল ১২-এর জরিপে বিরোধী জোটের জন্য ৫২টি এবং নেতানিয়াহুর জোটের জন্য ৫০টি আসনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আরব দলগুলো পেতে পারে ১৮টি আসন ।ইসরায়েলের ১২০ আসনের পার্লামেন্টে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৬১টি আসন। তবে কোনো জোটই সেই সংখ্যায় পৌঁছাতে পারবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, পরবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব আইজেনকটকে দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। তবে এ সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে চূড়ান্ত ফল এবং পার্লামেন্টের দলগুলোর সুপারিশের ওপর।

অভিমত প্রকাশে উন্মুক্ত দৈনিক

তরুণ কণ্ঠ

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ E-mail: torunkanthabd@gmail.com
www.dailytorunkantho.com
e.dailytorunkantho.com

LiveNewsbangla.com

৬০, পুরানা পল্টন (সেবা আইকন) লিফট এর -২, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৬ ১৮৫০৭২, ০১৯১১-৯৬৯৫১৩
জিপিও বক্স নং- ২৮২৮, ফোন- ০২-৯৫১৩৬৯৭

ই-মেইলঃ editorlivenewsbangla@gmail.com
infolivenewsbangla@gmail.com

সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৪
১৪ কার্তিক ১৪৩৩ ■ ১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৮
৩০ অক্টোবর ২০২৬ ■ শুক্রবার

মেডিকেইড জালিয়াতির অভিযোগে

১০০টির বেশি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত : কম্পিউটার ও নথিপত্র জব্দ

■ মেডিকেইড কর্মসূচির অর্থের অপব্যবহার ■ অবৈধ আর্থিক লেনদেন ■ সম্ভাব্য জালিয়াতি শনাক্ত করাই এ অভিযানের উদ্দেশ্য

■ কর্তৃপক্ষ

নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে মেডিকেইড জালিয়াতির সন্দেহে ১০০টির বেশি সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার (Social Adult Day Care) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষ। গত ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার কুইন্স, ব্রুকলিন ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় তদন্তকারীদের বিভি-ন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বাক্সভর্তি নথিপত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যেতে দেখা যায়। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুলের কার্যালয় জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে চলা তদন্তের অংশ হিসেবে এই সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। কুইন্সের ফ্লাশিং এলাকায় অবস্থিত হাস্মুম ডেকেয়ারে অভিযানের সময় এজেন্টদের প্রায় ছয়টি বাক্স, দুটি কম্পিউটার এবং একটি বড় প্লাস্টিকের পাত্রে রাখা সামগ্রী নিয়ে যেতে দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানটির বাইরে কার্যক্রম স্থগিত রাখার একটি নোটিশও দেখা গিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত কোরীয়-আমেরিকান ও এশীয়-আমেরিকান বয়স্কদের জন্য সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার সেবা দেওয়ার কথা প্রচার করে। তবে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আরও পিছিয়ে গেল

১৭ ডিসেম্বর আদালতে তথ্য-উপাত্ত জমার নির্দেশ

আইরিন রহমান, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও বাড়ল। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্ধারিত শুনানি হচ্ছে না। পরিবর্তে আগামী ১৭ ডিসেম্বর মামলার উভয় পক্ষকে নিজ নিজ বক্তব্য ও তথ্য-উপাত্ত আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব নথি পর্যালোচনা করে আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন। ফলে চলতি বছরের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী তামারা হ্যারিসের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান ওসমান চৌধুরী। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন গত ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সদস্যপদ বাতিলসহ বিভিন্ন অনিয়মের এরপর পৃষ্ঠা ২৭

অবশেষে আসছে ‘অর্ধাঙ্গিনী’ নতুন রূপে চমক দেখাবেন চিত্রনায়িকা মৌসুমী

খবর বিনোদন ডেস্ক

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মুক্তির পথে চিত্রনায়িকা মৌসুমী অভিনীত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র ‘অর্ধাঙ্গিনী’। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন দেশের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগর।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে অনুমোদন পেয়েছে চলচ্চিত্রটি। এর মধ্য দিয়ে সিনেমাটির মুক্তির পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রজগতে মৌসুমী শুধু একটি নাম নন, বরং দীর্ঘ অভিনয়জীবনে নিজস্ব অবস্থান তৈরি করা এক জনপ্রিয় তারকা। নব্বইয়ের দশক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অসংখ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা এরপর পৃষ্ঠা ২৭

নিউইয়র্কের স্কুলে বর্ণগত বিভাজন কমানো নিয়ে বিতর্ক

শিক্ষা পরিকল্পনায় চাপ মামদানির ওপর

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বর্ণগত ও অর্থনৈতিক বিভাজন কমানোর পরিকল্পনা নিয়ে মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসন নতুন বিতর্কের মুখে পড়েছে। সম্প্রতি স্কুলস চ্যান্সেলর কামার স্যামুয়েলস একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং বিদ্যালয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থিত কিছু অভিভাবক ও অধিকারকর্মীর বিরোধিতার মুখে পড়েন।

নিউইয়র্কের কিছু সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য পরীক্ষার ফল, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার সমর্থকদের অভিযোগ, এসব ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাজন বাড়ায়। অন্যদিকে কিছু অভিভাবক মনে করেন, বাছাইভিত্তিক ভর্তি পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে। তাঁরা উচ্চমানের শিক্ষাক্রম ও বিশেষায়িত বিদ্যালয় বজায় রাখার পক্ষে। ২৮ অক্টোবর প্রকাশিত গথামিস্টের প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগের অনুষ্ঠানে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

জ্যাকসন হাইটসে নির্মিত হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার

প্রকল্প বাস্তবায়নে

গভর্নর ক্যাথি হোকুলের এক কোটি ডলার অনুদানের ঘোষণা, প্রকল্পে মোট ৩ কোটি ৩৮ লাখ ডলারের অর্থায়ন নিশ্চিত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে নির্মিত হতে যাচ্ছে একটি আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার ও সর্বসাধারণের জন্য সুইমিং পুল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এক কোটি মার্কিন ডলার অনুদানের ঘোষণা দিয়েছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এ প্রকল্পের জন্য এখন পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৩৮ লাখ ডলার অর্থায়ন নিশ্চিত হয়েছে। পরিকল্পিত কমিউনিটি সেন্টারটি স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি সর্বসাধারণের জন্য সুইমিং পুল নির্মিত হলে শিশু-কিশোর, তরুণ ও পরিবারের সদস্যরা সাঁতার শেখা এবং শরীরচর্চার সুযোগ পাবেন। জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্কের অন্যতম বহুজাতিক জনপদ। এখানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয় ও অন্যান্য অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরপর পৃষ্ঠা ২৭

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের কেন্দ্রে মানবাধিকারকে রাখতে হবে

জাতিসংঘে আইরিন খান

শিব্বীর আহমেদ, নিউইয়র্ক

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান। আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ‘দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব হিউম্যান রাইটস’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের এক সংলাপে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃত মানদণ্ড কেবল প্রবৃদ্ধি নয়; বরং তা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস এবং মানবিক এরপর পৃষ্ঠা ২৭

নির্বাচনের আগে তহবিল নিয়ে বিরোধ

নিউইয়র্ক ট্রাফিক পুলিশ ইউনিয়নের বাংলাদেশি সম্পাদক গ্রেপ্তার

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের ট্রাফিক এজেন্ট ইউনিয়ন সিডব্লিউএ লোকাল-১২৮২-এর সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাঈদ ইসলামকে এক সদস্যের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ম্যানহাটনের নরম্যান থমাস হাইস্কুলে ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভার বাইরে ঘটনাটি ঘটে। আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী খান শওকত অভিযোগ করেন, সংগঠনের গত তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের সময় তাঁর ওপর হামলা হয়। পুলিশ সাঈদ ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পরে আদালতে হাজির হওয়ার শর্তে ছেড়ে এরপর পৃষ্ঠা ২৭

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের জন্য প্রায় ১০ লাখ ডলার সংগ্রহ

রমজানের আগে কাজ শেষের আশা

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের (জেএমসি) সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য বিশেষ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে নগদ অর্থ, চেক ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ ডলার সংগ্রহ হয়েছে বলে আয়োজকেরা জানিয়েছেন। ২৪ অক্টোবর লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জেএমসির বর্তমান তিনতলা ভবনকে চারতলায় সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৪০ লাখ ডলারের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের তথ্যমতে, প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ শেষ করতে আরও প্রায় ২০ লাখ ডলার প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে রাওদাহ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ড. জাকির আহমেদ, ইমাম শামসী আলী, শেখ ওসমান বিন ফারুক এবং জেএমসির প্রধান ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগসহ ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতারা এরপর পৃষ্ঠা ২৭

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন স্থগিত

কয়েক লাখ ডলার ক্ষতির দাবি, ব্যয়ের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আদালতের নির্দেশে স্থগিত হওয়ার পর সংগঠন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যয় হওয়া বিপুল অর্থ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সাপ্তাহিক দেশ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচন স্থগিতের কারণে বাংলাদেশ সোসাইটি ও দুই প্যানেলের সম্মিলিত আর্থিক ক্ষতি কয়েক লাখ ডলার হতে পারে। সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের দাবি, দুই প্যানেলের প্রচারণা ব্যয় প্রায় পাঁচ লাখ ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের প্রায় ৭৫ হাজার এরপর পৃষ্ঠা ২৭

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ , **প্রকাশক ও সম্পাদক:** মো মশিউর রহমান মজুমদার, **বার্তা সম্পাদক:** রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইর্য়ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com